NEW GRAMMAR

OF THE BENGALI LANGUAGE

COMPRISING THE FIGURES OF SPEECH

BY

NILMANI MUKHOPADHYAYA M. A. B. L.

Assistant Professor of Sanskrit Presidency College

SECOND EDITION.

নববোধ ব্যাকরণ।

(অলঙ্কার প্রকরণ সমেত)

প্রেসিডেন্সী কালেজের সহকারী সংস্কৃতাধ্যাপক

শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

CALCUTTA.

PRINTED AT THE NEW SCHOOL-BOOK PRESS.

10, Croutche's Lane, St. James's Square.

1873.

উৎসর্গ।

এই ব্যাকরণ খানি

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের দর্শনশাস্ত্রা-

ধ্যাপক সুকৃতি-কুলাবতংস

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের

অর্চ্চনার্থ

তদীয় ছাত্র শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়ের

কৃতজ্ঞতালতার

কুসুমমালিকা স্বরূপ

নিবেদিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

ভাষাবিদ্ পণ্ডিতেরা পৃথিবীস্থ সমুদায় ভাষাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, সাংশ্লেষিক ও বৈশ্লেষিক। যে ভাষায় কারক, কাল, বাচ্য, বচন, পুরুষ ও ক্রিয়াগত অর্থভেদ প্রভৃতি প্রত্যয় দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তাহাকে সাংশ্লেষিক বলে; যথা সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি। যে ভাষায় ঐ সকল বিষয় প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন পদ দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকে বৈশ্লেষিক বলে: যথা ইংরাজি, ফরাষি, জর্ম্মাণ প্রভৃতি।

বাঙ্গালা ভাষা এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী; ইহা কতক সাংশ্লেষিক ও কতক বৈশ্লেষিক। ইহাতে কারক, পুরুষ ও প্রেরণ অর্থ প্রত্যয় দ্বারা সূচিত হয়, কিন্তু বাচ্য ও ক্রিয়াগত অর্থভেদ বিভিন্ন পদ দ্বারা প্রকটিত হয়; এবং কাল লিঙ্গ ও বচন কিয়ৎপরিমাণে প্রত্যয় দ্বারা ও কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন পদ দ্বারা প্রতীত হয়। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা উপরি উক্ত উভয়বিধ ভাষারই নিয়মাধীন। এপর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার যে যে ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, একখানি ব্যতীত তৎসমস্তই সংস্কৃতের নিয়মানুসারে রচিত, সুতরাং কোন খানিও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। সত্য, সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালার প্রধান উপজীব্য; কিন্তু উভয়ের প্রকৃতি যে, নিতান্তবিসদৃশ, তাহা স্থূলদৃষ্টিরও অগোচর নহে। বাচ্য ও ক্রিয়াগত অর্থভেদ, এই দুই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ও কাল বিষয়ে অনেক পরিমাণে বাঙ্গালাভাষা ইংরাজির নিতান্ত অনুরূপ; কিন্তু অন্যান্য স্থলে, বিশেষতঃ কারক, বচন ও সমাস স্থলে সংস্কৃতের ন্যায় নিয়মাধীন। উক্ত সর্ব্বাভিভাবী সাধারণ বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই প্রবন্ধ খানি সঙ্কলিত হইল। অবিগীত শিষ্টাচারই ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়ামক, প্রধান প্রধান গ্রন্থকারেরা উহাকে আদর্শ করিয়া চলেন। তাহাতেই তাঁহাদের রচনা ভাষার প্রকৃতির অবিসম্বাদিনী ও সহৃদয়গণের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়া উঠে।

সেই শিষ্টাচার এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারগণের রচনা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী সঙ্কলন করা বৈয়াকরণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা বলা বাহুল্য যে, এই পুস্তকে এতদ্বিষয়ে যথাসাধ্য প্রযত্ন করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা সম্পর্কে এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রদ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না, সংস্কৃত ভাষার সাধারণ বিধির বিরুদ্ধ। কিন্তু কেবল-সংস্কৃতজ্ঞেরা ইহা স্বীকার করিতে সম্মত নন। 'সৎলোক,' 'চক্ষুলজ্জা,' 'জ্বলন্ত চিতা,' 'মনস্সুখ,' 'মনান্তর,' 'ক্ষণেক,' 'পিতা কর্ত্তৃক,' প্রভৃতিকে তাঁহারা অপ-প্রয়োগ বলেন। 'কর্ত্তায় দ্বিতীয়া ও সপ্তমী হইতে পারে;' 'উহ্যক্রিয়ার কর্ম্মে সপ্তমী হয়;' 'সমাসস্থলে প্রতিযোগী ও কারক পদ ভিন্ন অন্যত্রও একদেশান্বয় স্বীকার করা যায়;' পুরুষোত্তম, অশ্বঘাস প্রভৃতিস্থলে মধ্যপদলোপী সমাস হয়;' 'ভাববাচ্যের ক্রিয়াস্থলেও কর্ম্মপদ প্রযুক্ত হইতে পারে,' ইত্যাদি নূতন নিয়ম সকল শ্রবণ করিলে তাঁহারা ভাষাবিপ্লব উপস্থিত হইল বলিয়া শঙ্কিত হইবেন। কিন্তু উপরি নির্দ্দিষ্ট প্রয়োগ গুলি যে বাঙ্গালাভাষার সাধারণ বিধির অনুযায়ী এবং উপরি উল্লিখিত নিয়মগুলি যে বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতির অবি-সম্বাদী, তদ্বিষয়ে সহৃদয় ব্যক্তিরাই প্রমাণ।

এতাদৃশ নূতন ভাষার ইতিবৃত্ত সমালোচনা করা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর পক্ষে পরম কৌতূকাবহ হইবে সন্দেহ নাই, এই বিশ্বাসের পরবশ হইয়া উপকরণসামগ্রীর সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই-য়াছিলাম। কিন্তু উহার এত অসদ্ভাব, এবং মাদৃশ লোকের পক্ষে ঈদৃশ স্বল্পকালের মধ্যে যথোচিত উপকরণ সমাহরণ করা এরূপ দুরূহ, যে অগত্যা নিবৃত্ত হইতে হইল।

শ্যামাচরণকৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বিদ্যাসাগরকৃত কৌমুদী এবং সাহিত্যদর্পণ, এই পুস্তকের প্রধান অবলম্বন: এতদ্ভিন্ন পাণিনি, মুগ্ধবোধ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, লোহারাম ও রামগতি কৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, নীলাম্বর কৃত ব্যাকরণ, লালমোহন কৃত

কাব্যনির্ণয়, ফর্ব্বসকৃত উর্দ্দ. ব্যাকরণ. হাইলিকৃত ইংরাজি ব্যাকরণ এবং ক্যাম্বেল কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ হইতেও স্থানে স্থানে অনেক আনুকূল্য গ্রহণ করা গিয়াছে।

এই পুস্তকের রচনাসম্পর্কে আর দুইটি কথার নির্দ্দেশ কর৲ নিতান্ত অসম্বন্ধ বোধ হইতেছে না। গ্রন্থারম্ভ করিবার অগ্রে নূতন বাঙ্গালারচনার প্রবর্ত্তয়িতা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়কৃত প্রায় তাবৎ পুস্তক অধ্যয়ন করি; পাঠকালে যেমন ভাষাসম্বন্ধীয় নানা রহস্যের উন্মেষ হইতে লাগিল, অমনি তৎসমুদয় একটি নোটবহিতে লিখিত লাগিলাম। এতদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে যদৃচ্ছালব্ধ অনেকানেক প্রমাণপ্রয়োগ তুলিতে আরম্ভ করিলাম। এই প্রকারে ঐ নোটবহিতে যে সকল বিষয় সংগৃহীত হইল, তৎসমস্ত হইতে অনেকানেক সাধারণ নিয়ম উদ্ভাবিত করিয়া এই প্রবন্ধের যথাযথস্থলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। "অব্যয়" ও "অন্বয়ক্রম" প্রকরণ পাঠ করিলে এই কথা বিশেষরূপে সপ্রমাণ হইবেক।

দ্বিতীয়তঃ. পদ্যপ্রকরণ সঙ্কলনকালে মদীয় পরমবন্ধু সুকবি, কৃতধী শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম. এ, বি, এল, হইতে কতিপয় মহার্ঘ নূতন নিয়ম প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তজ্জন্য তাঁহার নিকট ঋণী রহিয়াছি। ইহা বলা আবশ্যক যে যদি পদ্যপ্রকরণের কিছু বিশেষ উপযোগিতা থাকে, তাহার অধিকাংশই উক্ত বান্ধবের আনুকূল্যে পরিকল্পিত হইয়াছে।

২০শে আশ্বিন ১৯২৮।
ঢাকুরিয়া।

শ্রীনীলমণি শর্ম্মা।

নির্ঘণ্টপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নববোধ ব্যাকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যে শাস্ত্র দ্বারা শব্দের ব্যুৎপত্তি, পদের সাধন এবং বাক্যের অন্বয় বোধ হয়, তাহাকে ব্যাকরণ কহে।

ব্যাকরণ চারিভাগে বিভক্ত। যথা—বর্ণবিবেক, শব্দ, ধাতু ও রচনা।

বর্ণবিবেক।

১। যে প্রকরণে বর্ণের উচ্চারণস্থান, পরস্পর মিলন ও পরিবর্ত্তন ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকে বর্ণবিবেক বলে।

বর্ণ দ্বিবিধ; স্বর ও ব্যঞ্জন। যে সকল বর্ণ বর্ণান্তরের আশ্রয় ব্যতীত স্বতন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহাদিগকে স্বরবর্ণ বলে। যে সমস্ত বর্ণ স্বরবর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বয়ং উচ্চারিত হয় না, তাহাদিগকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলে।

স্বরবর্ণ।

২। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ, এ ঐ ও ঔ এই দ্বাদশ বর্ণকে স্বরবর্ণ কহে। স্বর দুই (১) প্রকার; হ্রস্ব ও

(১) অ ই উ ঋ এ ঐ ও ঔ এই আটটি স্বর দূর হইতে আহ্বান, গান, ও রোদন কালে প্লুত নামে উক্ত হয়। তদনুসারে স্বরবর্ণ ত্রিবিধ; হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত।

দীর্ঘ। অ ই উ ঋ এই চারিটি হ্রস্বস্বর; আ ঈ ঊ ৠ এ ঐ ও ঔ এই আটটি দীর্ঘস্বর।

স্বর আরও দুই প্রকার হয়, লঘু ও গুরু। অ, ই, উ, ঋ, এই চারিটি লঘু স্বর। আ ঈ ঊ ৠ এ ঐ ও ঔ এবং সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী অ ই উ ঋ গুরু স্বর।

ব্যঞ্জন বর্ণ।

৩। ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম, য র ল ব শ ষ স হ, ং ঃ ঁ, এই পঁয়ত্রিশটি [১] ব্যঞ্জন বর্ণ। তন্মধ্যে ক অবধি ম পর্য্যন্ত পঁচিশটিকে স্পর্শ (২) বর্ণ বলে। স্পর্শবর্ণ সকল পাঁচ বর্গে বিভক্ত। ক খ গ ঘ ঙ, এই পাঁচটি কবর্গ; চ ছ জ ঝ ঞ, এই পাঁচটি চবর্গ, ট ঠ ড ঢ ণ, এই পাঁচটি টবর্গ; ত থ দ ধ ন, এই পাঁচটি তবর্গ; প ফ ব ভ ম, এই পাঁচটি পবর্গ। য র ল এই তিনটিকে অন্তঃস্থ বর্ণ (৩) বলে। শ ষ স হ এই চারিটি উষ্মবর্ণ

---

(১) আকারগত বৈলক্ষণ্য ও উচ্চারণভেদ উভয়ই বর্ণ-সংখ্যার নিয়ামক। এই নিমিত্ত ড় ঢ় য ব (অন্তঃস্থ) এই চারিটি বর্ণের পৃথক নির্দ্দেশ হইল না। ক্ষ সংযুক্ত বর্ণ বলিয়া বর্ণমালার অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই।

(২) জিহবার অগ্র, উপাগ্র, মধ্য ও মূল স্থান স্পর্শ করিয়া এই সকল বর্ণ উচ্চারিত হয়, তজ্জন্য ইহাদিগকে স্পর্শ বর্ণ বলে।

(৩) স্পর্শ ও উষ্ম বর্ণের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে য র ল এই তিনটি অন্তঃস্থ বর্ণ নামে উক্ত হয়।

(১)। ং অনুস্বার এবং ঃ বিসর্গ এই দুইটিকে অযোগ-বাহ (২) বলে। ँ এইবর্ণ বিন্দুযুক্ত অর্দ্ধ চন্দ্রের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট বলিয়া চন্দ্রবিন্দু নামে নির্দ্দিষ্ট হয়।

বর্ণের উচ্চারণ স্থান।

৪। অ আ হ্ ও কবর্গ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ; ইহাদিগকে কণ্ঠ্যবর্ণ বলে।

৫। ই ঈ য শ ও চবর্গ ইহাদের উচ্চারণ স্থান তালু; ইহাদিগকে তালব্য বর্ণ বলে।

৬। ঋ ৠ র ষ ও টবর্গ ইহাদের উচ্চারণ স্থান মূর্দ্ধা; ইহাদিগকে মূর্দ্ধন্য বর্ণ বলে।

৭। ল স ও তবর্গ ইহাদের উচ্চারণ স্থান দন্ত; ইহাদিগকে দন্ত্য বর্ণ বলে।

৮। উ ঊ ও পবর্গ ইহাদের উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ; ইহাদিগকে ওষ্ঠ্য বর্ণ বলে।

---

(১) এই চারি বর্ণের উচ্চারণ বিষয়ে উষ্মের অর্থাৎ বায়ুর প্রাধান্য আছে, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে উষ্ম বর্ণ বলে।

(২) পাণিনি স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের যে সকল সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনুস্বার ও বিসর্গের যোগ অর্থাৎ উল্লেখ নাই। তন্নিমিত্ত অযোগ, এবং তাহা হইলেও বাহ অর্থাৎ প্রয়োগ নির্ব্বাহ করে বলিয়া অযোগবাহ এই নামে উক্ত হইয়া থাকে।

৯। এ ঐ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু; ইহাদিগকে কণ্ঠ্যতালব্য বর্ণ বলে।

১০। ও ঔ ইহাদের উচ্চারণ স্থান দন্ত ও ওষ্ঠ; ইহাদিগকে দন্ত্যৌষ্ঠ্য বর্ণ বলে।

১১। বকারের (১) উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠের ন্যায় স্থল-বিশেষে দন্ত ও ওষ্ঠ হইতে পারে। তখন ইহাকে দন্ত্যৌষ্ঠ বর্ণ বলে। ৺(২) চন্দ্রবিন্দু ও ং অনুস্বারের উচ্চারণ স্থান নাসিকা; ইহাদিগকে অনুনাসিক বর্ণ বলে।

১২। ঃ বিসর্গ আশ্রয়স্থানভাগী অর্থাৎ যখন যে স্বরবর্ণকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার উচ্চারণ স্থানই বিসর্গের উচ্চারণ স্থান।

১৩। ঙ, ঞ, ণ, ন ম ইহারা কণ্ঠাদি স্থানের ন্যায় নাসিকাতেও উচ্চারিত হয়, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে অনুনাসিক বর্ণও বলে।

---

(১) দেবনাগর বর্ণমালায় বকারের আকারভেদ আছে; এই নিমিত্ত তালব্য শকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে ব পঠিত হয়, তাহাকে অন্তঃস্থ বকার বলে। কিন্তু বাঙ্গালা বর্ণমালায় ইহার আকার গত কোন প্রভেদ নাই; একই ব বকারের ন্যায় দুই প্রকারে উচ্চারিত হয়। যথা, জ্বলন, জিহ্বা আহ্বান।

(২) বাঙ্গালা ভাষায় দন্ত্য নকার ও মকার হইতে চন্দ্রবিন্দু উৎ-পন্ন হয়, এই নিমিত্ত ইহাকেও এক অনুনাসিক বর্ণ বলা যায়। যথা, চাঁদ, বঁধু, পাঁচ, বাঁধ, কাঁপ, ঝাঁপ ইত্যাদি।

অসংযুক্তবর্ণসংক্রান্ত বিশেষ নিয়ম।

অ—পদের অন্তস্থিত অকারের প্রায় উচ্চারণ হয় না। যথা; বিলাস, সন্তান; বৈশাখ ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত স্থলে অকারের উচ্চারণ হইয়া থাকে।

উপান্ত্যবর্ণ সংযুক্ত হইলে অকারের উচ্চারণ হয়। যথা; শব্দ, তিক্ত উচ্চ, বীর্য্য, দুঃখ, বংশ ইত্যাদি।

ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দ দুই স্বর বিশিষ্ট হইলে, হয়। যথা—কৃত, ভীত, স্মৃত ইত্যাদি।

হ এবং য় উপান্তে থাকিলে, হয়। যথা—প্রবাহ, লৌহ, মোহ, প্রিয়, করণীয়, ভূয়। কিন্তু অকার বা অকারের পরে য় থাকিলে, হয় না। যথা—বিলয়, বিষয়, তথায় ইত্যাদি।

অকার যুক্ত বর্ণের পূর্ব্বে ঋকার থাকিলে, হয়। যথা—মৃত, দৃঢ় বৃষ, কৃশ, সদৃশ।

অকারের পূর্ব্বে ধাতুসম্বন্ধীয় কেবল একটি অক্ষর থাকিলে হয়। যথা, বারিজ, শোকাপহ, সুখদ, অগ্রগ, উরোগ ইত্যাদি। অকারের পূর্ব্বে ধাতু সম্বন্ধীয় অনেক অক্ষর থাকিলে হয় না। যথা, প্রিয়-ম্বদ, পুরঃ-সর, কর্ম্ম-কর, ভাগ, বাদ, শ্রম, ইত্যাদি।

সম্বোধনে প্রায় অন্তস্থিত অকারের উচ্চারণ হয়। যথা—হে শিব, হে তপোধন, হে সুভগ, রে চণ্ডাল ইত্যাদি।

অনুজ্ঞাতে, স্বার্থে ও অভ্যাসার্থে ভূতকালের তৃতীয় পুরুষে, এবং ভবিষ্যৎকালের প্রথম পুরুষে, হয়। যথা—চল, বল, ধর, করিল, লইয়াছিল, করিত, করিব, দেখিব।

সমাসস্থলে চরম পদ ভিন্ন পদান্তরের অন্তস্থিত অকার উচ্চারিত হয়। যথা—সনকসনাতন, নকুলসহদেব, রামলক্ষ্মণ, হরপার্ব্বতী, নির্ম্মল জল, নিরহঙ্কার।

এতদ্ভিন্ন, ছোট, বড়, সম, তম, অসীম, মহামহিম, গাঢ়, রজ, নব

যুব, বিধ, মত প্রভৃতি শব্দেরও অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়। তৎ সম্বন্ধ অবগত হওয়া ভাষার বিশেষজ্ঞান সাপেক্ষ।

ঋ—ইহাকে সামিস্বর(১) বলে। ঋকার পদের আদিতে থাকিলে বা আদিবর্ণের সহিত সংযুক্ত হইলে "রি" এইরূপ উচ্চারিত হয়। যথা, ঋণ, ঋষভ, মৃত, কৃত। ঋকারে রেফ যুক্ত হইলে অন্য স্বরের ন্যায় ইহার আকার পরিবর্ত্ত হয় না। যথা, পুনঃ-ঋদ্ধি, পুনর্ঋদ্ধি। কখন কখন ঋকারের সন্ধি হয় না। যথা, ঋষি ঋণ, দেবঋণ, পিতৃঋণ ইত্যাদি।

ই, উ, ও—ইকার, উকার এবং ওকার স্বরবর্ণের পরবর্ত্তী হইলে, অসম্পূর্ণরূপে য়ি, য়ু এবং য়ো, এই প্রকার উচ্চারিত হয়। যথা, ইকার—কানাই, দই, ঢাকাই, বোম্বাই, ব্রাইটন, হাইকোর্ট, লাইবেন ইত্যাদি। উকার—বউ, লাউ, বাউটন, ডিউন, লউন, ইত্যাদি। ওকার—ভাও, রাও, কাওরা, বাও-য়ালি, চড়াও, দেওয়া, সওয়াল ইত্যাদি।

জ়—বর্গীয় জকারের নিম্নে বিন্দু দিলে ইহা ইংরাজি "z" অক্ষরের মত দন্তদ্বারা উচ্চারিত হয়। যথা, পর্টুগিজ়, জ়েনো-ফন, জ়োরোস্তার, জ়েন্দাবেস্ত।

ঞ—চবর্গের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে নকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা, চঞ্চল, বাঞ্ছা, পিঞ্জর, ঝঞ্ঝাট। জকারের পরস্থিত হইলে, "গঁ" এইরূপ পঠিত হয়। যথা; জ্ঞান, যজ্ঞ।

ড, ঢ—ড এবং ঢ শব্দের প্রথমে না থাকিলে, ড় ও ঢ় রূপে পরিণত হয়। যথা, বিড়াল, আষাঢ়, গাঢ়, নিগূঢ়।

---

[১] সামি অর্থে অর্দ্ধেক। অর্থাৎ ঋকার কোন কোন বিষয়ে স্বরের ন্যায় এবং কোন বিষয়ে ব্যঞ্জন বর্ণের ন্যায় বিবেচিত হইয়া থাকে।

ণ—মূর্দ্ধন্যষকারের পরে থাকিলে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত টকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা, কৃষ্ণ-কৃষ্টঁ, বিষ্ণু-বিষ্টুঁ। বাঙ্গালা ভাষায় ণ ও ন উভয়েরই উচ্চারণ স্থান দন্ত। কিন্তু কার্য্য-কারণ-ভেদ-নিবন্ধন পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করা গেল।

ম—কোন ব্যঞ্জন বর্ণের পরবর্ত্তী হইলে তাহাকে সানুনাসিকরূপে উচ্চারিত করায়। যথা, স্মরণ-সঁরণ, লক্ষ্মী-লক্ষীঁ।

য়—শব্দের আদিতে জকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা, যোগ, যুক্ত, যাদব, যাগ, যত্ন, যান, যম, যন্ত্রণা ইত্যাদি। যকারাদি শব্দ উপসর্গ বা শব্দান্তরের পরবর্ত্তী হইলে ও পূর্ব্ববৎ উচ্চারিত হয়। যথা; অভিযোগ, বিযুক্ত, মহাযাগ, প্রযত্ন, অভিযান, সংযম, নিযন্ত্রণা। কিন্তু নিয়োগ, প্রয়োগ, নিয়ম, আয়াস, ব্যায়াম, প্রয়াস, প্রয়াগ, প্রভৃতি স্থলে এই নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। যকার যফলাযুক্ত বা রেফাক্রান্ত হইলে জর ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা; ন্যায্য, বীর্য্য, তির্য্যক্। এই দুই ভিন্ন বর্ণের পরে যুক্ত থাকিলে, উহাকে দ্বিত্বের ন্যায় উচ্চারিত করিয়া দেয়। যথা; বাক্য, পদ্য, কাব্য, সাহিত্য।

এতদ্ব্যতীতস্থলে যস্থানে য় হয়। যথা; হয়, প্রলয়, করিয়া, ইত্যাদি।

ব—বর্ণের পরে যুক্ত থাকিলে উহাকে দ্বিত্বের ন্যায় উচ্চারিত করায়। যথা, দ্বিত্ব,দ্বন্দ্ব, পক্ব, জ্বলন, বিদ্বান। কিন্তু বকার কোন শব্দের আদিতে থাকিয়া বর্ণান্তরের সহিত মিলিত হইলে পৃথক্ রূপে উচ্চারিত হয়। যথা, উদ্বাহু, উদ্বাহ, তদ্বস্ত্র ইত্যাদি।

শ, ষ, স—বাঙ্গালা ভাষায় তিনেরই উচ্চারণ স্থান এক

অর্থাৎ তালু। কিন্তু কার্য্য-কারণ-ভেদ বশতঃ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হইল। তালব্য শকারের পর ঋ র, কিম্বা ন থাকিলে, ইহা সংস্কৃত দন্ত্য সকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা, শৃঙ্খলা, শ্রবণ, প্রশ্ন।

দন্ত্য সকারের পর ঋ র, ন, ত কিম্বা থ থাকিলে, ইহা সংস্কৃত দন্ত্য সকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা; সৃষ্টি, সংস্রব, স্নান, স্তব, স্থান।

হ—হকারের পর য থাকিলে হ্য, ও ব থাকিলে হ্ব এইরূপ উচ্চারিত হয়। যথা; সহ্য, জিহ্বা।

বর্ণ সংযোগ।

১৪। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণের পরস্থিত হইলে প্রায় রূপান্তরিত হইয়া ঐ বর্ণে মিলিত হয়। যথা, বিপদ্-আশঙ্কা বিপদাশঙ্কা, তদ্-ইচ্ছা তদিচ্ছা, গিরি-ঈশ গিরীশ, বিপদ্-উদ্ধার বিপদুদ্ধার, চলৎ-ঊর্ম্মি চলদূর্ম্মি, পিতৃ-ঋণ পিতৃণ, বার-এক বারেক, অন-ঐক্য অনৈক্য, সম্-ঋদ্ধি সমৃদ্ধি, মহা-উক্ষ মহোক্ষ, মহা-ঔষধ, মহৌষধ।

কিন্তু অকার ব্যঞ্জন বর্ণের পরবর্ত্তী হইলে অদৃশ্যভাবে থাকে। যথা, অন্+অন্ত-অনন্ত, স্+অ+ক্+অল্+অ-সকল।

১৫। অনেক ব্যঞ্জন বর্ণ একত্র সংশ্লিষ্ট হইলে,

উহাকে সংযুক্ত বর্ণ বলে। যথা, ব্যক্ত, ধৈর্য্য, ভর্ৎসনা, কৃৎস্ন, সত্ত্ব।

ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরদ্বারা ব্যবহিত না হইলে, পরস্পর মিলিত হইয়া সংযুক্ত বর্ণরূপে পরিণত হয়। ব্যঞ্জনবর্ণেরও পরস্পর সংযোগ কালে রূপান্তর হয়। যথা, বাক্+য-বাক্য, নির্+নয়-নির্ণয়, হিংস্+র-হিংস্র, ভক্+ত-ভক্ত; নিশ্+চয়-নিশ্চয়, ভাস্+কর-ভাস্কর, বিষ্+ণু-বিষ্ণু, দৃপ্+ত-দৃপ্ত।

১৬। পদের অন্তস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ, [্] অর্থাৎ হসন্তচিহ্নে যুক্ত হয়। যথা, বিদ্বান্, সম্রাট্, দিক্। অনুস্বার সর্ব্বত্র হসন্তচিহ্নে উপলক্ষিত হয়। যথা, বংশ, সাং, নং। কিন্তু হসন্ত তকার 'ৎ' এইরূপে লিখিত হয়। যথা, জলসাৎ, তৎকৃত।

১৭। রকারের অব্যবহিত পরবর্ত্তী হইলে ত দ ব ম ও যকারের প্রায় দ্বিত্ব হয়। যথা, শীতার্ত্ত, জনার্দ্দন, সর্ব্ব, ধর্ম্ম, বীর্য্য।

১৮। বর্গীয় পঞ্চমবর্ণ তত্তৎবর্গের কোন না কোন বর্ণের পূর্ব্বেই যুক্ত হয়। যথা; শঙ্কা, নাঙ্খিন, কঙ্কাল, সঙ্ঘ, মঙ্গল, বাঙ্গালা, সঙ্ঘ, পঞ্চ, মাঞ্চেষ্টার, বাঞ্ছা, সঞ্জয়, আর্কেঞ্জ্যাল, ঝঞ্ঝা; বণ্টন, লুণ্ঠন, যণ্ড, ইংলণ্ড, হলণ্ড, ক্ষুণ্ণ, শান্ত, ক্রান্তি, মন্থন, বন্দনা,

সরহিন্দ, বন্ধন, পিন্ধন, আসন্ন, কম্প, লম্ফ, বিম্ব, আরম্ভ, সম্মান।

১৯। তালব্য শকার লকারের পূর্ব্বে, এবং তালব্য বর্ণের পূর্ব্বেই, সংযুক্ত হয়। যথা, শ্লাঘা শ্লথ, শ্লেষ, শ্লিমান; নিশ্চয়, বৃশ্চিক, দুশ্ছেদ্য। মূর্দ্ধন্য ষকার কেবল মূর্দ্ধন্য বর্ণের পূর্ব্বেই সংযুক্ত হয় এবং অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত হইলে কবর্গ ও পবর্গের পূর্ব্বেই সংযুক্ত হইয়া থাকে। যথা; কষ্ট, আমহারষ্ট, বৃষ্টল, নিষ্ঠা; দুষ্কর, ইষ্কাতর, ইষ্পাহাণ, নিষ্ফল। দন্ত্য সকার দন্ত্যবর্ণ এবং কবর্গ ও পবর্গের পূর্ব্বেই সংযুক্ত হয়। যথা, তুরস্ক, ভাস্কর, আস্কারা, নস্কর, ডামস্কস, স্পার্শ, স্ফূর্ত্তি, স্পেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধি।

২০। দুই বর্ণ অব্যবহিত ভাবে পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইলে উভয়ে মিলিত হয়; এই মিলনকে সন্ধি বলে। স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে, ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণে, এবং ব্যঞ্জনবর্ণে ও স্বরবর্ণে সন্ধি হয়। কখন দুই

বর্ণ কেবল মিলিত হয়। যথা, দিপদ্‌-উদ্ধার, বিপদুর্দ্ধার। কখন পূর্ব্ববর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়; যথা, উৎ-চারণ উচ্চারণ। কখন পরবর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়; যথা, যাচ্‌-না যাচ্ঞা। কখন উভয় বর্ণই পরিবর্ত্তিত হয়; যথা, তৎ-শাসন তচ্ছাসন।

উপসর্গ বা উপপদের সহিত ধাতুর যে সন্ধি তাহা নিত্য। যথা, প্র-ঈক্ষণ প্রেক্ষণ; বি-আপ্তি ব্যাপ্তি; জনম্‌-এজয় জনমেজয়; উরঃ-গ উরোগ। প্রকৃতি (১) ও প্রত্যয়ের যে সন্ধি তাহাও নিত্য। যথা, লোক-এ লোকে, শঠ-এরা শঠেরা; নৈ-অক নায়ক, শে-অন শয়ন। সমাসস্থলে প্রায়ই সন্ধি হয়। যথা, নীল-অম্বর নীলাম্বর, ভবৎ-অনুগ্রহ ভবদনুগ্রহ। কদাচিৎ ব্যভিচার দেখা যায়। যথা, কলিকাতা অভিমুখে যাইব; তাঁহার অনুমতি অনু-সারে কার্য্য করিব। ইচ্ছা অর্থে সন হয়, প্রেরণ অর্থে ণি হয়; কটি করি-অরি জিনি; কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ।

বাক্যে, অর্থাৎ পদদ্বয়ে, সন্ধি হয় না। যথা, আপনার আদেশ প্রযুক্ত আমি উত্তরদিক গমনার্থ উদ্যুক্ত আছি। এস্থলে, আপনারাদেশ প্রযুক্ত আম্যুত্তরদিকে গমনার্থউদ্যুক্তাছি, এরূপ সন্ধি হইবে না।

অপিচ, "তিনি স্বতঃই প্রবৃত্ত হইলেন;" "তিনি গুণগ্রাহীও

---

(১) ধাতু ও প্রাতিপদিককে প্রকৃতি বলে। ধাতু ক্রিয়াবাচক। যথা, ভূ, স্থা, গম ইত্যাদি। প্রাতিপদিক শব্দে বস্তু বা বস্তুর বিশেষণ বুঝায়। যথা, চন্দ্র, সূর্য্য, তরু, লতা, দৃঢ়, গুরু, মৃদু, শুক্ল ইত্যাদি।

ছিলেন।" এস্থলে "স্বতই প্রবৃত্ত হইলেন"এবং "গুণগ্রাহ্যো ছিলেন," এরূপ সন্ধি হইবেক না।

কিন্তু পদ্যে ই অব্যয়ের সহিত বিকল্পে সন্ধি হয়। যথা, আমারি বা আমারই, সকলি বা সকলই।

স্বরসন্ধি।

২১। স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে মিলিত হইয়া যে সন্ধি হয়, তাহাকে স্বরসন্ধি বলে।

২২। যদি অবর্ণের পর অবর্ণ [১] থাকে, উভয়ে মিলিয়া আকার হয়; আকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, জ্ঞান-অঞ্জন জ্ঞানাঞ্জন, ধর্ম্ম-আত্মা ধর্ম্মাত্মা, বিদ্যা-অলঙ্কার বিদ্যালঙ্কার, মহা-আশয় মহাশয়।

২৩। যদি ইবর্ণের পর ইবর্ণ [১] থাকে, উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ঈকার হয়; ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, শান্তি-ইচ্ছা শান্তীচ্ছা, ক্ষিতি-ঈশ ক্ষিতীশ, মহী-ঈশ মহীশ, লক্ষ্মী-ঈশ লক্ষ্মীশ।

২৪। যদি উবর্ণের পর উবর্ণ থাকে, উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ঊ হয়; ঊকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, বিধু-উদয় বিধূদয়, গুরু-ঊরু গুরূরু, বধূ-উৎসব বধূৎসব, সরযূ-ঊর্ম্মি সরযূর্ম্মি।

---

(১) অবর্ণ শব্দে অ এবং আ, ইবর্ণ শব্দে ই এবং ঈ, উবর্ণ শব্দে উ এবং ঊ।

২৫। যদি ঋকারের পর ঋকার থাকে, উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ৠকার হয়; ৠকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা; পিতৃ-ঋণ পিতৄণ, দাতৃ-ঋদ্ধি দাতৄদ্ধি।

২৬। যদি অবর্ণের পর ইবর্ণ থাকে, উভয়ে মিলিয়া একার হয়, একার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, প্র-ইরণ প্রেরণ, যথা-ইষ্ট যথেষ্ট, জ্ঞান-ইচ্ছা জ্ঞানেচ্ছা, রমা-ঈশ রমেশ।

২৭। যদি অবর্ণের পর উবর্ণ থাকে, উভয়ে মিলিয়া ওকার হয়; ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, বধ-উপায় বধোপায়, মহা-উৎসব মহোৎসব, ধবল-ঊর্ণা ধবলোর্ণা, মহা-ঊর্ম্মি মহোর্ম্মি।

২৮। যদি অবর্ণের পর ঋকার থাকে, উভয়ে মিলিয়া [১] অর্ হয়; অরের অ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা; হিম-ঋতু হিমর্ত্তু, মহা-ঋষভ মহর্ষভ।

২৯। অবর্ণের পর একার [২] কিম্বা ঐকার থাকে; উভয়ে মিলিয়া ঐকার হয়; ঐকার পূর্ব্ব

---

(১) তৃতীয়া সমাস হইলে ঋত শব্দের ঋকার স্থানে আর্ হয়। যথা, শীত-ঋত শীতার্ত্ত, ক্ষুধা-ঋত ক্ষুধার্ত্ত।

(২) বার, অর্দ্ধ ও কয় শব্দের পর একশব্দ থাকিলে, পূর্ব্বপদের অকারের লোপ হয়, ও একার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, বার-এক বারেক, অর্দ্ধ-এক অর্দ্ধেক, কয়-এক কয়েক। অন্যত্র বিকল্পে হয়। যথা ক্ষণ-এক ক্ষণৈক বা ক্ষণেক।

বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, এক-এক একৈক, মহা-ঐরক্ত মহৈরক্ত, নূতন-ঐন্দ্রজালিক নূতনৈন্দ্রজালিক।

৩০। যদি অবর্ণের পর ওকার (১) কিম্বা ঔকার থাকে, উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয়; ঔকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, মিষ্ট-ওদন মিষ্টৌদন, মহা-ওঘ মহৌঘ, তাদৃশ-ঔদ্ধত্য তাদৃশৌদ্ধত্য, মহা-ঔৎসুক্য মহৌৎসুক্য।

৩১। যদি ইবর্ণ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকে, ইবর্ণ স্থানে য হয়; য পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর যকারে যুক্ত হয়। যথা, জাতি-অন্ধ জাত্যন্ধ, অগ্নি-উৎপাত অগ্ন্যুৎপাত, শচী-উপবন শচ্যুপবন।

৩২। যদি উবর্ণ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকে, উবর্ণ স্থানে ব হয়; ব পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর বকারে যুক্ত হয়। যথা, মৃদু-ঈ মৃদ্বী, বিধু-আদিত্য বিধ্বাদিত্য, তনু-অত্যয় তন্বত্যয়।

৩৩। ঋভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ঋকারস্থানে র হয়; র পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর রকারে

---

(১) ওষ্ঠশব্দ পরে থাকিলে বিম্ব শব্দের অকারের বিকল্পে লোপ হয়। যথা, বিম্ব-ওষ্ঠ বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ।

যুক্ত হয়। যথা, ধাতৃ-ইচ্ছা ধাত্রিচ্ছা, ভ্রাতৃ-আনন্দ ভ্রাত্রানন্দ।

৩৪। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, একার স্থানে অয়্, ঐকারস্থানে অব্, ওকার স্থানে অয়, এবং ঔকার-স্থানে আব্, হয়। যথা, শে-অন শয়ন, নৈ-অক নায়ক, ভো-অ ভব, নৌ-ইক নাবিক।

ব্যঞ্জন সন্ধি।

৩৫। ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণে বা ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণে যে সন্ধি হয়, তাহাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। [১]

৩৬। যদি চ কিম্বা ছ পরে থাকে, ত ও দ স্থানে চ হয়। এবং যদি জ কিম্বা ঝ পরে থাকে, ত ও দ স্থানে জ হয়। যথা, উৎ-চারণ উচ্চারণ, বিপদ্-চয় বিপচ্চয়, সৎ-ছাত্র সচ্ছাত্র, তদ্-ছাদ তচ্ছাদ, ভবৎ-জীবন ভবজ্জীবন, এতদ্-জাল এতজ্জাল।

৩৭। তকার কিম্বা দকারের পর তালব্য শ থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া চ্ছ হয়; এবং হকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দ্ধ হয়। যথা, জগৎ-শরণ্য জগচ্ছরণ্য, বিপদ্-শঙ্কা বিপচ্ছঙ্কা, উৎ-হার উদ্ধার, সম্পদ্-হেতু সম্পদদ্ধেতু।

---

[১] স্বরবর্ণের পর ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে সন্ধি হয় না। যথা, দয়া-ধর্ম্ম দয়াধর্ম্ম, হরি-হর হরিহর।

৩৮। যদি ট কিম্বা ঠ পরে থাকে, ত ও দ স্থানে, ট হয়; এবং যদি ড কিম্বা ঢ পরে থাকে, ত ও দ স্থানে ড হয়। যথা, ভবৎ-টঙ্কার ভবট্টঙ্কার, তদ্-টীকা তট্টীকা, জগৎ-ঠাকুর জগট্‌ঠাকুর, এতদ্-ঠক্কুর এতট্‌ঠক্কুর, শরদ্-ডিণ্ডিম শরড্ডিণ্ডিম, নদৎ-ঢক্কা নদড্‌ঢক্কা।

৩৯। মূর্দ্ধন্য ষকারের পরস্থিত ত স্থানে ট ও থ স্থানে ঠ হয়। যথা, আকৃষ্-ত আকৃষ্ট, ষষ্-থ ষষ্ঠ, প্রতিষ্-থা প্রতিষ্ঠা, যুধিষ্-থির যুধিষ্ঠির।

৪০। ল পরে থাকিলে ত ও দ স্থানে ল হয়। যথা, বৃহৎ-ললাট বৃহল্ললাট, সম্পদ্-লাভ সম্পল্লাভ।

৪১। দন্ত্য নকার [১] শব্দের অন্তস্থিত হইলে, উহার লোপ হয়। যথা; দামন্-উদর দামোদর, রাজন্-ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম, গুণিন্-আদর গুণ্যাদর, আগামিন্-উৎসব আগাম্যুৎসব।

৪২। চ কিম্বা জকারের পর দন্ত্য ন থাকিলে ন স্থানে ঞ হয়। যথা, যাচ্-না যাচ্ঞা, যজ্-ন যজ্ঞ, রাজ্-নী রাজ্ঞী।

---

(১) অহন্ শব্দের ন স্থানে বিসর্গ হয়। যথা, অহন্-রাত্র অহোরাত্র, অহন্-পতি অহস্পতি।

৪৩। যদি অন্তঃস্থ বর্ণ অথবা উষ্মবর্ণ পরে থাকে, মস্থানে অনুস্বার হয়। যথা, সম্-যম সংযম, সম্-রম্ভ সংরম্ভ, স্বয়ম্-লব্ধ স্বয়ংলব্ধ, সম্-হার সংহার, সম্-শয় সংশয়, সায়ম্-স্বপ্ন সায়ংস্বপ্ন।

৪৪। যে বর্গীয়বর্ণ পরে থাকে, মকারের স্থানে (১) সেইবর্গের পঞ্চমবর্ণ হয়। যথা, শম্-কর শঙ্কর, সম্-জয় সঞ্জয়, সায়ম্-ডিণ্ডিম সায়ণ্ডিণ্ডিম, সম্-ধ্যা সন্ধ্যা।

৪৫। ক খ ত থ প ফ শ স পরে থাকিলে দ স্থানে ত হয়। যথা, শরদ্-কাল শরৎকাল, তদ্-ফল তৎফল।

৪৬। যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থবর্ণ (২) অন্তঃস্থবর্ণ কিম্বা হকার পরে থাকে, বর্গের প্রথমবর্ণ স্থানে বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা, বাক্-ঈশ বাগীশ, দিক্-জয় দিগ্জয়, ষট্-বর্গ ষড়্বর্গ, পঠৎ-দশা পঠদ্দশা, অপ্-জ অব্জ।

৪৭। যদি ন কিম্বা ম পরে থাকে বর্গীয় প্রথম বর্ণ

---

(১) কখন কখন বিকল্পে হয়। যথা, সংখ্যা সঙ্খ্যা, লংঘ লঙ্ঘ।

(২) জ ঝ ড ঢ ল এবং হ পরে থাকিলে তকার স্থানে কি কি আদেশ হয়, ইতি-পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করাগিয়াছে।

স্থানে বর্গীয় পঞ্চম (১) বা তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা, দিক্-নাগ দিঙ্নাগ, দিগ্নাগ ; মধুলিট্-মধু মধুলিণ্মধু বা মধুলিড্মধু ; অপ্-নদী অম্নদী বা অব্নদী।

৪৮। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে ধ স্থানে ৎ হয়। যথা, ক্ষুধ্-পিপাসা ক্ষুৎপিপাসা। এই ধজাত তকার স্থানে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে চ, দ, নকার প্রভৃতি আদেশ হইতে পারে। যথা, ক্ষুধ্-চিন্তা ক্ষুচ্চিন্তা, ক্ষুধ্-বোধ ক্ষুদ্বোধ, ক্ষুধ্-নিবৃত্তি; ক্ষুন্নিবৃত্তি ; ক্ষুধ্-শান্তি ক্ষুচ্ছান্তি, ক্ষুধ্-লয় ক্ষুল্লয়।

৪৯। স্বরবর্ণের পরস্থিত ছ স্থানে চ্ছ হয়। যথা, বৃক্ষ-ছায়া বৃক্ষচ্ছায়া ; মুনি-ছাত্র মুনিচ্ছাত্র।

৫০। উৎ উপসর্গের পর স্থাধাতু স্থানে থা হয় এবং সং ও পরি উপসর্গের পর কৃধাতু স্থানে স্কৃ হয়। যথা, উৎ-স্থান উত্থান, সম্-কৃত সংস্কৃত, পরি-কার পরিস্কার।

৫১। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে, অথবা কোন বর্ণ পরে না থাকিলে দন্ত্য স ও র স্থানে বিসর্গ হয়। যথা, পুনর্-পুনর্ পুনঃপুনঃ, মনস্-পূত মনঃপূত, অন্ত-তস্ অন্ততঃ, প্রাতর্-সন্ধ্যা, প্রাতঃসন্ধ্যা।

---

(১) মাত্র কিম্বা ময় প্রত্যয় পরে থাকিলে কেবল পঞ্চমবর্ণই হয়। যথা, বাক্-ময় বাঙ্ময়, অপ্-মাত্র অম্মাত্র।

৫২। বিদ্বস্ শব্দের স স্থানে দ হয়। যথা, বিদ্বস্-গণ বিদ্বদ্গণ, বিদ্বস্-আলয় বিদ্বদালয়, বিদ্বস্-সভা বিদ্বৎ-সভা।

৫৩। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে দিব্ শব্দের ব স্থানে উ হয়। দিব্-লোক দ্যুলোক।

৫৪। পুমস্ শব্দের সকারের লোপ হয়। পুম্স্-ব্যাঘ্র পুংব্যাঘ্র, পুম্স্ ধন পুংধন। স্বরবর্ণযুক্ত ক খ, চ ছ, ট ঠ, ত থ, প ফ, পরে থাকিলে, হয় না। যথা, পুম্স্ কোকিল পুংস্কোকিল, পুম্স চটক পুংশ্চটক, পুম্স্ তরক্ষু পুংস্তরক্ষু, পুমস্ পক্ষী পুংস্পক্ষী।

৫৫। চ কিম্বা ছ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে তালব্য শ হয়, ট কিম্বা ঠ পরে থাকিলে মূর্দ্ধন্য ষ হয় এবং ত কিম্বা থ পরে থাকিলে, দন্ত্য স হয়। যথা, নিঃ চয় নিশ্চয়, প্রাতঃ ছবি প্রাতশ্ছবি, ধনুঃ টঙ্কার ধনুষ্টঙ্কার, অন্তঃ ঠক অন্তষ্ঠক, দুঃ-তর দুস্তর, পুনঃ-থুৎকার পুনস্থুৎকার।

৫৬। ক খ প ফ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে প্রায়ই দন্ত্য স (১) হয় (২)। যথা, নিঃ-কাম

---

(১) ষত্ববিধি অনুসারে ঐ স মূর্দ্ধন্য হইতে পারে।

(২) কোন কোন স্থলে বিকল্পে হয়। যথা. দুঃখ, দুষ্খ।

নিষ্কাম, বহিঃ-কার বহিষ্কার, আবিঃ-ক্রিয়া আবিষ্ক্রিয়া, দুঃ-কর দুষ্কর, চতুঃ-পথ চতুষ্পথ, নমঃ-কার নম-স্কার, পুরঃ-কার পুরস্কার, তিরঃ-কার তিরস্কার, শ্রেয়ঃ-কর শ্রেয়স্কর, অয়ঃ-কান্ত অয়স্কান্ত, মনঃ-কাম মনস্কাম, ভাঃ-কর ভাস্কর, বাচঃ-পতি বাচস্পতি, অহঃ-কর অহস্কর, ভ্রাতুঃ-পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুঃ-কন্যা ভ্রাতুষ্কন্যা।

৫৭। অকার, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমবর্ণ, অন্তঃস্থবর্ণ অথবা হকার পরে থাকিলে, অকার ও পরবর্ত্তী বিসর্গের স্থানে ওকার হয়। ওকারের পর অকার থাকিলে উহার লোপ হয়। যথা, মনঃ-অভীষ্ট মনোভীষ্ট, বয়ঃ-বৃদ্ধি বয়োবৃদ্ধি, ওজঃ-গুণ ওজোগুণ।

৫৮। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চমবর্ণ, অন্তঃস্থবর্ণ অথবা হকার পরে থাকিলে, অকারের পরস্থিত রজাতবিসর্গ স্থানে র হয়। যথা; পুনঃ-দান পুনর্দ্দান, অন্তঃ-মনাঃ অন্তর্ম্মনাঃ, প্রাতঃ-উদয় প্রাতরুদয়, স্বঃ-লোক স্বর্লোক, অহঃ-মান (১) অহর্ম্মান।

৫৯। পূর্ব্বোক্ত বর্ণ সকল পরে থাকিলে অবর্ণ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গের স্থানে র হয়। যথা,

(১) রাত্রি শব্দ পরে থাকিলে অহঃ শব্দের বিসর্গ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অকার এই উভয় বর্ণ স্থানে ওকার হয়। যথা, অহঃ রাত্র অহোরাত্র।

দুঃ-আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা, নিঃ-জল নির্জল, চতুঃ-ভুজ চতুর্ভুজ। (২)

৬০। র পরে থাকিলে বিসর্গজাত রকারের লোপ হয়, ও বিসর্গের পূর্ব্বস্থিত স্বর দীর্ঘ হয়। যথা, চতুঃ-রাত্র চতুরাত্র। নিঃ-রোগ নীরোগ, নিঃ-রব নীরব।

৬১। স্থ পরে থাকিলে বিকল্পে বিসর্গের লোপ হয়। যথা, দুঃ-স্থ, দুস্থ দুঃস্থ।

নিপাতন।

যে সকল পদ ব্যাকরণোক্ত লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ না হয়, তাহা নিপাতনে সিদ্ধ। নিপাতনে স্থলবিশেষে নূতন বর্ণাগম, বর্ণ-বিপর্য্যয়, বর্ণবিকার, অথবা বর্ণলোপ হয়। যথা, বর্ণাগম—বিশ্ব-মিত্র বিশ্বামিত্র, প্রায়-চিত্ত প্রায়শ্চিত্ত, বন-পতি বনস্পতি, অমর-বতী অমরাবতী, দ্বার-বতী দ্বারাবতী, পর-পর পরস্পর বা পরস্পরা, গো-অক্ষ গবাক্ষ, হরি-চন্দ্র হরিশ্চন্দ্র, গো-পদ গোষ্পদ, আ-পদ আস্পদ, আ-চর্য্য আশ্চর্য্য। বর্ণবিপর্য্যয়—হিংস সিংহ। বর্ণবিকার—কালী-দাস কালিদাস, স্ব-ঈর স্বৈর, অক্ষ-উহিনী অক্ষৌহিনী, প্র-ঊঢ় প্রৌঢ়, অন্য-অন্য অন্যোন্য, তদ্-কর তস্কর, বৃহৎ-পতি বৃহস্পতি। বর্ণলোপ—সীম-অন্ত

---

(২) চতুষ্টয়, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি পদে বিসর্গস্থানে রকার হয় না।

সীমন্ত, সার-অঙ্গ সারঙ্গ, কুল-অটা কুলটা, পতৎ-অঞ্জলি পতঞ্জলি, মনস্-ঈষা মনীষা।

ণত্ববিধি।

৬২। ঋ, র, মূর্দ্ধন্য ষ এই তিন বর্ণের পর দন্ত্য ন থাকিলে, মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, ঋণ, পূর্ণ, কৃষ্ণ, তৃণিডাড, কর্ণেল ইত্যাদি।

৬৩। ন পদের অন্তে থাকিলে, হয় না। যথা, হে উপকারিন্, হে মনোহারিন্, হে পুষন্।

৬৪। যদি স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য, হ ও অনুস্বার ব্যবধানে থাকে, তাহা হইলেও দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, করণ, হরিণ, প্রমাণ, নির্যাণ, মার্গণ, বৃংহণ, কেরাণি, লোরেণ, মার্কিণ, ইষ্পাহাণ, জর্ম্মণি, ফ্রাণ্স।

৬৫। উপরি উক্ত ভিন্ন বর্ণ বব্যধানে, হয় না। যথা, অর্চ্চনা, মূর্চ্ছনা, বিসর্জ্জন, বর্দ্ধন, স্পর্শন, রসনা।

৬৬। ত, থ, দ অথবা ধ যুক্ত ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা, ভ্রান্ত, গ্রন্থন, বৃন্দ, রন্ধন।

যদি এক পদে ঋ র কিম্বা ষ, ও অন্য পদে ন থাকে, ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা, নরযান, ত্রিনেত্র, বৃষবাহন, কর্ত্তৃনন্দন।

কিন্তু যদি অন্যপদস্থিত ন স্ত্রীলিঙ্গবিহিত ঈ যুক্ত থাকে,

বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয় (১)। যথা, নগরযায়িণী নগরযায়িনী, বিষপায়িণী বিষপায়িনী, দুহিতৃবারিণী দুহিতৃবারিনী।

ধাতুর পূর্ব্বে প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গ অথবা অন্তর্ শব্দ থাকিলে, কৃৎ প্রত্যয়ের ন মূর্দ্ধন্য হয় (১)। যথা, প্রয়াণ, পরিহীণ, প্রবহমাণ, প্রাপণীয়, অন্তর্যাণ, নির্যাণ, পরাহনণ।

কৃৎ প্রত্যয়ের ন ব্যঞ্জনবর্ণে মিলিত হইলে, মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা, পরিভগ্ন, প্রমগ্ন, নির্বিঘ্ন।

আখ্যাত (২) প্রত্যয়ের ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা, ধরেন, শোবেন, করুন ইত্যাদি।

নিপাতন।

নিম্নলিখিত শব্দের ন নিপাতনে মূর্দ্ধন্য হয়। শরবণ, ইক্ষুবণ, আম্রবণ, খদিরবণ, অন্তর্বণ। পরায়ণ, পারায়ণ, উত্তরায়ণ, চন্দ্রায়ণ, নারায়ণ রামায়ণ। গ্রামণী, শূর্পণখা। প্রণাম, পরিণাম, পরিণাহ, পরিণয়, নির্ণয়, প্রণয়, প্রণব, প্রাণ। প্রণিপাত, প্রণিধান, পরিনির্ম্মাণ। গিরিণদী, স্বর্ণদী।

স্বাভাবিক মূর্দ্ধন্য ণ।

টবর্গের পূর্ব্বে স্বভাবতঃই মূর্দ্ধন্য ণ থাকে। যথা, কণ্টক,

---

(১) ভগিনী, কামিনী, ভামিনী, যামিনীপ্রভৃতি কতকগুলি শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা, পিতৃভগিনী, হরকামিনী, সুবভামিনী ঘোরযামিনী।

(১) ভু, পূ, কম, গম, বেপ, কম্প এই সকল ধাতুর উত্তর বিহিত কৃৎ প্রত্যয়ের ন মূর্দ্ধন্য হয় না। পরাভবনীয়, পরিপাবন, অন্তঃকমনীয়, নির্গমন, পরিবেপন, প্রকম্পন।

(২) ধাতুর উত্তর বিহিত কাল ও পুরুষবাচক প্রত্যয়।

লুণ্ঠন, দণ্ড, ক্ষুণ্ণ, ঠাণ্ডা, মুণ্ডন। এতদ্ভিন্ন কণ, কোণ, গণ, গুণ, বেণু, বীণা, পণ, শণ, শোণিত, অণু, কল্যাণ, মণি, ফণ ইত্যাদি শব্দের ণ স্বভাবতঃ মূর্দ্ধন্য।

ষত্ববিধি।

৬৭। অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণ, ক ও র, এই সকল বর্ণের পর পদমধ্যস্থিত কৃত (১) দন্ত্য সকার মূর্দ্ধন্য হয়। যথা; জিজীবিষা, চিকীর্ষা, বিজেষ্যমান, শ্রীচরণেষু, নিষ্কাম, দুষ্প্রতিবিধেয়। সাৎ প্রত্যয়ের স মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা, অগ্নিসাৎ, ভূমিসাৎ।

উপসর্গের ই বা উকারের পরবর্ত্তী সু, স্থা, সেনি, সিধ, সিচ, সঞ্জ, সদ, এই সকল ধাতুর স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, অভিষব, প্রতিষ্ঠা, নিষ্ঠা, অনুষ্ঠান, অভিষেণন, নিষেধ, প্রতিষেধ, অভিষেচন, নিষঙ্গ, বিষাদ, নিষাদ।

নিপাতন।

নিম্ন লিখিত শব্দগুলির অন্তর্গত ষ নিপাতনে সিদ্ধ। নিষেবণ, পরিষ্কার, পরিষ্কৃত বিষ্কম্ভ, সুষুপ্তি, প্রোষিত। সুষম, বিষম। গোষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, যুধিষ্ঠির, মাতৃষসা, পিতৃষসা (২)।

---

(১) প্রত্যয়ের স ও বিসর্গস্থানে জাত স।

(২) অলুক সমাসে বিকল্পে মূর্দ্ধন্য ষ হয়। মাতুঃস্বসা মাতুঃষ্বসা, পিতুঃস্বসা পিতুঃষ্বসা।

স্বাভাবিক মূৰ্দ্ধন্য ষ।

টবর্গের পূর্ব্বে স্বভাবতঃই মূৰ্দ্ধন্য ষ থাকে। যথা, ব্রিষ্টল, ইষ্টাম্প, রেজিষ্টারি, মেজেষ্টর। এতদ্ভিন্ন বিষ, দূষ, শিষ, তোষ, ভূষ, তুষ, এই সকল প্রকৃতির ষ স্বভাবতঃ মূৰ্দ্ধন্য।

যে সকল শব্দ সংস্কৃতমূলক নহে, তাহাদের স, অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত হইলেই [১] মূৰ্দ্ধন্য হয়। যথা, কাবেণ্ডিষ, ব্রিটিষ, কর্ণওয়ালিষ, ওয়েলেষলি ইত্যাদি।

দন্ত্য স অন্যবর্ণের পরস্থিত হইলে মূৰ্দ্ধন্য হয় না। যথা, কোর্স, ডেস্ক, বাক্স।

অথবা তবর্গ যুক্ত হইলেও মূৰ্দ্ধন্য হয় না। যথা, সেরিস্তাদার, তুর্কিস্থান, আফগানিস্থান, দোস্তমহম্মদ, বেলুচিস্থান, চোস্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শব্দ প্রকরণ।

৬৮। শব্দ দুই প্রকার ; ব্যস্ত ও সমস্ত। যথা ; ব্যস্ত—মনুষ্য, গো, লতা, বৃক্ষ ইত্যাদি। সমস্ত—রাম-লক্ষ্মণ, নীলাম্বর, পুরুষোত্তম ইত্যাদি। সমস্ত শব্দ-সমাস প্রকরণে নির্বাচিত হইবেক।

৬৯। শব্দের উত্তর চারি প্রকার প্রত্যয় [২] বিহিত হয়। যথা; বিভক্তি, স্ত্রীপ্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয়

---

(১) ১১ পৃষ্ঠায় বর্ণসংযোগ দেখ।

(২)। বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রকৃতির উত্তর যাহা বিহিত হয়, তাহাকে প্রত্যয় বলে।

ও লিধুপ্রত্যয়। তদ্ধিতপ্রত্যয় তদ্ধিত-প্রকরণে ও লিধুপ্রত্যয় ধাতু-প্রকরণে নিরূপিত হইবেক।

৭০। শব্দের উত্তর কে রে এ তে প্রভৃতি এবং ধাতুর উত্তর ই, ইলাম, ইব, ইত প্রভৃতি প্রত্যয় হয়; এই সকল প্রত্যয়কে বিভক্তি বলে।

৭১। শব্দ সকল প্রয়োগযোগ্য হইলে উহাদিগকে পদ বলে। পদ পাঁচ প্রকার; বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, অব্যয় এবং ক্রিয়া। ইহাদের মধ্যে বিশেষ্য, সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদ বিভক্তিযুক্ত হইয়াই প্রযুক্ত হয়; কিন্তু বিশেষণ ও অব্যয়শব্দ বিভক্তিযুক্ত না হইয়াই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্রিয়া ধাতুপ্রকরণে নির্বাচিত হইবেক।

বিশেষ্য।

৭২। যে শব্দ দ্বারা জাতি, গুণ, ক্রিয়া, দ্রব্য, অথবা ব্যক্তি বুঝায়, তাহাকে বিশেষ্য বলে। যথা, জাতি—মনুষ্য, গো, ব্রাহ্মণ; গুণ—গুরুতা, মৃদুতা, শ্বেত; ক্রিয়া—গমন, শয়ন, বহন; দ্রব্য—জল, কলস, ঘট, পিত্তল; ব্যক্তি—রাম, গোপাল, শ্যাম ইত্যাদি।

বিশেষ্যের লিঙ্গ, বচন, পুরুষ ও কারক আছে।

লিঙ্গ ও স্ত্রীপ্রত্যয়।

৭৩। বাঙ্গালা ভাষায় লিঙ্গ দুই প্রকার, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ।

৭৪। যে সকল শব্দ [১] স্ত্রীবোধক, তাহারা স্ত্রী-লিঙ্গ। যথা, মানুষী, ব্রাহ্মণী, মৃগী, হংসী ইত্যাদি।

৭৫। যে সকল পদার্থে স্ত্রীত্বের আরোপ হয়, তদ্বাচক শব্দও স্ত্রীলিঙ্গ। যথা, রাত্রি, বিদ্যুৎ, লতা, পৃথিবী, নদী ইত্যাদি।

৭৬। এতদ্ভিন্ন শ্রেণি, শোভা, সেনা, তিথি ও মনোবৃত্তি প্রভৃতি বোধক শব্দ এবং তিপ্রত্যয়ান্ত, আকারান্ত ও ঈকারান্ত সংস্কৃত শব্দ সকল প্রায় স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া থাকে।

৭৭। পুংবোধক হইলেই যে শব্দ পুংলিঙ্গ হয়, এরূপ নহে। উপরি নির্দ্দিষ্ট স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ভিন্ন যাবতীয় শব্দ পুংলিঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

৭৮। অকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। যথা; কৃশা, দীনা, প্রবলা, প্রিয়া, দক্ষিণা, মনোহরা, অনুকূলা ইত্যাদি।

---

(১) দার, কলত্র প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীবাচক হইলেও পুংলিঙ্গ।

৭৯। আ প্রত্যয় পরে থাকিলে অক প্রত্যয়ের অকার স্থানে ইকার হয়। যথা, নায়িকা, সাধিকা, প্রাপিকা।

৮০। স্ত্রীলিঙ্গে বিহিত ঈ প্রত্যয় পরে থাকিলে অন্তস্থিত অবর্ণের লোপ হয়।

৮১। জাতিবাচক অকারান্ত শব্দের (১) উত্তর ঈ হয়। যথা, সিংহী, মৃগী, মানুষী, ব্রাহ্মণী, রাক্ষসী, পিশাচী।

৮২। বহুব্রীহিসমাসে (২) অবয়ববাচক (৩) শব্দের উত্তর বিকল্পে ঈ হয়। যথা, সুমুখী সুমুখা, সুকেশী সুকেশা, তাম্রনখী তাম্রনখা।

৮৩। উদর ও নাসিকা শব্দ ভিন্ন দুয়ের অধিক স্বরবর্ণবিশিষ্ট যে অবয়ববাচক শব্দ, উহার উত্তর ঈ হয় না। যথা, মৃগনয়না, চন্দ্রবদনা, চারুদশনা, লোলরসনা। কিন্তু কৃশোদরী ও কৃশোদরা, দীর্ঘনাসিকী ও দীর্ঘ-নাসিকা এরূপ দুই দুই পদ সিদ্ধ হইবে।

---

(১) অজা, কোকিলা, চটকা, ক্রৌঞ্চা, অশ্বা, মূষিকা, বলাকা, মক্ষিকা, পুত্রিকা, বর্ত্তিকা, বালা, বৎসা, মন্দা, জ্যেষ্ঠা, কনিষ্ঠা, শূদ্রা, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ইত্যাদি শব্দের হয় না।

(২) ন, সহ ও বিদ্যমান শব্দের সহিত সমাস হইলে ঈ হয় না। যথা, অকেশা, সনখা, বিদ্যমানকরা।

(৩) পুচ্ছ, নেত্র, জিহ্বা, গুল্‌ফ, মুণ্ড, তুণ্ড, ক্রোড়, খুর, শিখা, শফ প্রভৃতি শব্দের উত্তর হয় না। যথা. দ্বিনেত্রা, দ্বিজিহ্বা ইত্যাদি।

৮৪। ঋকারান্ত (১), নকারান্ত (২) ও অৎভাগান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয়। যথা, ঋকারান্ত—দাত্রী, কর্ত্রী; নকারান্ত—রাজ্ঞী (৩), গুণিনী, গামিনী, মেধাবিনী; অৎভাগান্ত—মহতী, ভবতী, গুণবতী, শ্রীমতী, ভবিষ্যতী, জ্বলন্তী, লিখন্তী [৪]।

৮৫। ময়, দৃশ, চর, ও কর ভাগান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয়। যথা, হিরণ্ময়ী, তাদৃশী, নিশাচরী, শুকরী।

৮৬। অপত্যার্থক প্রত্যয়নিষ্পন্ন (৫) শব্দ, পূরণবাচকশব্দ, (৬) ও ঈয়স্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয়। যথা, গাঙ্গেয়ী, মাধবী, দাক্ষায়ণী, রাবণী, কাশ্যপী, রাঘবী, দ্বৈমাতুরী, পৌরাণিকী, মীমাংসকী, পারাশরী, সৌরী; পঞ্চমী, একাদশী, শততমী; লঘীয়সী, মহীয়সী।

---

(১) স্বসৃ, মাতৃ, দুহিতৃ, ননন্দ্ ও যামাতৃ শব্দ ভিন্ন। যথা, স্বসা, মাতা ইত্যাদি।

(২) মন্ ভাগান্ত শব্দ ও বহুব্রীহিসমাসে স্থিত অন্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয় না। যথা, সীমা, সুদামা, মহিমা, বহুপর্ব্বা, সুরাজা, দৃঢ়বর্ম্মা, ইত্যাদি।

(৩) ঈ প্রত্যয় পরে থাকিলে অনের অকারের লোপ হয়।

(৪) স্ত্রীলিঙ্গে বিহিত ঈ প্রত্যয় পরে থাকিলে অৎ প্রত্যয় স্থানে অন্ত হয়।

(৫) অপত্যার্থক প্রত্যয় অন্যঅর্থে হইলেও ঈ হয়। যথা, পৌরাণিকী, সৌরী।

(৬) পূরণবাচকের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দের উত্তর ঈ হয় না।

৮৭। হ্রস্ব ইকারান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে ঈ হয়। যথা; রাজী রাজি, শ্রেণী শ্রেণি, আবলী আবলি ইত্যাদি। কিন্তু তিপ্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয় না। যথা, মতি, বুদ্ধি, গ্লানি, ম্লানি।

৮৮। উকারান্ত শব্দের উত্তর দীর্ঘ ঊ হয়। যথা, অলাবূ, কর্কন্ধূ, পঙ্গূ, রম্ভোরূ, করভোরূ। কতকগুলির উত্তর বিকল্পে হয়। যথা, তনূ তনু, চঞ্চূ চঞ্চু, বামোরূ বামোরু। রজ্জু প্রভৃতির হয় না। যথা; রজ্জু, ধেনু, কমণ্ডলু।

৮৯। ব্রহ্মন্, রুদ্র, ভব, সর্ব্ব, মৃড়, ইন্দ্র, বরুণ এই কয়েক শব্দের উত্তর নিত্য, এবং মাতুল, উপাধ্যায়, আচার্য্য শব্দের উত্তর বিকল্পে আনী হয়। যথা, ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী, ভবানী, সর্ব্বাণী, মৃড়ানী, ইন্দ্রাণী, বরুণানী। মাতুলানী মাতুলী, উপাধ্যায়ানী উপধ্যায়া, ক্ষত্রিয়াণী ক্ষত্রিয়া, আচার্য্যানী আচার্য্যা।

নিপাতন।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়।—

নদী, সখী, সপত্নী, নগরী, পুরী, তরুণী, গৌরী, কবরী, পিতামহী, মাতামহী, পুত্রী, কালী, তটী, ঘটী, বেতসী, পটী, কামুকী, তন্বী, মণ্ডলী, সুন্দরী, দ্রোণী, দেবী, নটী, সূচী,

স্থূলী, নীলী, কুমারী, কিশোরী, বিকটী, যুবতী বা যূনী, দ্বয়ী, ত্রয়ী, চতুষ্টয়ী, ত্রিপদী, সুদতী, বিদুষী।

নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ।

হরীতকী, আমলকী, যূথী, অতসী, মালতী, পুনর্ণবা, দূর্ব্বা, গোধা, শম্বুকী, ইত্যাদি।

বাঙ্গালা স্ত্রীপ্রত্যয়।

৯০। বাঙ্গালাভাষায় তিন প্রকারে স্ত্রীলিঙ্গ সূচিত হয়। প্রত্যয় দ্বারা, উপপদ দ্বারা ও ভিন্নাকার শব্দ দ্বারা। প্রত্যয় দ্বারা যথা—

৯১। মনুষ্য ভিন্ন প্রাণিবাচক শব্দের উত্তর ঈ হয়। যথা, ঘোড়ী, ভেড়ী, পাঁটী, বাঘী, ছাগী ইত্যাদি।

৯২। সম্পর্ক ও বয়সের পরিমাণ বুঝাইতে ঈ হয়। মামী, খুড়ী, কাকী, জেঠী, পিসী, মাসী; বুড়ী, ছুঁড়ী, ছুকরী, মাগী।

৯৩। মনুষ্যসংক্রান্ত জাতিবাচক শব্দের উত্তর নী হয় (১)। এবং নী পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের লোপ হয়। যথা, চাঁড়াল্‌নী, কুমার্‌নী, কামার্‌নী, কলুনী, ধোপানী, হাড়িনী, কাওরানী, মোগল্‌নী। কিন্তু যে সকল শব্দের উপান্তে ন আছে,

(১) মোগলানী, ঠাকুরাণী, হাতিনী, পাগলিনী, চণ্ডালিনী নাগিনী, বাঘিনী, নাপ্তিনী, চাতকিনী, সাপিনী, এই কয়েক পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

উহাদের উত্তর নী না হইয়া ঈ হয়। যথা, পাঠানী, মুষলমানী, খৃষ্টানী।

৯৪। যদি অকারান্ত শব্দের অন্ত্য অকার স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয়, প্রাণিবাচক শব্দের উত্তর ইনী হয়। যথা; কৈবর্ত্তিনী, দত্তিনী, বৈদ্যিনী, কায়স্থিনী।

অন্ত প্রত্যয়ান্তশব্দ ব্যক্তিবোধক হইয়া, যদি বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হয়, তবে উহার উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা, দেখন্তীর লাজ ; সাজন্তীর সাজ।

কিন্তু বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইলে, ঈ হয় না। যথা, জ্বলন্ত চিতা, জীয়ন্ত সিংহী।

উপপদ দ্বারা যথা ;—

মনুষ্যভিন্ন প্রাণিবাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ স্ত্রী, মাদি অথবা মেয়ে এই উপপদ দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে (১)। যথা স্ত্রীচিল, স্ত্রীশশাক, স্ত্রীশকুনি। মাদিকোকিল, মাদিঘোঁড়া, মাদিচড়াই, মাদিহাঁস। মেয়েকুকুর, মেয়েহরিণ।

ভিন্নাকার শব্দ দ্বারা—

আজা-আই, বলদ-গাই, পুরুষ-স্ত্রী, শুক-শারী, বর-কনে, পুত্র-বধূ বা কন্যা, ছেলে-মেয়ে, বাপ-মা, ছোলা-মাচী।

---

(১) এইরূপ পুংস ও মর্দ্দা শব্দ দ্বারা ক্ষুদ্র প্রাণিবাচক শব্দের পুংলিঙ্গ বুঝাইয়াথাকে। যথা; পুংস্কোকিল, পুংময়ূর, পুংমৃগ। মর্দ্দা-কুকুর মর্দ্দা-বাচ্ছা, মর্দ্দা-বিরাল।

বচন—সংখ্যা।

৯৫। বাঙ্গালা ভাষায় দুই প্রকার বচন আছে. একবচন ও বহুবচন।

৯৬। শব্দের স্বা ভাবিক রূপ দ্বারা এবং কে, রে র ,এ, য়, তে এই কয়েক প্রত্যয় দ্বারা একত্ব সংখ্যা প্রকাশ পায়। যথা, বিদ্বান লোক। পৃথিবী অচলা। রামকে ডাক। তাহারে দেও। কর্ত্তার ইচ্ছা। লোভে পাপ। টাকায় কুল। শোকেতে ব্যাকুল। দ্বারা, দিয়া, করিয়া, কর্ত্তৃক, হইতে, থেকে, অপেক্ষা প্রভৃতি বিভিক্তিপ্রতিরূপক অব্যয় দ্বারাও একত্ব-সংখ্যা প্রতীত হয়। যথা, বাণদ্বারা আহত হইয়াছে, তীর দিয়া যাইতেছি, নৌকা করিয়া আন, হরি কর্ত্তৃক গৃহীত, বাগান থেকে আন, বৃক্ষ হইতে পতিত, বক অপেক্ষা শুক্ল।

৯৭। রা, দিগকে, দিগের, দের, এই চারি বিভক্তি দ্বারা এবং গুলি গুলা গণ বগ সকল সমস্ত সব সমুদায় জাতি যূথ সমূহ পটল মণ্ডল মণ্ডলী যাবতীয় তাবৎ প্রভৃতি গণবাচক শব্দদ্বারা বহুত্ব সংখ্যা প্রকাশ পায়। যথা, মূর্খেরা কি না বলে। আমাদিগকে বল। তাহাদিগের বা তাহাদের

ভাল হউক। পুস্তকগুলি আন। দোয়াতগুলি কোথায়। ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত। লোক সকল কি করিতেছে।

একজাতীয় সমুদায় বস্তু বুঝাইতে এক বচন হয়। যথা, পুষ্প অতি উপাদেয় বস্তু। আম্র অত্যন্ত সুস্বাদু ফল। কিন্তু এক জাতীয় সমুদায় সজীব বস্তু বুঝাইতে উভয় বচনই হইয়া থাকে। যথা, বর্ষাকালে ব্যাঙ্গ বা ব্যাঙ্গেরা ডাকে। অশ্ব বা অশ্বগণ অতি উৎকৃষ্ট জন্তু। বসন্তে কোকিল বা কোকিলগণ গান করে। পক্ষী বা পক্ষিজাতি দেখিতে সুন্দর। জলের অভিবেচনে তরু বা তরুগণ মঞ্জরিত হয়।

সংখ্যাবাচক ও গণবাচক শব্দের যোগে বহুবচনের বিভক্তি হয় না। যথা, দুইটা মৃগ। এক শত পুস্তক। হাজার লোক। ব্রাহ্মণগণ আসিতেছেন; সকল লোকের দয়া হইল; তাবৎ ছাত্রকে পারিতোষিক দিল।

সঙ্ঘ-বাচক (১) শব্দ স্বভাবতঃ এক বচনান্ত হইয়া থাকে। যথা—তাঁহার সৈন্য সত্বর অভিযান করিল; ব্রাহ্মণসভার শোভা; তৃতীয় রেজিমেণ্টকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিল।

গৌরব বা অনাদর বুঝাইতে বহুবচন হয়। যথা, গৌরব—শ্রীচরণেষু, সমীপেষু; মহাশয়েরা এ বিষয় ভালই অবগত আছেন। অনাদর—তাহাদের কথা কি বিশ্বাসের যোগ্য;

---

(১) এস্থলে সৈন্যেরা, সভাদিগের, রেজিমেন্টদিগকে এরূপ হইবে না। কিন্তু সংঘবাচক শব্দের সহিত সমূহ বাচক শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। যথা, সৈন্যগণ, সভা সকল, তাবৎ রেজিমেন্ট ইত্যাদি।

তাহাকে বিলক্ষণ জানি, সেরূপ লোকেরা না পারে এমন কর্ম্ম নাই।

পুরুষ।

৯৮। পুরুষ ত্রিবিধ; প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় বা মধ্যম পুরুষ ও তৃতীয় পুরুষ। বক্তা স্বয়ং প্রথম পুরুষ, সম্বোধ্য ব্যক্তি মধ্যম পুরুষ, আর যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বাক্য প্রয়োগ হয়, সে তৃতীয় পুরুষ। যথা, আমি ইচ্ছা করি, তুমি পুস্তক লইয়া শিক্ষকের নিকট যাইবে। এস্থলে আমি প্রথম পুরুষ, তুমি মধ্যম পুরুষ, এবং শিক্ষক তৃতীয় পুরুষ।

৯৯। গৌরব বুঝাইতে মধ্যম পুরুষ স্থানে তৃতীয় পুরুষ হয়। যথা, আপনি অতি সদ্বিবেচক; মহাশয় যাহা অনুমতি করিলেন; হুজুর হুকুম করিবেন; শ্রীযুত যদি ভরসা দেন; ধর্ম্মাবতার কি এই বিচার করিলেন?

১০০। বিনয় ও নির্ব্বেদ বুঝাইতে প্রথম পুরুষ স্থানে তৃতীয় পুরুষ হয়। যথা, বিনয়—প্রভো! এ অকিঞ্চন যাহা বলিতেছে, শ্রবণ করুন। এ দীন হীন কি আপনার মহিমা জানে না? নির্ব্বেদ—জননি বিশ্বম্ভরে! বিদীর্ণা হও, দুঃখিনী সীতা তোমার গর্ভে

বিলীনা হউক। হা লক্ষ্মণ! রাম কি দুঃখভোগার্থ শরীর ধারণ করিয়াছিল।

১০১। বক্তার নিজের নির্দোষিত্ব বা পৌরুষ প্রকাশ করিতে হইলে, প্রথম পুরুষ স্থলে তৃতীয় পুরুষ হয়। যথা, রাজা কহিলেন, দুষ্মন্ত গোপনে কোন কর্ম্ম করে না। লক্ষ্মণ বলিলেন, অরে দুষ্ট মেঘনাদ! তুই আজি অতিকায়-হন্তার বিক্রম অনুভব করিবি।

১০২। শ্লেষস্থলে অর্থাৎ ভঙ্গীক্রমে ভর্ৎসনা বা গুণানুবাদ করিতে হইলে, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ স্থলে তৃতীয় পুরুষ হয়। যথা, মধ্যমপুরুষস্থলে— ভবাদৃশ লোকের ক্রোধের বশ হওয়া উচিত নয়; সাধুলোকেরা পরের দোষ ব্যাখ্যা করিতে কুণ্ঠিত হন। প্রথম পুরুষস্থলে— এবংশে কখন ঈদৃশ কুলাঙ্গার সন্তান জন্মে নাই, যে তাহাকে উদরের অন্নের জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হইবে; রঘুবংশীয়েরা কখন শত্রুকে পৃষ্ঠ দেখান নাই। মাদৃশ লোকের সন্তোষ ভিন্ন আর কি সম্পত্তি আছে।

বিভক্তি ও কারক।

১০৩। শব্দের উত্তর প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া

পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী এই ছয় বিভক্তি (১) হইয়া থাকে।

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	•	রা
দ্বিতীয়া	ং, কে, রে,	দিগকে, দের
তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া, কর্ত্তৃক মারফৎ, করিয়া,	...
পঞ্চমী	হইতে, থেকে, অবধি, অপেক্ষা চেয়ে।	...
ষষ্ঠী	র	দিগের, দের
সপ্তমী	এ, য়, তে	...

বাঙ্গালাভাষায় চতুর্থী বিভক্তি স্বীকার করা গৌরবমাত্র। কিন্তু যে হেতু বাঙ্গালাভাষা সংস্কৃতমূলক, পঞ্চমীকে চতুর্থী,

---

(১) বাঙ্গালা ভাষায় অনেক সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত পদ প্রচলিত আছে। যথা, দৈবগত্যা, অগত্যা, তৎক্ষণাৎ, প্রমুখাৎ, অচিরাৎ, দৈবাৎ, হঠাৎ, অকস্মাৎ, অচিরায়, শর্ম্মণঃ, দেব্যাঃ, দাসস্য, কস্যচিৎ, তব, মম, শ্রীমত্যাঃ, যথার্থবাদিনঃ, তস্য, প্রথমতঃ, কদাপি, সর্ব্বদা, অত্র, ইদানীং, তদানীং, কচিৎ, শ্রীচরণেষু, ইত্যাদি।

ষষ্ঠীকে পঞ্চমী এবং সপ্তমীকে ষষ্ঠী বলিলে, সমাসাদিস্থলে গোলযোগ ঘটিবে।

প্রথমার একবচনে সর্ব্বদা ও দ্বিতীয়ার এক বচনে সচরাচর কোন বিভক্তিচিহ্ন থাকে না।

প্রথমা ও ষষ্ঠীর বহুবচনের বিভক্তি এবং দ্বিতীয়ার উভয় বচনের বিভক্তি কেবল ব্যক্তিবাচক ও সর্ব্বনাম শব্দেরই উত্তর বিহিত হইয়া থাকে; নির্জ্জীব বস্তুবাচক শব্দের উত্তর হয় না। কিন্তু উদ্দেশ্য কর্ম্ম নির্জ্জীব বস্তুবাচক হইলেও দ্বিতীয়ার একবচনান্ত হইয়া থাকে। যথা, কাষ্ঠকে নৌকা কর, রজ্জুকে সর্প জ্ঞান করে, জলকেই জীবন বলে।

তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমীর বহুবচন নাই। গণবাচক শব্দ প্রয়োগ করিয়া, এই তিন বিভক্তির বহুবচন প্রকাশ করা যায়। যথা, বালকগণদ্বারা, বালকগণ হইতে, বালকগণেতে। তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বিভক্তি ষষ্ঠ্যন্তপদের সংযোগেও বহুবচন বুঝাইতে পারে। যথা, বালকদিগের দ্বারা, বালকদিগের হইতে।

রা, রে, র, এবং তে এই চারি বিভক্তি পরে থাকিলে অকারান্ত ও হসন্ত শব্দের উত্তর এ হয়, এবং এই একার পরে অকারান্ত শব্দের অকারের লোপ হয়। যথা, লোকেরা, রামেরে, বিদ্বানের, পুস্তকেতে।

ছোট, বড় প্রভৃতি শব্দের উত্তর এই চারি বিভক্তির পরে একার আগম হয় না। যথা, ছোটরা, বড়তে।

রা, রে, র, এবং তে এই চারি বিভক্তি পরে থাকিলে শব্দের অন্ত্য ইকার ও উকারের পরে য়ে আগম হয়। যথা, ভাইয়েরা, বউয়েরা; লাউয়ের, বোম্বাইয়েতে।

কিন্তু শব্দের অন্ত্য ই-কার বা উকার ব্যঞ্জনবর্ণের পরবর্ত্তী হইলে, হয় না। যথা, হরির, বিধুর ইত্যাদি।

১০৪। যে সমস্ত পদ ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বিত হয়, তাহাদিগকে কারক বলে। কারক অষ্টবিধ ; যথা, কর্ত্তা, সম্বোধন, কর্ম্ম, করণ, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ ও উপপদ। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ ; এই পাঁচ প্রকার কারক ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে অন্বিত ; সম্বোধন, সম্বন্ধ ও উপপদ এই তিন কারক ক্রিয়ার সহিত অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বিত।

প্রথমা—কর্তৃকারক।

১০৫। যাহার ক্রিয়া, সেই কর্ত্তা (১); কর্ত্তায় (২)

(১) কর্ত্তা দুই প্রকার, প্রযোজক ও প্রযোজ্য। যে অন্যকে ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত করে সে প্রযোজক, আর যে প্রবর্ত্তিত হয় সে প্রযোজ্য। জ্ঞানার্থ দর্শনার্থ, শ্রবণার্থ ও অকর্ম্মক ধাতুর প্রযোজ্য কর্ত্তার কর্ম্মসংজ্ঞা হয়, ও দ্বিতীয়া হয় : যথা, তাহাকে অভিপ্রায় জানাও, তাঁহাকে পুস্তক দেখাও, তাঁহাকে পুরাণ শুনাও, তাহাকে স্কুলে যাওয়াও, সোনা গলাও, কাপড় শুকাও।

উপরি উক্ত ভিন্ন অন্য প্রকার ধাতুর প্রযোজ্য কর্ত্তায় দ্বিতীয়া হয়, অথবা উহার উত্তর তৃতীয়া বিভক্তির প্রতিরূপক দিয়া অব্যয় হয়। যথা, তাহাকে বা তাহাকে দিয়া একথা বলাও, তাহাকে বা তাহাকে দিয়া ভাত খাওয়াও, তাহাকে বা তাহাকে দিয়া পুস্তক লিখাও।

সকর্ম্মক ধাতু অকর্ম্মকরূপে ব্যবহৃত হইলে, প্রযোজ্যকর্ত্তায় দ্বিতীয়াই হয়। যথা, তাহাকে বলাও, তাহাকে লিখাও, তাহাকে ধরাও।

প্রযোজ্য কর্ত্তা অনেক স্থলে উহ্য থাকে। যথা, পুস্তক দেখাও, বল দেখাও, লাটী ধরাও, হাসাও।

(২) অসমাপক ক্রিয়ার কর্ত্তাতেও প্রথমা হয়। যথা, তিনি করাতে করিবাতে, করায় বা করিতে করিতে, আমি যাইলাম।

প্রথমা হয়। যথা, রাম যাইতেছে। ক্রিয়া উহ্য থাকিলেও প্রথমা হয়। যথা, হায় কোথায় সেই সোণার প্রতিমা সীতা! তিনি এক জন ভদ্রলোক। তিনি অতি নম্র।

১০৬। কর্ম্মবাচ্যে কর্ত্তায় তৃতীয়া ও কর্ম্মে প্রথমা হয়। যথা, রামকর্ত্তৃক হরি উৎসাহিত হইয়াছে। বাল্মীকি দ্বারা [১] রামায়ণ রচা হইয়াছে।

১০৭। ভাববাচ্যে কর্ত্তায় ষষ্ঠী হয়। যথা, তাঁহার যাওয়া হইতেছে; আমার জানা আছে।

১০৮। ভাববাচ্যে অবশ্যম্ভাব বুঝাইতে কর্ত্তায় দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী হয় (২)। যথা, আমাকে বা আমার পড়িতে হইতেছে। রামকে বা রামের যাইতে হইবে।

১০৯। ভাববাচ্যে বিধি বা নিষেধ বুঝাইতে কর্ত্তায় দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী হয় [২]। যথা, আমাকে বা আমার দেখিতে আছে। তোমাকে বা তোমার বলিতে নাই।

---

(১) বাঙ্গালা আপ্রত্যয়নিষ্পন্ন পদ ও হও ধাতুর প্রয়োগে কর্ত্তায় ষষ্ঠীও হইতে পারে। যথা, বাল্মীকির রামায়ণ রচা হইয়াছে।

(২) আমাও তোমা শব্দের উত্তর সপ্তমীও হইতে পারে। যথা, আমায় বা তোমায় দেখিতে হইবে; আমায় বা তোমায় করিতে আছে।

অভ্যাস [১] বা সম্ভাবনা বুঝাইতে সাধারণ সংজ্ঞা (২) বাচক কর্ত্তৃকপদের উত্তর সপ্তমী হয়। যথা; বালকে পড়ে, বুড়োতে কাশে, ঘোড়ায় চাটমারিতে পারে।

অপ্রাণিবাচক শব্দ সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে, প্রায় সপ্তমী হয়। যথা, সিন্দুকে কাপড় ধরে না; ছাতিতে জল বাধে না; বাক্সোতে দুই খান বই তাংড়ায় না; রকে জল শোষে না; ছাতে জল আটকায় না, ইত্যাদি।

সংখ্যাবোধক পদের পর সাধারণ সংজ্ঞাবাচক কর্ত্তৃপদ থাকিলে বিকল্পে সপ্তমী হয়। যথা, দুই জনে বা দুই জন করিতেছে; পাঁচ জন শিক্ষকে বা শিক্ষক পড়াইয়াছেন; আট্টা ঘোড়ায় বা ঘোড়া দৌড়িতেছে; দুই দল সৈন্যে বা সৈন্য অগ্রসর হইতেছে; দুই সম্প্রদায় যাত্রাওয়ালায় বা যাত্রাওয়ালা গাইতেছে।

কাল এবং পরিমাণ [৩] বাচক শব্দের উত্তর প্রথমা হয়। যথা, পরদিন যাত্রা করিব; দুই ঘণ্টাকাল [৪] পাঠ কার্য্য হইবে; তিনমাস দিল্লীতে ছিলেন; কাশী কলিকাতা হইতে ন্যূনাধিক ৫ শত মাইল; দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলাম; সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৫ হাজার ফুট উচ্চ; ভূপৃষ্ঠ হইতে সত্তর

---

(১) অভ্যাসপদে নিয়ত বা বারম্বার একজাতীয় ক্রিয়াকরণ।

(২) যে শব্দ অনেক ব্যক্তি বা বস্তু বাচক, তাহাকে সাধারণ সংজ্ঞা বলে।

(৩) পরিমাণবাচক শব্দ—ফুট, হাত, মাইল, ক্রোশ, সের, মন, কাটা, বিঘা, পণ, কাহন ইত্যাদি।

(৪) কিন্তু ক্রিয়া নিষ্পাদন অর্থে সপ্তমীই হয়। যথা, দুই ঘন্টায় পাঠ সমাপ্ত হইবে, তিনমাসে দিল্লীতে পৌছিলেন।

হাত নীচ; আট সের চিনি; তিন মোন ঘৃত; চারি ছটাক বেশী; চারি কাহন কড়ি; ছয় অঙ্গুল রূপার তার; তিন রেক মুগ; পাঁচ পালি ধান; কুড়ি শলি চাল ইত্যাদি।

১১০। সম্বোধনে প্রথমা হয়। যথা, হে সখে, অয়ি বৎস, হা পিতঃ।

১১১। লিঙ্গার্থে অর্থাৎ কোন ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বিত না হইয়া শব্দার্থমাত্রের প্রতীতি হইলে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা, কি রাজা কি রাজ-মহিষী, উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই কয়টিকে রিপু বলে। জ্ঞানের চারি অবস্থা; যথা, অধ্যয়ন, আলোচন, আচরণ ও প্রচার। নেপোলিয়ন, যাঁহার প্রভাবে সমস্ত ইয়ুরোপ কম্পমান হইয়াছিল, তিনি বন্দী-ভাবে শেষদশা অতিবাহিত করেন। প্রণয়—এই শব্দটি কি মনোহর। যম, জামাতা ও ভাগিনেয়—ইহারা কখন আপনার হয় না।

দ্বিতীয়া—কর্ম্মকারক।

১১২। যাহাকে করা যায়, সে কর্ম্ম। কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া হয়। যথা, বিদ্যা উপার্জ্জন কর। আমাকে বল। তাহারে দেও। তাহাদিগকে ডাক। তাহাদের এখানে আন।

সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর কর্ম্মকারকে কোন কোন স্থলে সপ্তমী ও হইতে পারে। যথা, আমার আদেশ কর; তোমায় বিলক্ষণ জানি; তাহায় ডাক, উহায় দেয়।

স্থলবিশেষে কর্ম্মে সপ্তমীও হয়। যথা, "তার গো পতিত জনে," অন্ধ জনে দয়া কর।

১১৩। কর্ম্ম (১) দ্বিবিধ, মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য-কর্ম্ম বস্তুবাচী ও গৌণ কর্ম্ম ব্যক্তিবাচী। উভয় কর্ম্মস্থলে গৌণ কর্ম্মেরই উত্তর বিভক্তি হয়। যথা, গুরু শিষ্যকে বেদ পড়াইতেছেন, তিনি আমাকে বাক্য বলিতেছেন।

১১৪। ভাববাচ্যেও কর্ম্মে দ্বিতীয়া হয়। যথা, তাঁহাকে দেখা আছে; তাঁহাকে ধরা হইতেছে; তাহাকে বাঁধা যাইতেছে।

১১৫। ক্রিয়ার বিশেষণে দ্বিতীয়া বা সপ্তমীর

---

(১)—যে স্থলে কোন বস্তু বা ব্যক্তির রূপান্তর, অবস্থান্তর বা নামান্তর নির্দ্দিষ্ট হইয়া ক্রিয়ার ব্যাপ্য হয়, তথায় ও দুইটি কর্ম্ম হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য, আর একটি বিধেয়। যে প্রথমে প্রযুক্ত হয় সে উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য কর্ম্মেই দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, কাষ্ঠকে নৌকা গড়িতেছে। সুবর্ণকে কুণ্ডল করিতেছে। পারাকে ভস্ম সম্পাদন করিতেছে। কৌশলকেই বল করিয়া নির্দ্দেশ করে। পৃথিবীকে গোলাকার বলিয়া জান। উর্দ্দু ভাষায় পুস্তককে কিতাব বলে। কালিদাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বলে। তাহাকে জমাদার নিযুক্ত করিলেন।

একবচন (১) হয়। যথা, আমি তাহাকে বড় ভালবাসি, বৃথা শোক কর কেন? অবশ্য লইব, শীঘ্র প্রস্থান কর, নিরাপদে পৌঁছিয়াছি,, অবিলম্বে যাইব, সভয়ে চলিল, সযনে তাড়ন করিল, নিঃশঙ্কমনে যুঝিল, অল্পে অল্পে টান, সহজে চল।

তৃতীয়া—করণকারক।

১১৬। ক্রিয়া নিষ্পাদন বিষয়ে যে কর্ত্তার সহায় হয়, সেই করণ। করণ কারকে তৃতীয়া বা সপ্তমী বিভক্তি হয়। অশ্বদ্বারা গমন করিতেছে, পা দিয়া চাপিয়া ধর, আকর্ষী দিয়া টান, নৌকা করিয়া যাইব; বেগে চলিল, চোখে দেখে না, বিদ্যাতে বিখ্যাত, মায়ায় মোহিত।

অপাদান—কারক।

১১৭। যাহা হইতে কোন ব্যক্তি বা বস্তু যথা-সম্ভব চলিত, ভীত, পরাজিত, গৃহীত, প্রাপ্ত, উদ্ভূত,

---

(১) সমাসস্থলে এবং রূপাদি শব্দের প্রয়োগে ক্রিয়ার বিশেষণে কেবল সপ্তমী হয়। যথা, অনায়াসে বলে, সভয়ে চলে, অকাতরে ধরে, উত্তমরূপে শিখান, নম্রতাভাবে বলেন, বিবিধপ্রকারে কষ্ট দিলেন, ভাগ্যক্রমে গেলেন। পূর্ব্ব ও পুরঃসর শব্দের সহিত সমাস হইলে কেবল দ্বিতীয়াই হয়। যথা, মানপূর্ব্বক কথা কহ, বিনয় পুরঃসর নিবেদন করিলেন।

রক্ষিত, বিরত, অদৃষ্ট, আধিক্যযুক্ত (১), পরিবর্ত্তিত (২), লজ্জিত, বিভিন্ন, কিম্বা আরব্ধ হয়, তাহাকে অপাদান বলে। অপাদান কারকে পঞ্চমী হয়। যথা, বৃক্ষ হইতে পত্র পতিত হয়। ব্যাঘ্র হইতে ভয় করে। শত্রু হইতে পরাস্ত হইয়াছে। উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন কর। এটি বন্ধু হইতে লব্ধ। গুরু হইতে অধীত। দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয়। পাপ হইতে পরিত্রাণ কর। পাঠ হইতে বিরত হইও না। গুরুমহাশয় হইতে লুক্কায়িত হইতেছে। এদেশ হইতে স্বাধীনতা অন্তর্হিত হইয়াছে। কাক অপেক্ষা কৃষ্ণ-বর্ণ। এই দুষ্কর্ম্ম হইতে লজ্জিত হইতেছি। ইন্দোর একটি সামান্য পল্লী হইতে, এক সমৃদ্ধিশালিনী রাজ-ধানী হইয়া উঠিল। তিনি আমা হইতে পৃথক নন। কলিকাতা হইতে দুইক্রোশ দূরে অবস্থিত। পরশ্ব হইতে পাঁচ দিন পরে যাইব।

---

(১) আধিক্য অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ বা নিকর্ষ; ইহাকেই নির্দ্ধার বলে। বক অপেক্ষা শুক্ল; গাধার চেয়ে নির্ব্বোধ। নির্দ্ধার আর এক রকমে সূচিত হইয়া থাকে। যথা, গাভীর মধ্যে কৃষ্ণ গাভী অধিক দুধ দেয়। কাব্যের মধ্যে মাঘ উৎকৃষ্ট, কবির মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ। নির্দ্ধারে সংস্কৃত বিভক্তিরও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, সারাৎসার, পরাৎপর।

(২) পরিবর্ত্তিত পদে অবস্থান্তর প্রাপ্ত। উদাহরণস্থলে ইন্দোর পল্লীর অবস্থা হইতে রাজধানীর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ষষ্ঠী—সম্বন্ধকারক।

১১৮। সম্বন্ধে ষষ্ঠী হয়। যথা, রামের পুস্তক, গরুর দুগ্ধ, অগ্নির শিখা, বায়ুর বেগ, শ্যামের পিতা।

ভাববাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় হইলে, কর্ত্তায় ষষ্ঠী এবং কর্ম্মে (১) দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী হয়। যথা, কর্ত্তার—আমার দর্শন, পুত্রের উৎপত্তি। কর্ম্মে—পুষ্প বা পুষ্পের দর্শনে, খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যদ্রব্যের আহরণ, বিদ্যা বা বিদ্যার অধ্যয়ন।

কর্ম্ম ও কর্ত্তা উভয়ত্র ষষ্ঠী সম্ভাবনা হইলে, কেবল কর্ম্মেই ষষ্ঠী হয়; কর্ত্তায় পূর্ব্বসূত্রানুসারে তৃতীয়া হইবে। যথা, আমা কর্ত্তৃক পুষ্পের দর্শন; ভৃত্যদ্বারা খাদ্যদ্রব্যের আহরণ, ছাত্র কর্ত্তৃক বিদ্যার অধ্যয়ন।

বাঙ্গালা ভাবপ্রত্যয় স্থলে কর্ম্মে ষষ্ঠী হয় না, দ্বিতীয়াই হয়। যথা, এ কথা বলানতে, পুস্তক ধরাণতে, পুষ্প দেখাতে, রামায়ণ শুনাতে।

---

(১) কর্ম্মদ্বয়ের প্রয়োগস্থলে, কর্ম্মে দ্বিতীয়া হয়, ষষ্ঠী হয় না, কর্ত্তায় তৃতীয়া বা ষষ্ঠী হয়। যথা, দাতা কর্ত্তৃক বা দাতার দরিদ্রকে ভিক্ষাদান; শিষ্যকর্ত্তৃক বা শিষ্যের গুরুকে শাস্ত্র জিজ্ঞাসা; গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক বা গবর্ণমেণ্টের দীন লোককে ঔষধ বিতরণ; ভীষ্মকর্ত্তৃক বা ভীষ্মের যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম কথন, তাঁহাকর্ত্তৃক বা তাঁহার সুবর্ণকে কুণ্ডলকরণ, পারাকে ভস্মসম্পাদন। উদ্দেশ্যবিধেয় কর্ম্মস্থলে প্রায়ই কর্ত্তা উক্ত হয়। যথা, তাঁহাকে শঠ বোধে, তোমাকে বিদ্বান জ্ঞানে, বলকে কৌশল করিয়া জানাতে, তাঁহাকে জ্ঞানী বলাতে, সুবর্ণকে কুণ্ডল করাতে ইত্যাদি।

কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইলে, কর্ম্মে কেবল দ্বিতীয়া হয়। যথা, আমি ইহা বিদিত, জ্ঞাত বা অবগত আছি। তাঁহাকে দশ টাকা প্রতিশ্রুত হইয়াছি। তাহা প্রাপ্ত হইব। সে কথা বিস্মৃত হইব না।

যদি কর্ম্ম বাচ্যে কৃৎপ্রত্যয় হয়, কর্ত্তায় প্রায় ষষ্ঠী ও তৃতীয়া উভয় বিভক্তিই হইয়া থাকে। উপহার আমার বা আমাকর্ত্তৃক প্রাপ্য; কর রাজার বা রাজা কর্ত্তৃক গ্রাহ্য; বেদ ব্রাহ্মণের বা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অধ্যয়নীয়; উপকার সকল লোকের বা সকল লোককর্ত্তৃক স্মর্ত্তব্য। বেদান্তদর্শন ব্যাসদেবের বা ব্যাসদেব-কর্ত্তৃক রচিত; আমেরিকা কলম্বসের বা কলম্বস কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত; ধূমকেতু লোকের বা লোক-কর্ত্তৃক দৃশ্যমান হইয়াছে; প্রুষিয়ানদের বা প্রুষিয়ানদের দ্বারা বিজেষ্যমান প্রদেশে ফরাসিরা বাস করিবেন না। ফ্রান্সদেশ জয় প্রুষিয়ানদের বা প্রুষিয়ানদের দ্বারা দুষ্কর; আফগানেরা ইংরাজদের বা ইংরাজ-কর্ত্তৃক দুর্দ্দম হইয়াছিল।

সপ্তমী—অধিকরণকারক।

১১৯। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে। অধিকরণ দ্বিবিধ, কালাধিকরণ ও আধারাধিকরণ। অধিকরণকারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—

কালাধিকরণ—প্রভাতে সূর্য্যোদয় হয়, রাত্রিতে লোক নিদ্রা যায়; গতমাসে তাহাকে দেখি নাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অনেক অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

আধার তিনপ্রকার; ঐকদেশিক, অভিব্যাপক, এবং বৈষয়িক। যথা, ঐকদেশিক—বনে বাস, গৃহে শয়ন, নদীতে স্নান, অর্থাৎ বনাদির একদেশে [একাংশে]।

অভিব্যাপক—তিলে তৈল, দুগ্ধে মাধুর্য্য, বহ্নিতে দাহিকা শক্তি; অর্থাৎ তিলাদি ব্যাপিয়া [সমুদায় তিলাদিতে]।

বৈষয়িক—জলে ইচ্ছা, মাংসে বিদ্বেষ, শাস্ত্রে জ্ঞান, বিবাদে সাক্ষী, ভোজনে পটু, ঋণদানে প্রতিভূ, ধনে উৎসুক, মদ্যে আসক্ত, সুখে তৃপ্ত, বিদ্যায় বিহীন, রূপে শূন্য, বলে ন্যূন, জোরে কম, খেলায় সেরূপ নয়, বিতণ্ডায় কায নাই, পাঠে অনবহিত, কথনে লজ্জিত, অর্থাৎ জলাদি বিষয়ে।

১২০। যে ক্রিয়ার কাল দ্বারা ক্রিয়ান্তরের কাল সূচিত হয়, সেই ক্রিয়ার বাচক যে পদ, উহার উত্তর সপ্তমী হয়। ইহাকে ভাবে সপ্তমী বলে। ভাবপদের অর্থ ক্রিয়া। যথা, তিনি আসায় বা আসাতে (১) আমার মন প্রফুল্ল হইয়াছিল; তিনি আসিবায় বা আসিবাতে, আমার মন প্রফুল্ল হইতেছে বা হইবে।

আসার সময়ে প্রফুল্ল হওয়াতে, আসা "এই ক্রিয়ার কাল জানিতে পারিলেই প্রফুল্ল হওয়া ক্রিয়ার কাল জানা যায়; অতএব আসার কাল দ্বারা প্রফুল্ল হওয়ার কাল সূচিত হই-

---

(১) উক্ত অর্থ এক প্রকার অসমাপিকা ক্রিয়াদ্বারাও প্রকাশিত হইয়া থাকে। যথা, তিনি আসিলে আমার মন প্রফুল্ল হইয়াছিল।

তেছে। ব্যাসদেব দর্শনে (১) পাণ্ডবেরা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। শঠবোধে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছি, ধনলাভে কৃপণের লোভ বাড়িবে, সুশিক্ষা প্রাপ্তিতে কুসংস্কার অপনীত হয়; নানা দর্শনীয় সন্থে।

১২১। হেতু ও নিমিত্ত অর্থে সপ্তমী হয়, যথা—

ঘৃণায় লজ্জায় হেসে মরি; ভাবে গাঢ় আলিঙ্গন; অনিচ্ছায় শিথিল বন্ধন; ভ্রমবশে না বুঝিলি ধর্ম্ম; কার সুখে সুখী নই; কার দুঃখে দুঃখী নই; নিজদোষে করিলাম নষ্ট; তপোবন দর্শনে যাইব।

১২২। ঊহ্য ক্রিয়ার কর্ম্মে সপ্তমী হয়। যথা,

কোন্ প্রাণে এলে ফেলে, অর্থাৎ কোন প্রাণ লইয়া; কি সাহসে যাও তথা, অর্থাৎ কি প্রকার সাহস পাইয়া; যে বিচারে কর দোষী, অর্থাৎ যে বিচার করিয়া; প্রাণপণে তোষ পর অর্থাৎ প্রাণপণ করিয়া; মনোদুঃখে গেল কাল, অর্থাৎ মনোদুঃখ সহিয়া।

উপপদ বিভক্তি।

অব্যয় শব্দের যোগে যে, প্রথমা, দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়, উহাকে উপপদ বলে।

---

(১) মাত্র শব্দ পরে থাকিলে সপ্তমীর লোপ হয়। যথা, দর্শনমাত্র বলিলাম, প্রাপ্তিমাত্র দিলাম ইত্যাদি।

ধিক্ ও ধন্য শব্দের যোগে দ্বিতীয়া ও সপ্তমী হয়। যথা, তাহাকে বা তাহারে ধিক্। ধিক্ ধিক্ ধিক্রে জীবনে। ধিক্ মোর জন্মে, ধিক্ নারীর জনমে ধিক্। তোমাকে ধন্য, তাহারে ধন্য; তাহার বুদ্ধিতে ধন্য; তোমার চতুরতায় ধন্য।

বিনা (১) শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়। যথা, তাহাকে বিনা সাহস হয় না। কিন্তু বিনা ভিন্ন বিনার্থক শব্দের যোগে প্রথমা হয়। যথা, মিষ্টান্ন ব্যতীত জলের আস্বাদ জানা যায় না, জ্ঞান ব্যতিরেকে সুখ হয় না; বিদ্বান্ ভিন্ন কে বুঝিতে পারে।

দিয়া শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়। যথা, ভৃত্যকে দিয়া পুস্তক আনাও।

করিয়া শব্দের যোগে সপ্তমী হয়। গাড়িতে করিয়া আন, নৌকাতে করিয়া যায়, হাতে করিয়া ধর।

দ্বারা, কর্ত্তৃক, চেয়ে ও অপেক্ষা শব্দের যোগে ষষ্ঠী হয়। যথা, বিদ্যার দ্বারা যশোলাভ করিয়াছে। তৃতীয় জর্জ্জের কর্ত্তৃক ইংলণ্ড রাজ্য ষাটি বৎসর শাসিত হইয়াছিল। তাহার চেয়ে ভাল। মূর্খ মিত্রের অপেক্ষা পণ্ডিত শত্রু ভাল।

যে স্থলে দিয়া, করিয়া, দ্বারা, কর্ত্তৃক, চেয়ে ও অপেক্ষা শব্দ স্বয়ং বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়, তথায় ইহাদের যোগে অন্য বিভক্তি হয় না। যথা, হাত দিয়া ধর, উপকূল দিয়া চল, নৌকা করিয়া আন, রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হইবে, পুরোধা দ্বারা

---

(১) বিনা শব্দ পরবর্ত্তী হইলে সপ্তমী হয়। যথা, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, বিনি সূতে গাঁথি হার।

প্রশংসিত হইবে, বিদ্বান চেয়ে ধনীলোক মান্য নয়, পিতা অপেক্ষা পূজ্য কে (১)।

হেতুবাচক শব্দের যোগে প্রথমা বা ষষ্ঠী হয়। যথা, তোমার অনুগ্রহ নিমিত্ত, তাহার জন্য, বলিবার কারণ, তাহার কথন হেতু, 'যার লাগি এত জ্বালা' 'তার তরে ঝোরে আঁখি'।

প্রযুক্ত ও নিবন্ধন শব্দের যোগে কেবল প্রথমাই হয়। যথা, তাহার কথন প্রযুক্ত ; তোমার প্রার্থনা নিবন্ধন।

সহার্থ ও তুল্যার্থ শব্দের যোগে ষষ্ঠী হয়। যথা, পিতার সঙ্গে ; রাজার সমভিব্যাহারে, পুস্তকের সহিত, চন্দ্রের তুল্য। সহার্থ শব্দের যোগে পদ্যে কদাচিৎ প্রথমাও হয়। যথা, "বিধি সঙ্গে মন্ত্রণা করিলা গদাধর" "নারদ সনে বাদ" "লোক-সহ নাহি পরিচয়"।

প্রতি, উপরি, অনুকূল, প্রতিকূল, পক্ষ, প্রভৃতি শব্দের যোগে সামান্যতঃ সম্বন্ধবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। যথা, শিষ্যের প্রতি, গৃহের উপর, নির্দ্দোষের অনুকূলে, শঠের প্রতিকূলে বালকের পক্ষে, ইত্যাদি।

বিষয় ও স্বরূপ শব্দের যোগে প্রথমা ও ষষ্ঠী হয়। যথা, বিদ্যার মহিমা বিষয়ে অনভিজ্ঞ ; বহুবিবাহের বিষয়ে আপত্তি হইয়াছে। তিনি আমার পিতাস্বরূপ ; মুখ চন্দ্রমাস্বরূপ, বিদ্যা দুঃখীর পক্ষে ধনের স্বরূপ।

---

(১) এস্থলে দ্বারা, কর্ত্তৃক প্রভৃতিকে বিভক্তি না বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বলিয়া মানিলে, রাজ কর্ত্তৃক, পুরোধোদ্বারা, বিদ্বচ্চেয়ে, পিত্রপেক্ষা ইত্যাকার পদ সিদ্ধ হইবেক; কিন্তু সেরূপ পদ বাঙ্গালা ভাষায় শুদ্ধ ও সুচারু নহে।

শব্দরূপ।

১২৩। কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত সূত্রানুসারে প্রথমার এক বচনান্ত না হইলে, উহাদের উত্তর বাঙ্গালা বিভক্তি বিহিত হইতে পারে না। অতএব উহাদের রূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ সম্বোধনের এক বচনে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, উহা ও প্রদর্শিত হইতেছে। উপরি উক্ত উভয় স্থলেই এক বচনান্ত পদের অন্তে বিসর্গ থাকিলে উহার লোপ হয়।

শব্দ	প্রথমার একবচনান্ত	মন্তব্য।
পিতৃ	পিতা	সমুদায় ঋকারন্তশব্দের এইরূপ।
রাজন্	রাজা	সমুদায় অন্‌ভাগান্ত শব্দের এইরূপ।
গুণিন্	গুণী	সমুদায় ইন্‌ভাগান্ত শব্দের এইরূপ।
শ্রীমৎ [১]	শ্রীমান্	সমুদায় মৎভাগান্ত শব্দের এইরূপ।
গুণবৎ	গুণবান্	সমুদায় বৎভাগান্ত শব্দের এইরূপ।

---

(১) বাঙ্গালাভাষায় বৃহৎ, যাবৎ, তাবৎ, সৎ, অসৎ ও ভবিষ্যৎ শব্দ প্রথমার একবচনান্ত না হইয়াই প্রযুক্ত হয়। কিন্তু মহৎ শব্দ বিকল্পে হয়। যথা, মহৎ উদ্যোগ বা মহান উদ্যোগ।

প্রেমন্	প্রেম	যে সকল মন্‌ভাগান্ত শব্দ বিশেষ্য, উহাদের এইরূপ। কেবল সীমন্ শব্দে সীমা হইবেক।
গরিমন্	গরিমা	সমুদায় ইমন্‌ভাগান্ত শব্দের এইরূপ; যথা, মহিমা, লঘিমা, রক্তি-মা, ইত্যাদি।
চন্দ্রমস্	চন্দ্রমা	ব্যক্তিবাচক অস্‌ভা-গান্ত শব্দের এইরূপ।
পয়স্	পয়	উপরি উক্ত ভিন্ন সমু-দায় অস্ ভাগান্ত শব্দের এইরূপ। কিন্তু বয়স্ শব্দের পরিবর্ত্ত-হয় না। যথা, বয়সে বাপের বড়।
হবিস্	হবি	সমুদায় ইস্‌ভাগান্ত শব্দের এইরূপ।
ধনুস্	ধনু	সমুদায় উস্‌ভাগান্ত শব্দের এইরূপ।
সুহৃদ্	সুহৃৎ	০
সখি	সখা	০
ত্বচ্ (ক)	ত্বক্	যাবতীয় চকারান্ত শব্দের এইরূপ।

বণিজ্	(ক)	বণিক	যাবতীয় জকারান্ত শব্দের এইরূপ।
সম্রাজ্	(ক)	সম্রাট্	০
দিশ্	(ক)	দিক	০
ষষ্	(ক)	ষট্	০
বিদ্বস্		বিদ্বান্	০
অনডুহ্		অনড্বান্	০
মহৎ		মহান্	০
পথিন্		পন্থা	০

শব্দ।	সম্বোধনের একবচনান্ত।	মন্তব্য।
লতা	লতে	সমুদায় স্ত্রীলিঙ্গ আকারান্ত শব্দের এইরূপ।
মুনি	মুনে	সমুদায় হ্রস্বইকারান্ত শব্দের এইরূপ।
নদী	নদি	সমুদায় স্ত্রীলিঙ্গ দীর্ঘঈকারান্ত শব্দের এইরূপ।
সাধু	সাধো	সমুদায় হ্রস্বউকারান্ত শব্দের এইরূপ।
বধূ	বধূ	সমুদায় স্ত্রীলিঙ্গ দীর্ঘ উকারান্ত শব্দের এইরূপ।

(ক) এই চিহ্নদ্বারা উপলক্ষিত শব্দগুলি সমাসস্থলেও প্রথমার এক বচনান্ত পদের ন্যায় রূপ প্রাপ্ত হয়। যথা, বাক-ঈশ বাগীশ, ঋত্বিক-গণ ঋত্বিগ্‌গণ, দিক-বলয় দিগ্বলয়, সম্রাট-দত্ত সম্রাড়্দত্ত, ষট-বিংশতি ষড়্‌বিংশতি।

পিতৃ	পিত	মাতৃ, ভ্রাতৃ, জামাতৃ, দুহিতৃ, ধাতৃ, বিধাতৃ, সবিতৃ প্রভৃতি ঋকারান্ত শব্দের এইরূপ।
শ্রীমৎ	শ্রীমন্	সমুদায় মৎ ভাগান্ত শব্দের এইরূপ।
গুণবৎ	গুণবন্	সমুদায় বৎভাগান্ত শব্দের এইরূপ।
রাজন্	রাজন্	সমুদায় অন্‌ভাগান্ত শব্দের এইরূপ।
গুণিন	গুণিন্	সমুদায় ইন্‌ভাগান্ত শব্দের এইরূপ।
অনডুহ্	অনড্বন্	০
সখি	সখে	০
বিদ্বস্	বিদ্বন্	০

আর আর শব্দের প্রথমার একবচনে ও সম্বোধনের এক বচনে কোন প্রভেদ নাই। (১)

বিশেষণ।

১২৪। যে পদ দ্বারা বস্তুর গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, তাহাকে বিশেষণ বলে।

---

(১) কিন্তু পদ্যে সম্বোধনের রূপ অতি বিরল; উহার পরিবর্ত্তে প্রায়ই প্রথমার একবচনান্ত পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, 'হায় রে বিধাতা! নিদারুণ, কোন দোষে হইলি বিগুণ।

১২৫। বিশেষণ তিন প্রকার(১); প্রাকৃতবিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা, প্রাকৃত বিশেষণ—সুন্দর কার্য্য, মৃদু স্বভাব, শুক্লবস্ত্র। বিশেষণের বিশেষণ—কম দমনীয়, বড় উৎপীড়িত, অতি জঘন্য, অধিক দূষণীয়, অত্যন্ত গর্হিত, অতিশয় প্রশংসনীয়। ক্রিয়ার বিশেষণ—শীঘ্র চল, নির্ভয়ে ডাক, সম্মানপূর্ব্বক কথা কহ, বিনয়পুরঃসর আবেদন কর, নম্র ভাবে উত্তর দাও, বিলক্ষণরূপে পাঠ অভ্যাস কর, ভাল করিয়া মুখস্থ কর।

১২৬। বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষণের উত্তর বিভক্তি হয় না; কিন্তু বিশেষণ শব্দ সংস্কৃত হইলে মৌলিকপদরূপে অর্থাৎ প্রথমার এক বচনান্ত হইয়া, ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, জ্ঞানী লোককে, বিদ্বান অধ্যাপক হইতে, সুহৃৎ সুগ্রীব কর্ত্তৃক, মনস্বী সেনাপতির, কৃতকর্ম্মা ব্যক্তিতে।

১২৭। অতএব বিশেষণের কারক ও বচন নাই। কিন্তু বিশেষণের লিঙ্গ আছে; অর্থাৎ বিশেষ্যের

---

(১) ক্রিয়ার বিশেষণের ও বিশেষণ হইতে পারে। যথা, অত্যন্ত শীঘ্র চল, বড় সহজে পাইলাম, একটু সত্বর লও।

যে লিঙ্গ বিশেষণেরও সচরাচর সেই লিঙ্গ (১) হইয়া থাকে। যথা, গুণবান পুত্র, রূপবতী ভার্য্যা।

যে সকল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ব্যক্তিবাচক (২) নয়, উহাদের বিশেষণে আ প্রত্যয় হয় না। যথা, পৃথিবী গোলাকার, গোলাকারা এরূপ হইবেক না। পশুজাতি নানা শ্রেণিতে বিভক্ত, বিভক্তা এরূপ হইবেক না। কিন্তু ঈ প্রত্যয় হইতে পারে। যথা, পৃথিবী শস্যশালিনী হইয়াছে; গোজাতি দুগ্ধবতী হয়: তাদৃশী ভাবনাতে তাঁহার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল। যে সকল বিশেষণ সংস্কৃতমূলক নহে, উহাদের উত্তর কোন স্ত্রীপ্রত্যয় হয় না। যথা, বড় ভগিনী; ছোট বধূ; তাহার কন্যা আইবড়; তাহার মাতা বড় মুখফোঁড়।

১২৮। বিশেষণের বিশেষণের উত্তর স্ত্রীপ্রত্যয় হয় না। যথা, লীলাবতী অত্যন্ত বিদ্যাবতী ছিলেন, অহল্যা বাই সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন।

---

(১) যদি গুণবাচক শব্দের সহিত স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য শব্দের সমাস হয়, বিশেষণ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গই হইয়া থাকে। যথা, গুণবতী রমণীগণের, সুশীলা বালিকাদল। এস্থলে সমাস হইলে পুম্বদ্ভাব হইত, এবং গুণবদ্রমণীগণ, সুশীল-বালিকাদল, এরূপ পদ সিদ্ধ হইত। গুণবতী শব্দ রমণীর না হইয়া গণ শব্দের বিশেষণ হইলে গুণবান, এবং সুশীলা শব্দ বালিকার না হইয়া দল শব্দের বিশেষণ হইলে সুশীল এরূপ হইত। গণ ও দল শব্দ পুংলিঙ্গ।

(২) কিন্তু ব্যক্তিত্বের আরোপ হইলে, বস্তুবাচক শব্দের বিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয়ও হইতে পারে। যথা, "মাধবী লতা বায়ু দ্বারা বিকম্পিতা হইয়া যেন নৃত্য করিতেছে। পূর্ব্বকালে পৃথিবী, দৈত্যগণের অত্যাচারে কাতরা হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্না হন। সৌদামিনী মেঘগর্জ্জনে হর্ষিতা হইয়া যেন হাস্য করিতেছে।

১২৯। বিশেষণ পদ বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হইলে, উহার উত্তর বিভক্তি হইতে পারে। যথা, মানীদের মান ; গুণবতীকে সমাদর কর, কর্ত্তব্যের মধ্যে অধ্যয়ন, ভ্রান্তকে বুঝাও।

সঙ্খ্যাবাচক শব্দ প্রাকৃত বিশেষণের অন্তর্গত। সঙ্খ্যাবাচক দুই প্রকার, শুদ্ধ সঙ্খ্যাবাচক ও পূরণবাচক। এক দুই তিন প্রভৃতি শুদ্ধসঙ্খ্যাবাচক। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি পূরণবাচক। গোটা, খান, গাছ, থান, গুলা, গুলি, টি, টা, এবং জন ; এই কয়েক শব্দ সঙ্খ্যাবাচক শব্দের প্রতিপোষকরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা, গোটাদশ লেবু, পাঁচ খান বহি, ছয় গাছ লাঠি, আট থান মোহর, কতকগুলা দোয়াত, কতকগুলি লোক, দুই জন বাজিকর, দশটি টাকা, সাতটা ময়ূর।

অনিশ্চিত সঙ্খ্যা বুঝাইতে হইলে যুগপৎ একাধিক সঙ্খ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে (১)। যথা, দুই তিন দিন সেখানে গিয়াছিলাম ; পাঁচ ছয় টাকা খরচ হইয়াছে ; দশ কুড়ি জন গোরা দেখিলাম, শত শত লোক জমায়েত হইল। হাজার হাজার সৈনিক চলিল। লক্ষ লক্ষ প্রাণী ক্ষয় প্রাপ্ত হইল।

সঙ্খ্যাবাচক শব্দ আরও দুই প্রকার, ভগ্নাংশবোধক ও সমষ্টিবোধক। যথা, ভগ্নাংশ—শিকি, চৌথ বা চতুর্থাংশ, অর্দ্ধেক আধ বা দ্বিতীয়াংশ, তেহাই বা তৃতীয়াংশ ; সওয়া, দেড় বা

(১) দুই, পাঁচ, ও দশ এই তিন শব্দেও কোন কোন স্থলে, অনিশ্চিত বুঝাইয়া থাকে। যথা, 'দুজন লোককে যে তুষিতে না পারিল, পাঁচ জন ভদ্রলোক যার নিন্দা করিলেন, দশ জন অতিথি কুটুম্ব যার বাটীতে পদার্পণ না করিল, তার জন্ম বৃথা।

সার্দ্ধৈক, আড়াই বা সার্দ্ধদ্বয়, পৌনে, সাড়ে, আনা বা যোড়-শাংশ ইত্যাদি। টু, টুকু, খণ্ড, অংশ, ভাগ প্রভৃতি শব্দও ভগ্নাংশসঙ্খ্যার প্রতিপোষক। সমষ্টি—যথা, গণ্ডা, ডজন, বুড়ি, কুড়ি, পণ, কাহন ইত্যাদি।

১৩০। ক্রিয়ার বিশেষণ তিন প্রকার, কাল-বোধক, স্থানবোধক এবং প্রকারাদি বোধক।

কালবোধক—যথা, এখন, তখন, যখন, নিদানে, চরমে, পরিণামে, অবশেষে, অগ্রে, প্রথমে, তৎক্ষণাৎ, বারম্বার, মুহু-র্মুহু, প্রতিদিন, অনুক্ষণ, যথাকালে, সহসা, অচিরায়, অচিরাৎ, হঠাৎ, অকস্মাৎ, ঝটিতি, ক্রমশঃ, প্রথমতঃ, দ্বিতীয়তঃ, মধ্যে, পশ্চাৎ, সতত, প্রতিনিয়ত, অতঃপর, ইতিপূর্ব্বে, এই, এইমাত্র, অমনি, যেমন, সেই, তেমন, অনন্তর, নিরন্তর, ইদানীং, অধুনা, শীঘ্র, আস্তে, অদ্য, আজি, কল্য, নিত্য, পুন, দিবানিশ, ক্রমে ক্রমে, উত্তরোত্তর, আস্তে আস্তে, ধিরে ধিরে, পুনঃপুনঃ, মন্দ মন্দ, যদবধি, যে অবধি, সে পর্য্যন্ত ইত্যাদি।

স্থানবোধক—যথা, হেথা, তথা, যথা ইতস্ততঃ সর্ব্বত্র, একত্র, প্রত্যক্ষে, অদূরে, সমক্ষে, গোচরে, সমীপে, নিকট, দূরে, সম্মুখে, অভিমুখে, সন্নিধানে ইত্যাদি।

প্রকারাদিবোধক—যথা, তদনুসারে, যথাবিধি, বিনয়পুরঃ-সর, আমূলতঃ, আদ্যোপান্ত, ভাগ্যক্রমে, নম্রভাবে নিরাপদে, ভাগ্যে, যৎপরোনাস্তি, জ্ঞানপূর্ব্বক, অত্যন্ত, সাতিশয়, দৈবাৎ, বস্তুতঃ, ফলতঃ, ফলে, ফলিতার্থ, নামতঃ, সংক্ষেপতঃ, ভক্তি-সহকারে, কেবল, শুদ্ধ, অবশ্য, সত্য, পরস্পর ইত্যাদি।

বিশেষণ আরও দুই প্রকার, উদ্দেশ্য ও বিধেয়। পূর্ব্বাবধি সিদ্ধ অর্থাৎ নিশ্চিত রহিয়াছে বলিয়া যাহার নির্দ্দেশ হয়, সে উদ্দেশ্য। যথা, 'নিশ্চিন্ত মাধব্য গমন করিতেছেন'; অর্থাৎ মাধব্য পূর্ব্বাবধি নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার গমন করা সম্প্রতি ঘটিতেছে। সাধ্যরূপে যাহাকে নির্দ্দেশ করা যায়, অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিল না, সম্প্রতি নিষ্পাদ্যমান হইতেছে বা ভবিষ্যতে হইবে, তাহাকে বিধেয় বলে। যথা, মাধব্য নিশ্চিন্ত গমন করিতেছেন, অর্থাৎ এখন নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতেছেন, পূর্ব্বে নিশ্চিন্ত ছিলেন কি না, তাহার কিছু অবধারিত নাই।

বিধেয় বিশেষণ সর্ব্বদা বিশেষ্যের পরে প্রযুক্ত হয়, এবং বিশেষ্য শব্দও বিধেয় বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। যথা, তিনি ফ্রান্সদেশের সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। তোমার উদার পদপল্লব আমার মস্তকে ভূষণ স্বরূপ অর্পণ কর; তাঁহার প্রণয়িনীর পদপল্লব তদীয় মস্তকে অর্পিত বর্ণন করিলে, প্রথমতঃ তিনি ভারতসংহিতাকে চতুর্বিংশতি শ্লোকময়ী রচনা করিয়াছিলেন; আসিয়া অকৃতকার্য্য প্রতিগমন করিয়াছেন; আমি তোমার নিকট যাচক উপস্থিত হইলাম; গালিলিয় কর্ম্মশূন্য অবস্থান করিতেন না; তৈলাক্ত পতিত আছে; অনাথা পড়িয়াছেন।

বিধেয় বিশেষণ সর্ব্বদা একবচনান্ত। যথা, তাহারা চিহ্নিত-কর্ম্মচারী।

সর্ব্বনাম।

১৩১। পুনরুক্তি দোষের পরিহারার্থ সংজ্ঞার

পরিবর্ত্তে যে পদ প্রযুক্ত হয়, তাহাকে সর্ব্বনাম বলে। যথা, "বনে এক ব্যাঘ্র দেখিতে পাইয়া ব্যাঘ্র হইতে সাতিশয় ভীত হইয়া ব্যাঘ্রের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলাম" ইহার পরিবর্ত্তে "বনে এক ব্যাঘ্র দেখিতে পাইয়া তাহা হইতে সাতিশয় ভীত হইয়া তাহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিলাম" এরূপ বলিলে 'ব্যাঘ্র, শব্দের পুনরুক্তি হয় না। অতএব 'তাহা' শব্দ সর্ব্বনাম।

১৩২। সর্ব্বনামের কারক, বচন ও পুরুষ আছে; কিন্তু লিঙ্গভেদ নাই। আমি, তুমি, তিনি প্রভৃতি শব্দ দ্বারা স্ত্রীপুরুষ উভয়ই বুঝাইতে পারে।

১৩৩। যে পদের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনাম শব্দ বসে, তাহার বচন অনুসারে, সর্ব্বনাম একবচনান্ত বা বহুবচনান্ত হইয়া থাকে। যথা, "লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্যে রাক্ষসেরা স্বভাবতঃ মায়াবী; তাহারা ইচ্ছা-ক্রমে নানারূপ ধারণ করিতে পারে। অতএব তোমার ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে।"

পুরুষভেদে সর্ব্বনাম তিন প্রকার।

	প্রথমান্ত পদ	দ্বিতীয়ার একবচনান্ত পদ
প্রথমপুরুষ	আমি	আমাকে

দ্বিতীয় পুরুষ	তুমি	তোমাকে
	তুই	তোকে
তৃতীয় পুরুষ	তিনি, তেঁহ	তাঁহাকে
	সে, সেই, তাহা	তাহাকে
	ইনি	ইঁহাকে
	এ, এই, ইহা,	ইহাকে
	যিনি	যাঁহাকে
	যে, যেই, যাহা	যাহাকে
	কিনি	কাঁহাকে
	কে, কেহ, কাহা	কাহাকে
	কি, কোন্, কোন	কিসে
	উনি	উঁহাকে
	ও, ঐ, উহা	উহাকে

তৃতীয় পুরুষের মধ্যে নকার (১) বা চন্দ্রবিন্দুযুক্ত সর্ব্বনাম উৎকর্ষসূচক ; এবং কেবল ব্যক্তিবাচী হয়। সে, এ, ও, কে এই চারি শব্দ ব্যক্তিবোধক হইলে অপকর্ষবাচক হয়।

প্রথম পুরুষের উৎকর্ষ বা দার্ঢ্য বুঝাইতে হইলে, স্বয়ং, নিজে, খোদ, খোদে, আপনি, এই কয়েক ক্রিয়ার বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; অপকর্ষ বুঝাইতে হইলে প্রথমপুরুষের স্থানে তৃতীয় পুরুষ হয়, এবং এ দাস, এ অধীন, এ দীন, এ ভৃত্য, এ অকিঞ্চন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়।

মধ্যম পুরুষের উৎকর্ষ বুঝাইতে হইলে, তৃতীয় পুরুষ হয় এবং আপনি, মহাশয়, হুজুর প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হয়। অপ-

---

(১) কোন্ ও কোন শব্দদ্বারা অনিশ্চিত বস্তু বা ব্যক্তি বুঝায়, অপকর্ষ বা উৎকর্ষ সূচিত হয় না।

কর্ষ বা বাৎসল্য প্রকাশ করিতে হইলে তো শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, এবং সমকক্ষতা বুঝাইতে হইলে তোমা শব্দ প্রযুক্ত হয়।

এতদ্ব্যতীত উভয়, একতর, একতম, অন্যতর, অন্যতম, কয়েক, তত, যত, এত, কত, অত (১) আপন প্রভৃতি শব্দ সর্ব্বনাম শ্রেণির অন্তর্গত।

অমুক ও ফলানা শব্দ অনিশ্চিত বা গোপনীয় বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝাইয়া সর্ব্বনামমধ্যে পরিগণিত হয়।

সে সেই, এ এই, যে যেই, ও ঐ, কি অমুক, ফলানা, তত, যত, এত, কত, অত, উভয়, কয়েক; এই কয়েক সর্ব্বনাম বিশেষণ রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন্ ও কোন শব্দ নিয়তই বিশেষণ।

অনেকানেক সংস্কৃত সর্ব্বনাম সমাসস্থলে প্রযুক্ত হয়। উহারা তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত এবং কদাচিৎ বিভক্তিযুক্ত হইয়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সর্ব্বনাম শব্দ।	সমাসস্থল।	তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্তপদ।	বিভক্তিযুক্ত পদ।
অস্মদ্	অস্মদাদির মৎপ্রণীত	অস্মদীয়, মদীয়,	মম, অহংবুদ্ধি অহঙ্কার।
যুষ্মদ্ ভবদ্	যুষ্মদাদির ত্বৎ সমীপে ভবৎ প্রসাদে	যুষ্মদীয়, ত্বদীয়, ভবদীয়।	তব, ত্বংহি

---

(১) তত-তাহা হইতে, যত-যাহা হইতে, অত-উহা হইতে এবং কত ও কয়েক-কি শব্দ হইতে, নিষ্পন্ন হইয়াছে।

তদ্	তদনুসারে	তত্ত্ব, তদীয়, তথা, তদা, তত্র, তাদৃশ, তাবৎ, তদানীং।	তস্য-সুদের সুদ তস্য সুদ, তস্য দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া।
যদ্	যৎকালে	যদীয়, যথা, যদা, যাবৎ, যত্র, যাদৃশ।	..
এতদ্	এতদ্ব্যতীত	এতাবৎ	এতাবতা।
ইদম্		ইহ, অধুনা, ইদানীং অত্র, ঈদৃশ, ইয়ত্তা, এবং, ইতি।	..
অদস্		অমুত্র	..
কিম্	কিম্পুরুষ, কিংকর্ত্তব্য।	কুত্রাপি, কচিৎ, কদাপি, কদাচিৎ, কীদৃশ, কতিপয় কিয়ৎ।	কস্মিন (কালে) কিঞ্চিৎ, অকস্মাৎ। অকুতোভয়। কারণ কস্য।
উভয়	উভচর, উভয়ড়ে	উভয়ত্র, উভয়তঃ।	

১৩৪। সর্ব্বনাম শব্দ পুরুষবোধক হইলে, উহার বিশেষণ পুংলিঙ্গ হইবে, এবং স্ত্রীবোধক হইলে, স্ত্রীলিঙ্গ হইবে। যথা, "সীতা বলিলেন, আমি একাকিনী অশোকবনে রহিয়াছি, এমন সময়ে সরমা আগমন করিলেন। তিনি আমার দুঃখ

দেখিয়া, নিতান্ত কাতরা হইলেন। হে ভগিনি মাণ্ডবি! তুমি অবহিতচিত্তা হইয়া শ্রবণ কর, সেই সাধুশীলা রমণীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, যিনি স্মৃতিপথবর্ত্তিনী হইলে, আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে উচ্ছলিত হইয়া যায়।"

অব্যয় শব্দ।

১৩৫। অব্যয়শব্দের লিঙ্গ, বচন, কারক ও পুরুষ নাই।

১৩৬। অব্যয় সাত প্রকার, ক্রিয়ার বিশেষণ অন্বয়বোধক, ব্যাক্যালঙ্কার, বিভক্তিপ্রতিরূপক, অনুকারক, সম্বোধনবাচক, আবেগসূচক এবং উপসর্গ।

১৩৭। ক্রিয়ার বিশেষণ অব্যয়শব্দ দ্বারা ক্রিয়াগত বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায়। যথা—

শীঘ্র, আস্তে আস্তে, তৎক্ষণাৎ, অকস্মাৎ, হঠাৎ, অচিরাৎ, অচিরায়, ঝটিতি, আচম্বিতে, আশু, সহসা, ইদানীং, অধুনা অদ্য, সদ্য ইত্যাদি।

১৩৮। যাহাদ্বারা একাধিক বাক্য বা পদ পরস্পর সংবদ্ধ হয়, তাহাকে অন্বয়বোধক অব্যয় বলে। যথা—

এবং, ও, আর, আরও, তথা, যথা, যেমন, যে, অপিচ,

কিন্তু, পরন্তু, বরং, বরঞ্চ, নচেৎ, প্রত্যুত, কি (১), অথচ, নয়ত, না (১), হয় না হয়, বা, কিম্বা, নতুবা, অথবা, যদি, যদ্যপি, যদিস্যাৎ, অতএব, যেহেতু, এনিমিত্ত, একারণ, যেকারণ, যেহেতু, সেজন্য, সেকারণ, তজ্জন্য, তন্নিমিত্ত, অথ, অনন্তর, অতঃপর, পরে, তদনন্তর, তৎপরে, সমনন্তর, ইতিমধ্যে, এদিকে, যখন, তখন, ইত্যবসরে, ইত্যাদি।

১৩৯। যে সকল অব্যয় বাক্যের অথবা বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পদের অর্থগত বৈলক্ষণ্য প্রকাশ করে তাহাদিগকে বাক্যালঙ্কার কহে।

যথা—টি, টা, গুলি, গুলা, ও [২], ই, যে [২], যেন, বটে, কই [২], ভাল [২], বা [২], তা [২], ত [২] বলি [২], এস [২], দেখ [২], দেখি [২], তাইত [২], না জানি, বা [২], এমন কি, অধিক কি, ঠিক যেন, জানইতো বোধ হয়, বোধ করি, বুঝি [২], বলিতেকি [২], ইত্যাদি।

---

(১) 'কি ধনী কি নির্ধন তাঁহার কাছে সকলই সমান'। এখানে কি শব্দ অন্বয়বোধক অব্যয়। 'না আমি তোমার কথায় ভুলিব না; তাঁহার না পুস্তক, না বস্ত্র, না আহার সামগ্রী, কিছুরই সঙ্গতি ছিল না'। এস্থলে না অন্বয়বোধক অব্যয়।

(২) তাহাতে 'ও' আপত্তি নাই; আমি 'যে' গেলাম; তিনি 'যে' ধরা পড়িলেন; 'কই' কি অভিজ্ঞান দেখাইবে দেখাও; 'ভাল' যদি তুমি যথার্থই পরিণয়ে সন্দেহ কর; কি বলিয়াই 'বা' প্রবোধ দিব; 'তা' জিজ্ঞাসা করি এ চিত্রপটে কি চিত্রিত আছে; ইনি 'ত' আমার এই করিলেন; 'বলি' আর্য্যপুত্র ত ভাল আছেন; 'এস' আলেখ্য-দর্শন করি; 'দেখ' কেহ শিখাইয়া দেয় না, অথচ কোকিলারা স্বভাব-সিদ্ধ চাতুরীবলে বায়স দ্বারা আপনাদের শাবক প্রতিপালিত করিয়া লয়; একাকী যাও 'দেখি'; 'কেনই' বা কোপ করিলাম; 'তাইত' ঠিক যেন আর্য্যপুত্র হরধনু উত্তোলন করিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন;

১৪০। যে সকল অব্যয় স্বতন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ প্রকাশ করে, তাহাদিগকে বিভক্তিপ্রতিরূপক অব্যয় বলে।

যথা—দ্বারা, দিয়া, করিয়া, কর্ত্তৃক, হইতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা, ধিক, বিনা, ব্যতীত, ভিন্ন, ব্যতিরেকে, জন্য, নিমিত্ত নিবন্ধন, প্রযুক্ত, কারণ, হেতু, তরে, লাগিয়া, সঙ্গে, সহিত, সমভিব্যাহারে, সনে, সহ, পর্য্যন্ত, অবধি ইত্যাদি।

১৪১। অব্যক্ত শব্দের অনুকরণ নিবন্ধন অনুকারক অব্যয় বলে।

যথা—বম্ বম্, ভোঁ ভোঁ, কল কল, ধ্বক ধ্বক, ধিয়া তাধিয়া, মর্ মর্, খস্ খস্, চড়্ চড়্, ঝন্ ঝন্, খন্ খন্, হাম্বা, গাঁ গাঁ, গুণ্ গুণ্, কুহু কুহু, স্বন্ স্বন্ ইত্যাদি।

১৪২। সম্বোধনবাচক অব্যয়, যথা—

গো, হাঁগো, হাঁরে, হে, ওহে, রে, অরে, অয়ি, ভো, লো, অলো, ইত্যাদি।

১৪৩। হর্ষ, বিষাদ, রোষ, দ্বেষ, স্পৃহা, তৃপ্তি, লজ্জা, ভয়, বিস্ময়, প্রভৃতি চিত্তের ভাবপ্রকাশক অব্যয়কে আবেগসূচক বলা যাইতে পারে। যথা—

ওঃ, উঃ, আঃ, উহু, অহে, অয়ে, হা, হায়, হায় হায়, ছি,

'বুঝি' জানকী নারীকুলকে পতিব্রতা ধর্ম্ম শিখাইবার জন্যই স্ত্রীজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; বৎস 'বলিতে কি' যদি অন্তঃস্বত্ত্বা না হইতাম এই মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিতাম। এস্থলে কমাচিহ্নিত শব্দ গুলি বাক্যালঙ্কার রূপে পরিগণিত হইবে।

দূর, ধিক, হা ধিক, ধিক ধিক, হা হতোঽস্মি (১), হা দগ্ধোঽস্মি, কি কষ্ট [১], কি দৌরাত্ম্য, কি পাপ, কি লজ্জা, কি লাঞ্ছনা, হা কৃষ্ণ [১], গুরুদেব, কালি কুলাও ইত্যাদি।

১৪৪। উপসর্গ স্বতন্ত্র প্রযুক্ত হইতে পারে না, প্রকৃতির পূর্ব্বস্থিত হইয়া প্রকৃতির অর্থগত নানা বৈলক্ষণ্য প্রকাশ করে।

[ক] কোন স্থলে ধাত্বর্থের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। যথা ; দা-দেওয়া, আদান-গ্রহণ ; গম যাওয়া, প্রত্যাগমন-ফিরে আসা ; যুজ-সংযুক্ত করা, বিয়োগ-পৃথক্ করা ; বন্ধ-বাঁধা ; প্রতিবন্ধ-বাঁধিতে না দেওয়া, ব্যাঘাত করা ; হৃ-হরণ করা অর্থাৎ লইয়া যাওয়া, উপহার-ভেট স্বরূপ প্রদত্ত বস্তু ; মন-মানা, অবমাননা-অপমান ইত্যাদি।

[খ] অনেকানেক স্থলে ধাত্বর্থের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই এরূপ অর্থ প্রকাশ করে। যথা—

গ্রহ-লওয়া, বিগ্রহ, অনুগ্রহ ; সদ-গমন করা, অপসদ বিষাদ, প্রসাদ ; হৃ-হরণ করা, অধ্যাহার, আহার ; ধা-ধারণ করা, বিধান, উপাধান ; পদ-যাওয়া, সম্পাদ আস্পদ, ইত্যাদি।

[গ] কোন স্থলে প্রকর্ষ বুঝাইয়া দেয়। যথা—

ঈক্ষ-দেখা, নিরীক্ষণ ; শুভ-শোভা পাওয়া, সুশোভিত ; কুপ-রাগ করা, প্রকোপ ; দ্বিষ-নিন্দাকরা, বিদ্বেষ ; যুজ-যোগ করা, সংযোগ ; দৃশ-দেখা, পরিদর্শক ইত্যাদি।

(১ নিজের অবস্থা কথন, মনের বিকার উল্লেখ, মনোবিকারের কারণ নির্দ্দেশ, দেবতানামকীর্ত্তন ইত্যাদি নানা প্রকারে চিত্তের ভাব দ্যোতিত হয়।

[৺ঘ] কোন স্থলে ধাত্বর্থমাত্র প্রকাশ করে। যথা—

ই-পড়া, অধ্যয়ন; সু-সন্তান জন্মান, প্রসব; পাল-পোষণ করা, প্রতিপালন; পৃচ-সম্বন্ধযুক্ত হওয়া, সম্পর্ক; লোক-দেখা, অবলোকন; স্থা-থাকা, অবস্থিতি ইত্যাদি।

উপসর্গ আরও নানাপ্রকারে ধাতুর অর্থ পরিবর্ত্তিত করে।

উপসর্গ।	অর্থ।	উদাহরণ।
প্র	উৎকর্ষ, গতি, আরম্ভ, সর্ব্বতোভাব, ইত্যাদি।	প্রকৃষ্ট, প্রস্থান, প্রক্রম প্রবোধ।
পরা	ভঙ্গ, অনাদর।	পরাভব, পরাহত।
অপ	বৈপরীত্য, অনাদর, ভ্রংশ ইত্যাদি।	অপমান, অপচয়, অপ-বাদন।
সম	সম্যক প্রকার, যোগ।	সম্ভূত, সঙ্গত, সম্মুখ, সন্তান।
নি	নিশ্চয়, নিষেধ, পরাভব।	নিগ্রহ, নিবেদন, নিবৃত্তি, নিকার।
অব	অনাদর, নিশ্চয়।	অবমাননা, অবজ্ঞা, অব-ধারিত।
অনু	পশ্চাৎ সাদৃশ্য, পৌনঃপুন্য।	অনুশোচনা, অনুকম্পা, অনুরূপ, অনুক্ষণ।
নির	অভাব, নিশ্চয়, বহির্ভাব, নিঃশেষ।	নিশ্চল, নির্দ্ধারিত, নির্গমন, নির্বাণ।
দুর	নিন্দা, ক্লেশ।	দুর্নাম, দুষ্কর।
বি	অভাব, বিশেষ, বৈপরীত্য।	বিয়োগ, বিন্যাস, বিকার।
অধি	উপরি, ভাগ, স্বামিত্ব।	অধিষ্ঠান, অধিপতি।

সু—প্রশংসা, সৌকর্য্য, আধিক্য।	সুযশ, সুগম,সুশোভিত।
উৎ—ঊর্দ্ধ, প্রশংসা, প্রাদুর্ভাব, কুৎসা, ত্যাগ।	উদ্গমন, উৎকর্ষ, উৎসাহ, উদ্ভব, উন্মার্গ, উদ্দাম, উৎশৃঙ্খল।
পরি—সর্ব্বোভাব, অনাদর, আতিশয্য, ত্যাগ।	পরিদর্শক, পরিভব, পরিপূর্ণ, পরিহার।
প্রতি—ফিরিয়া দেওয়া, বৈপরীত্য, সাদৃশ্য, বিরোধ, পৌনঃপুন্য।	প্রত্যর্পণ, প্রতিগমন, প্রতিবিম্ব, প্রতিনিধি, প্রতিবাদী, প্রতিদিন।
অভি—সর্ব্বতোভাবে, সমন্তাৎ, আভিমুখ্য, পরাভব।	অভিনিবেশ, অভিবেষ্টন, অভিমুখ, অভিযান, অভিভব।
অতি—আতিশয্য, অতিক্রম।	অতিবৃষ্টি, ব্যতিরেকে, ব্যতীত।
অপি—সমুচ্চয়, আচ্ছাদন।	তথাপি,কদাপি, অপিধান।
উপ—হেয়তা, সামীপ্য, বৃদ্ধি, অনুকম্প।	উপধর্ম্ম, উপকূল, উপচর, উপনগর, উপকেশ
আ—ঈষদর্থ, পর্য্যন্ত, বৈপরীত্য, সম্যক।	আক্রোশ, আহরণ।

উল্লিখিত বিংশতি উপসর্গের মধ্যে কতিপয় কেবল ধাতুর পূর্ব্বেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কয়েকটি শব্দের পূর্ব্বে ও ব্যবহার করা গিয়া থাকে। যথা—

অপ—অপধর্ম্ম, অপকর্ম্ম, অপকলঙ্ক, অপকীর্ত্তি, অপযশ।

সং—সম্মুখ, সমক্ষ, সমীপ।

অনু—অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুরূপ।

নির—নিরাহার, নিঃসম্বন্ধ, নির্ব্যাধি, নির্লোভ, নিরহঙ্কার নিস্তেজ।

দুর—দুর্নাম, দুর্দৈব, দুরাত্মা, দুঃসাহসিক দুরন্ত।

অধি—অধিক, অধীন, অধিপতি, অধিনায়ক।

সু—সুনাম, সুপুত্র, সুশীল, সুনীতি।

প্রতি—প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতীপ, প্রতিমল্ল, প্রতিবিম্ব, প্রতিদিন প্রতিগৃহ।

অতি(১)—অতিবৃষ্টি, অতিরথ, অত্যন্ত, অতিরাজী, অতিধীর।

অপি—তথাপি, কদাপি, যদ্যপি, অপিচ।

উপ—উপদুর্গ, উপকেশ, উপনগর, উপধর্ম্ম।

আ—আজন্ম, আমুলতঃ, আরক্ত, আরক্তিমা, আকণ্ঠ।

বি—বিধর্ম্মী, বিকল, বিতৃষ্ণা।

উৎ—উন্মাদ, উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল।

ভাষান্তর হইতে কতকগুলি উপসর্গ গৃহীত হইয়াছে। যথা—

উপসর্গ।	অর্থ।	উদাহরণ।
বে—	অভাব, বৈপরীত্য।	বেবন্দোবস্ত, বেহুর্ম্মৎ, বেহায়া বেকার, বেকিতা, বেহুজ্জত, বেয়োতন, বে-ইমান, বেয়াদব, বে-হাত, বে-চাল, বেকার, বেতাল।

(১) অতি শব্দ বিশেষণরূপে স্বতন্ত্র ও প্রযুক্ত হইতে পারে। যথা; সে অতি উত্তম, এ অতি উৎকট রোগ, ইহা অতি আনন্দের বিষয়।

গর—বৈপরীত্য।	গরহক, গরকবুল, গরহাজির।
না—অভাব।	নাহক, নাছোড়, নাপছন্দ, নাকচ, নাতান, নাচার।

নঞ।

নঞ শব্দ নিষেধার্থক, ইহা শব্দের পূর্ব্বেই (১) প্রযুক্ত হয়। নঞ ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্ব্বে অকার রূপে, এবং স্বরের পূর্ব্বে (২) অন্‌রূপে পরিণত হইয়া থাকে। যথা; অকাতর, অমায়িকতা, অনর্গল, অনন্ত।

বাঙ্গালা ভাষায় নঞের অর্থ তিন প্রকার; অভাব, বৈপরীত্য, ও নিকর্ষ। যথা : অভাব—অসুখ, অক্লেশ, অনায়াস, অমোঘ, অবোধ ; বৈপরীত্য—অসাধু, অসুর, অসৎ, অকৃত্রিম, অভাব, অসত্য ; নিকর্ষ—অমানুষ, অকীর্ত্তি, অযশ, অকর্ম্ম, অপথ।

সমাস প্রকরণ।

১৪৫। দুই বা বহু পদের যে একপদীভাব, তাহাকে সমাস কহে।

---

(১) কোন কোন স্থলে নঞ এক প্রকৃতির পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াও অন্য প্রকৃতির সহিত অন্বিত হয়। যথা; অসমীক্ষ্যকারী, অবিমৃশ্যকারী, অসূর্য্যম্পশ্যরূপা, অশ্রাদ্ধভোজী, অকিঞ্চিৎকর, অকুতোভয়।

(২) অস্তি শব্দের পূর্ব্বে কোন কোন স্থলে, নঞের আকার-পরিবর্ত্ত হয় না। যথা; নাতিশীতোষ্ণ, নাতিপ্রবল, নাতিদূর ইত্যাদি।

১৪৬। সমাস করিলে পূর্ব্বপদস্থিত বিভক্তির লোপ (১) হয়, কেবল অন্ত্য পদে বিভক্তি থাকে।

১৪৭। সমাস ছয় প্রকার। দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, তৎপুরুষ, কর্ম্মধারয়, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

যে কয়েক পদে সমাস হইবে, তৎসমুদয় পরস্পর অন্বয়-যোগ্য (২) হওয়া উচিত। অতএব, কথা পুত্রের মনোহর,

---

(১) কোন কোন স্থলে বিভক্তির লোপ হয় না, তাহাকে অলুক্ সমাস বলে। যথা, যুধিষ্ঠির, সদাশিব সর্ব্বত্রসম, তত্রস্থ, অত্রাগত, অন্তেবাসী, স্তম্বেরম, কর্ণেজপ, পঙ্কেরুহ, সরসিজ, মনসিজ, বাচোযুক্তি, পশ্যতোহর, শুনঃশেফ, দিবোদাস, ভ্রাতুষ্পুত্র, মাতুঃষসা, পিতুঃষসা। এই সকল স্থলে সংস্কৃত বিভক্তির অলুক হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালা বিভক্তির অলুক হইয়া, অলুক সমাস হইয়াছে এরূপ স্থল দেখা যায় না।

(২) সমাসে একদেশান্বয় অসাধু; অর্থাৎ সমস্তপদের অন্তর্গত পূর্ব্ব বা উত্তর পদের সহিত অসমস্ত পদের অন্বয় হইতে পারে না। অতএব বিদ্বান্‌গণসেবিত, ধনালোকপূর্ণ, ঐ পদাকাঙ্ক্ষী, আগামী বৎসরলভ্য ভাবী শুভচিন্তা, দাতা জনোপাসনা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে বিদ্বদ্গণসেবিত, ধনিলোকপূর্ণ, তদ্‌পদাকাঙ্ক্ষী, আগামিবৎসরলভ্য, ভাবিশুভচিন্তা, দাতৃজনোপাসনা, ইত্যাদি প্রকার হইবে। অপিচ, দীনজনকে দেয় ধন, বাণদ্বারা আহত মৃগ, ব্যাঘ্র হইতে ভীত লোক, বনে শয়ানসিংহ, ইত্যাদিস্থলে, দেয় ও ধন, আহত ও মৃগ, ভীত ও লোক, শয়ান ও সিংহ প্রভৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন পদ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

কিন্তু সম্বন্ধকারকের সহিত একদেশান্বয় বিরুদ্ধ নয়। যথা, তোমার পুত্রপ্রাপ্য, তাঁহার স্বহস্তদত্ত ইত্যাদি। অপিচ, অন্বয়বোধক অব্যয় শব্দ ব্যবহৃত হইলে, পুনরুক্তি দোষের পরিহারার্থ বাঙ্গালা ভাষার একদেশান্বয় স্বীকার করা গিয়াথাকে। যথা, "ঐ কানন অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণের অতিপ্রিয় স্থান" এস্থলে অপ্সরোগণ ও গন্ধর্ব্বগণের বলিলে পুনরুক্তি হইত। অতএব হয় অপ্‌সরা এই পদের পর গণশব্দ উহ্য আছে স্বীকার করিতে হইবে, নাহয় অগত্যা অপ্‌সরা পদের সহিত গণশব্দের একদেশান্বয় স্বীকার করিতে হইবে। গুনী ও বিদ্বদ্‌গণ, তেজস্বী ও মনস্বিগণ প্রভৃতিতে ও এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। পরন্তু, অন্বয়বোধক

এই অর্থে মনোহরপুত্রকথা না হইয়া পুত্রমনোহরকথা এরূপ হইবে। কারণ, পুত্রপদের সহিত মনোহর পদেরই অন্বয়, কথাপদের সহিত নয়। মনোহরপুত্রকথার অর্থ পুত্রের কথা মনোহর, কিন্তু কথা পুত্রের মনোহর এরূপ হইতে পারে না।

দ্বন্দ্ব।

১৪৮। যে কয়েক পদে সমাস হইবে, তাহাদের সকলেরই অর্থ প্রধানভাবে প্রতীয়মান হইয়া, পরস্পর অন্বিত হইলে, দ্বন্দ্ব সমাস হয়।

ভীমার্জ্জুন চলিলেন; এস্থলে ভীম এবং অর্জ্জুন উভয় পদার্থই 'চলিলেন' এই ক্রিয়ার সহিত প্রধানভাবে অন্বিত হইতেছে।

অপিচ, জয়পরাজয় আশু সম্ভব নয়, ভালমন্দ কিছুই জানিনা, হ্রাসবৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয় না, উদয়ক্ষয়ের উপলব্ধি হইতেছে না, পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবয়বে শীতোষ্ণ অনুভূত হয় না।

১৪৯। দ্বন্দ্ব সমাসে উত্তর-পদের যে বচন, সমস্ত পদেও সেই বচন হইয়া থাকে। যথা, রামলক্ষ্মণকে দেখিলাম, ভীষ্মদ্রোণের অমত ছিল। ব্রাহ্মণক্ষত্রি-

---

অব্যয়যোগে বিভক্তিরও একদেশান্বয় অসাধু বা অসুন্দর নয়। যথা; ব্রাহ্মণ ও শূদ্রেরা, ধনী ও নির্ধনকে, বিদ্বান ও তেজীয়ান লোক দ্বারা, ব্যাঘ্র ও মহিষ হইতে; ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মণির অন্তঃপাতী; কুন্দ, কমল কুমুদ ও করবীর পুষ্পেতে ভ্রমরগণ ভ্রমণ করিতেছে।

য়েরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সমাসীন ছিলেন ; ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদিগের পৃথক্ পৃথক্ নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

(ক) দ্বন্দ্বসমাসে অপেক্ষাকৃত অল্পস্বরবিশিষ্ট পদের পূর্ব্বনিপাত হয়। যথা, তালতমাল, গজতুরঙ্গ, গোমহিষ, ঋত্বিক্-পুরোধা ইত্যাদি।

(খ) স্বরসাম্যস্থলে স্বরাদি অকারান্ত পদের পূর্ব্বনিপাত হয়। যথা, অশ্বগজ, অম্লতিক্ত, অনলপবন।

(গ) স্বরসাম্যস্থলে ইকারান্ত ও উকারান্ত পদের পূর্ব্বনিপাত হয়। যথা, হরিহর, রবিবুধ, মৃদুদৃঢ়।

(ঘ) স্বরসাম্যস্থলে লঘুস্বরবিশিষ্ট পদের পূর্ব্বনিপাত হয়। যথা, কুশকাশ, নলনীল, বলয়কেয়ূর।

(ঙ) অপেক্ষাকৃত পূজ্যবোধক পদের পূর্ব্বনিপাত হয়। যথা, তাপসভিক্ষুক ; পিতামাতা।

দ্বন্দ্বসমাসে সর্ব্বত্র আনুপূর্ব্ব্য অনুসারে পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়ম হওয়া উচিত। যথা, বসন্তগ্রীষ্ম, নিদাঘবর্ষা ; মৃগশিরাপুষ্যা, অশ্লেষামঘা ; ব্রাহ্মণশূদ্র, ক্ষত্রিয়বৈশ্য, যুধিষ্ঠিরার্জ্জুন, দুর্য্যোধন দুঃশাসন।

১৫০। বিদ্যাসম্বন্ধ বা গোত্রসম্বন্ধ থাকিলে এবং ঋকারান্তশব্দ পরবর্ত্তী হইলে, ঋকারান্ত শব্দের ঋ স্থানে আকার হয়। যথা, বিদ্যাসম্বন্ধ—হোতা-পোতা, নেষ্টোদ্গাতা ; গোত্রসম্বন্ধ—মাতাপিতা ভ্রাতাদুহিতা। পুত্র শব্দ পরে থাকিলে ও হয়; যথা, পিতাপুত্র, মাতাপুত্র।

দম্পতী (১), বাঙ্‌মনস, নক্তন্দিব, রাত্রিন্দিব, অহর্দিব অহোরাত্র, এই কয়েক পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

বহুব্রীহি (২)।

১৫১। যে স্থলে যে কয়েক পদে সমাস হইবে, উহাদের মধ্যে কোন পদেরই অর্থ প্রধানভাবে প্রতীয়মান

---

(১) জায়া এবং পতি এই অর্থে দম্পতী।

(২) বহুব্রীহি দ্বিবিধ, তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান ও অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান। যেস্থলে অন্য পদার্থের ন্যায় সমস্যমান পদার্থেরও পরম্পরায় ক্রিয়াদির সহিত অন্বয় হয় উহাকে তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বলে। যথা, লম্বকর্ণকে দেখিলাম, এখানে লম্বকর্ণবিশিষ্ট যে পুরুষ, তাহার দর্শনক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইতেছে, এবং লম্বা যে কর্ণ তাহারও পরম্পরায় দর্শনক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইতেছে। অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহিতে সমস্যমান পদার্থের সহিত ক্রিয়াদির অন্বয় হয় না। যথা দৃষ্টতীর্থ আসিল, এখানে যে ব্যক্তি তীর্থ দেখিয়াছে সে আসিল কিন্তু তীর্থ আসে নাই।

বহুব্রীহি সমাস প্রকারান্তরে আরো দুই প্রকার হয়; সমানাধিকরণ পদঘটিত ও ব্যধিকরণ-পদঘটিত। বিশেষ্য বিশেষণপদে যে বহুব্রীহি হয়, উহা সমানাধিকরণ-পদঘটিত; যথা, পীতাম্বর, দীর্ঘবাহু, শ্বেতকায় ইত্যাদি। যেস্থলে অন্যবিধপদে বহুব্রীহি হয়, উহাকে ব্যধিকরণ-পদঘটিত বলে; যথা, দণ্ডপাণি, মৃগলোচনা, সপুত্র, কেশাকেশি।

যে স্থলে সমাস দ্বারা অন্য পদার্থের প্রতীতি হইতে পারে, তথায় বিশিষ্টার্থক শব্দ প্রয়োগ বা বিশিষ্টার্থক তদ্ধিত প্রত্যয় বিধান করা অসাধু। যথা, সুবুদ্ধি, নির্বিকার, অপুত্র, উদ্বেল, দীর্ঘবাহু, না বলিয়া সুবুদ্ধিমান, নির্বিকারবান অপুত্রী, উদ্বেলাযুক্ত, দীর্ঘবাহুবিশিষ্ট এইরূপ বলিলে ভুল হইবে। কোন কোন স্থানে এই নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। যথা, বিধর্ম্মী, নিরপরাধী, নির্দ্দোষী, নিষ্পাপী, সদালাপী।

না হইয়া অন্য এক পদার্থের প্রতীতি হয় ও প্রধানতা বুঝায়, তাহাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যথা, শূল হইয়াছে পাণিতে যাহার, এই অর্থে শূলপাণি; এস্থলে শূল কিম্বা পাণি প্রধানরূপে প্রতীয়মান হইতেছে না; কিন্তু হস্তে শূলধারণ করিতেছে যে ব্যক্তি সেই অন্য পদার্থ, এখানে প্রধানভাবে প্রতীয়মান হইতেছে।

সমাসবাক্য স্থলে, অন্য পদার্থ "যাহা" এই সর্ব্বনাম দ্বারা সূচিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় যাহা শব্দ তৃতীয়ান্ত, ষষ্ঠ্যন্ত, বা সপ্তম্যন্ত হইয়াই অন্য পদার্থের প্রতীতি করিয়া দেয়। যথা, তৃতীয়ান্ত—কৃতকর্ম্মা, ধৃতবর্ম্মা; ষষ্ঠ্যন্ত—নীলাম্বর, দীর্ঘবাহু; সপ্তম্যন্ত—প্রফুল্লকমল, নির্ম্মলসলিলা।

১৫২। ষষ্ঠ্যন্ত [১] পদের সহিত সহ শব্দের বহুব্রীহি সমাস হয়। বহুব্রীহি সমাসে সহ শব্দের স্থানে সকার আদেশ হয়। যথা, সপুত্র, সানুজ।

১৫৩। ব্যতিহার অর্থাৎ পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়াকরণ বুঝাইলে বহুব্রীহি সমাস হয়। ব্যতিহারস্থলে পূর্ব্বপদের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়; এবং পরপদের অন্ত্যস্বর স্থানে ইকার হয়। যথা—কেশাকেশি,

---

(১) সংস্কৃতে সহার্থ শব্দের যোগে তৃতীয়া হয় বলিয়া তৃতীয়ান্ত পদের সহিত সহ শব্দের বহুব্রীহি সমাস হয়; কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় সেরূপ নয়

হাতাহাতি, কিলাকিলি, মারামারি, দলাদলি, গলাগলি, চুলাচুলি. ঠেলাঠেলি, বলাবলি, হুলাহুলি, কোলাকোলি, কাটাকাটি, লাঠালাঠি।

১৫৪। উপমা বুঝাইলে বহুব্রীহি সমাস হয় (১)। যথা, চন্দ্রমুখী, মৃগনয়না, করভোরু।

১৫৫। বহুব্রীহি সমাসে পরপদ স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও পূর্ব্বপদ সর্ব্বদা পুংলিঙ্গ থাকে [২]; এবং অন্যপদার্থ পুংলিঙ্গ হইলে, উত্তরপদের আকার হ্রস্ব হয়। যথা, স্থিরবুদ্ধি, প্রিয়ভার্য্য, একভার্য্য, ভগ্নশাখ, বীতলজ্জ।

উত্তরপদ ঋকারান্ত অথবা নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ (৩) দীর্ঘ-ঈকারান্ত শব্দ হইলে উহার উত্তর ক হয়। যথা, মৃতভর্ত্তৃকা. বহুপত্নীক।

---

(১) এস্থলে সমাস-বাক্যে প্রযুজ্যমান যে উপমাবাচক তুল্যাদি শব্দ, উহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যথা, চন্দ্রের তুল্য মুখ যাহার, মৃগের ন্যায় নয়ন যাহার, করভের সদৃশ উরু যাহার। ইহাকে মধ্যপদলোপী সমাস বলা যাইতে পারে। তৎপুরুষ এবং কর্ম্মধারয়স্থলে ও মধ্যপদলোপী সমাস হইয়া থাকে। যথা, ঘনশ্যাম ঘনের ন্যায় শ্যাম, নবনীতকোমল নবনীতের ন্যায় কোমল; পুরুষসিংহ সিংহের ন্যায় পুরুষ, মুখচন্দ্রমা চন্দ্রমার ন্যায় মুখ; ঘৃতান্ন, ফলান্ন অর্থাৎ ঘৃতাদিমিশ্রিত অন্ন; অশ্বসৈন্য, হস্তিসৈন্য অর্থাৎ অশ্বাদিতে আরূঢ়সৈন্য; একাদশ, অষ্টাদশ, অর্থাৎ একাধিকদশ, অষ্টাধিক দশ; সুপ্তোত্থিত অর্থাৎ প্রথমে সুপ্ত পরে উত্থিত, পুরুষের মধ্যে উত্তম পুরুষোত্তম ইত্যাদি।

(২) পূর্ব্বপদ ককারান্ত প্রত্যয়নিষ্পন্ন, সংজ্ঞাবাচক, পূরণবাচক, জাতিবাচক, বা স্বাঙ্গবাচক হইলে, স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা, রসিকাভার্য্য পাচিকাভার্য্য; শকুন্তলাপত্নীক; দ্বিতীয়াভার্য্য; ব্রাহ্মণীভার্য্য, ক্ষত্রিয়াপত্নীক; সুকেশীভার্য্য, কৃশাঙ্গীভার্য্য।

(৩) যে সকল শব্দ নিয়ত স্ত্রীলিঙ্গই থাকে, কখন পুংলিঙ্গ হয় না; উহাদিগকে, নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলে।

স্ত্রীলিঙ্গে ইন-ভাগান্ত শব্দের উত্তর ক হয়। যথা, বহু-ধনিকা নগরী, বহু-বাগ্মিকা সভা।

অর্থ প্রভৃতি শব্দের উত্তর ক হয়। যথা, অনর্থক, দশবর্ষ-বয়স্ক, বিনয়পূর্ব্বক, অন্যমনস্ক ইত্যাদি।

বহুব্রীহি ও তৎপুরুষ সমাসে মহৎ শব্দের স্থানে মহা-আদেশ হয়। যথা, মহাবল, মহামতি।

অক্ষি (১) ও নাভি শব্দের ইকারস্থানে অকার হয়, এবং জায়া শব্দের স্থানে জানি আদেশ হয়। যথা. পদ্মপলাশাক্ষ, পদ্মনাভ, যবজানি।

উৎ, সু, পূতি ও সুরভি শব্দের উত্তর গন্ধ শব্দের অন্ত্য অকার স্থানে ইকার হয়। যথা, উদ্গন্ধি, সুগন্ধি, পূতিগন্ধি, সুরভিগন্ধি। উপমানবাচক পদের পরবর্ত্তী হইলে বিকল্পে হয়। যথা, পদ্মগন্ধি. পদ্মগন্ধ।

সুহৃৎ, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ।

বাঙ্গালা শব্দদ্বয়ে বহুব্রীহি সমাস হইলে সমস্ত পদের উত্তর যথাসম্ভব এ এবং ও প্রত্যয় হয়। যথা, গঙ্গা-জল গঙ্গাজলে, নি-হাড় নিহেড়ে, নি-কামাই নিকামায়ে, নি-কড়ি নিকড়ে, নি-মুখ নিমুখো, একচোখ একচখো, বানরমুখো, মিষ্টিমুখো, কটাচোখো, কোঁকড়াচুলো, চিক্কণদেঁতো ইত্যাদি।

উত্তরপদ বিশেষণ হইলে, উক্ত প্রত্যয়দ্বয় হয় না। যথা, মাচভাজা তেল, মাখনতোলা দুধ, ঔষধমাড়া খল, গালবাঁকা,

(১) স্ত্রীলিঙ্গে অক্ষি শব্দের ইকার স্থানে দীর্ঘ ঈকার হয়। যথা, মৃগাক্ষী।

লোহাপিটান হাতুড়ি, লুচিভাজান কড়া, হাতভাঙ্গা, গলাধরা, কাণপাতলা।

অ কিম্বা না উপসর্গ বাঙ্গালা ধাতুর সহিত সংযুক্ত হইলে বহুব্রীহি সমাস হয়। যথা, নাছোড়, নাপড়, অপড়, অধর' অটুট, অবুঝ।

পরিমাণবাচক শব্দে ও সংখ্যাবাচক শব্দে সমাস হইলে. সম্ভবমত আ, ই এবং এ প্রত্যয় হয়। যথা, আ—পাঁচশের। বিশগাজা; ই—দুহাতি, তিনমোণি. আটরেকি; এ—ছবুরুলে, বার আঙ্গুলে, চারিছটাকে, আটগণ্ডে।

তৎপুরুষ সমাস।

১৫৬। তৎপুরুষ সমাসে উত্তর পদের অর্থ প্রধান ভাবে [১] প্রতীয়মান হয়। নদীকূল, এই স্থলে পর পদার্থ যে কূল, উহাই প্রধানরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

১৫৭। পূর্ব্বপদ দ্বিতীয়ান্ত হইলে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলে; অর্থাৎ পূর্ব্বপদ কর্ম্ম হইলে এবং উত্তরপদ সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে বিহিত

(১] এই নিয়মের কদাচিৎ ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিদ্রা-হইতে উত্থিত উন্নিদ্র, রাত্রির পূর্ব্বভাগ পূর্ব্বরাত্র, ইত্যাদিস্থলে পূর্ব্ব-পদার্থেরই প্রাধান্য প্রতীয়মান হইতেছে।

কৃৎপ্রত্যয় দ্বারা সাধিত হইলে, দ্বিতীয়া তৎ-পুরুষ সমাস হয়। যথা, গঙ্গাপ্রাপ্ত, মিত্রভাবাপন্ন, অন্নবুভুক্ষু, জলপিপাসু, ধামাধরা, ছেলেধরা, কান-কাটা, পাতড়া-মারা, হাতচালা, মনচোরা। অথবা পূর্ব্বপদ কালবাচক শব্দ হইয়া ব্যাপ্তি বুঝাইলে দ্বিতীয়াতৎপুরুষ সমাস হয়। যথা, চির-বসন্ত, মুহূর্ত্ত-সুখ, মাসগম্য, বর্ষভোগ্য; অর্থাৎ বর্ষাদি ব্যাপিয়া। পূর্ব্বপদ ক্রিয়ার বিশেষণ হইলেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা, সুখসেব্য, অনায়াসলভ্য, মন্দগামী।

১৫৮। পূর্ব্বপদ তৃতীয়ান্ত হইলে, অর্থাৎ পূর্ব্বপদ কর্ত্তা কিম্বা করণ হইলে (১) তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা, কর্ত্তায়—ব্যাঘ্রহত, ব্যাসরচিত, ব্রাহ্মণ-ভোজ্য, ছাত্রকর্ত্তব্য, লোকদুর্গম। করণে—নখক্ষত, গুণশালী, দোষযুক্ত, অসিচ্ছিন্ন, অঞ্জলিপেয়, শিরো-ধার্য্য, গুড়মিশ্র, বাক্‌কলহ, মাসপূর্ব্ব, বর্ষাবর, স্নেহরহিত, সোণামোড়া, রূপাবাঁধান, মধুমাখা, তুলি-আঁকা।

---

(১) কিন্তু পরপদ ভাববাচ্যেবিহিত কৃৎপ্রত্যয়নিষ্পন্ন হইলে কর্ত্তৃপদের সহিত তৃতীয়াসমাস না হইয়া, ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয়। যথা, সূর্য্যোদয় বৃষ্টিপাত, ইত্যাদি।

১৫৯। পূর্ব্বপদ অপাদান কারক হইলে, পঞ্চমী তৎপুরুষ বলে। যথা, ব্যাঘ্রভয়, গৃহনির্গত, বন্ধনমুক্ত, রথপতিত, বিদেশাগত, দুগ্ধোৎপন্ন, বন্ধুপ্রাপ্ত, উদ্বেল, উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম [১]।

১৬০। পূর্ব্বপদ ষষ্ঠ্যন্ত হইলে, ষষ্ঠীতৎপুরুষ বলে, অর্থাৎ সম্বন্ধ বুঝাইলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয়। যথা, বায়ুবেগ, কন্যাদান, জলপান, সূর্য্যোদয়, বৃষ্টিপাত, অমৃতবাজার, ভবানীপুর, পিতৃসম, ইন্দ্রতুল্য মাতৃসনামা [২], অশ্বঘাস, পুত্রহিত, বিয়েপাগলা, ভ্রাতৃসুখকর (৩)।

১৬১। একদেশ (অংশ) বাচক পদের সহিত ষষ্ঠ্যন্ত পদের সমাস হইলে, একদেশবাচক পদ পূর্ব্ববর্ত্তী হয়। যথা, পূর্ব্বকায়, উত্তরকায়, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, সায়াহ্ণ, অপরাহ্ণ, পূর্ব্বরাত্র, অগ্রকেশ ; অর্থাৎ কায় প্রভৃতির পূর্ব্বাদি ভাগ।

---

(১) অর্থাৎ বেলাদি হইতে উদ্গত।

(২) সংস্কৃত ভাষায় তুল্যার্থক শব্দের যোগে তৃতীয়াসমাসও হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সেরূপ নয়।

(৩) ইত্যাদিস্থলে বাঙ্গালাভাষায় চতুর্থীসমাস স্বীকার করা গৌরবমাত্র নিমিত্তাদিপদের লোপ করিয়া মধ্যপদলোপী ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস বলাই ন্যায্য। যথা, অশ্বের নিমিত্ত ঘাস অশ্বঘাস, পুত্রের পক্ষে হিত পুত্রহিত ইত্যাদি।

১৬২। পূর্ব্বপদ সপ্তম্যন্ত হইলে, সপ্তমীতৎপুরুষ হয়। যথা, শাস্ত্রপ্রবীণ, ভোজনপটু, রণপণ্ডিত, স্থণ্ডিলশায়ী, স্থালীপক্ক, পূর্ব্বাহ্ণকৃত, রাত্রি (১) ভোজী, ভোজনেচ্ছা, মাংসবিদ্বেষী, বিদ্যাহীন, গুণশূন্য, এক্কোন [২], মুখচোরা, গাছপাকা।

নঞের সহিত প্রাতিপদিকের এবং উপসর্গের সহিত ধাতু বা প্রাতিপদিকের তৎপুরুষ সমাস হয় [৩]। যথা, অসুর, প্রতিগমন, উচ্ছৃঙ্খল, আরক্ত, সুপুরুষ, অনুপ্রবেশ।

আবিস্ প্রভৃতি অব্যয় শব্দের সহিত ধাতুর তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা, আবিষ্ক্রিয়া, স্বীকার, অঙ্গীকার, খর্ব্বীকৃত, ভস্মীভাব (৪), সংকার, অলঙ্কার, অন্তর্দ্ধান, পুরস্কার, তিরস্কার, সাক্ষাৎকার, নমস্কার, অস্তগত।

---

(১) ব্যাপ্তি বুঝাইতে কালবাচক পদের সহিত দ্বিতীয়াতৎপুরুষ সমাস হয়, পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(২) সংস্কৃতভাষায় শূন্যার্থক শব্দের যোগে তৃতীয়া হয়, বলিয়া বদ্যাহীন, গুণশূন্য প্রভৃতি স্থলে তৃতীয়াতৎপুরুষ হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় ঈদৃশস্থলে বিষয়াধারে সপ্তমী করা যায় বলিয়া, সপ্তমী-সমাসই বলা উচিত।

(৩) কিন্তু অন্যপদার্থের প্রাধান্য বুঝাইলে বহুব্রীহি সমাস হয়। যথা, নিশ্চিন্ত, দুশ্চরিত্র, অকলঙ্ক ইত্যাদি।

(৪) অভূততদ্ভাব বুঝাইলে উপপদের অন্ত্যঅকার স্থানে ঈকার হয়; এবং অন্তে অকার ভিন্ন হ্রস্ব স্বরবর্ণ থাকিলে দীর্ঘ হয়। পূর্ব্বে যেরূপ ছিলনা, সেরূপ হওয়াকে অভূততদ্ভাব বলে:

ধাতুর সহিত উপপদের (১) তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা, কুম্ভকার, হিতকর, অগ্রসর, বনচর, রাত্রিচর শিলাশয়, সরসিজ, অরন্তুদ, গিরীশ, বিজ্ঞক্রব, ভুজগ, তুরঙ্গম, পণ্ডিতম্মন্য, বিশ্বম্ভর, বশম্বদ, তাদৃশ, ঈদৃশ, সদৃশ।

কর্ম্মধারয়।

১৬৩। যে স্থলে বিশেষ্য বিশেষণ পদে সমাস হইয়া বিশেষ্যের প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে কর্ম্মধারয় বলে। কর্ম্মধারয় সমাস তৎপুরুষের প্রকারান্তর। যথা, নীলোৎপল, শীতলবায়ু।

১৬৪। বর্ণবাচক পদের পরস্পর কর্ম্মধারয় সমাস হয়। যথা, নীল অথচ লোহিত নীললোহিত, শ্বেত অথচ পীত শ্বেতপীত, রক্ত অথচ হরিত রক্তহরিত।

১৬৫। পূর্ব্বকাল ও উত্তরকাল বুঝাইলে ত প্রত্যয়ান্ত পদের কর্ম্মধারয় সমাস হয়। যথা, প্রথমে শয়িত পরে উত্থিত শয়িতোত্থিত, প্রথমে মৃত পরে

---

(১) ধাতু যে সকল পদের পরবর্ত্তী হইয়া কৃৎপ্রত্যয়যুক্ত হয়, উহাদিগকে উপপদ বলে।

উত্থিত মৃতোত্থিত, প্রথমে দত্ত পরে অপহৃত দত্তাপ-হৃত, প্রথমে ভুক্ত পরে উদ্গীর্ণ ভুক্তোদ্গীর্ণ।

১৬৬। উপমানবাচক পদের সহিত উপমেয় পদের কর্ম্মধারয় সমাস হয়। যথা, সিংহের ন্যায় পুরুষ পুরুষসিংহ, কমলের ন্যায় মুখ মুখকমল।

১৬৭। উপমানবাচক পদের সহিত সমানধর্ম্ম-বাচক (১) পদের কর্ম্মধারয় সমাস হয়। যথা, অর্ণ-বের ন্যায় গভীর অর্ণবগভীর, নীরদের ন্যায় শ্যামল নীরদশ্যামল, অনলের ন্যায় উজ্জ্বল অনলোজ্জ্বল।

১৬৮। ভাব, ভুত, ও কৃত এই তিন পদের সহিত অভূততদ্ভাব বুঝাইতে শ্রেণিপ্রভৃতি পদের কর্ম্মধারয় সমাস হয়। যথা, তুষ্টীভাব, মৌনীভাব, শ্রেণীভূত, রাশীভূত, খর্ব্বীকৃত, স্তব্ধীকৃত।

১৬৯। অন্তর শব্দের সহিত কর্ম্মধারয় সমাস হয়, এবং অন্তরশব্দ পরবর্ত্তী হয়। যথা, অন্য লোক লোকান্তর, অন্য পুস্তক পুস্তকান্তর।

কর্ম্মধারয় সমাসে উত্তরপদ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে, পূর্ব্বপদ

---

(১) যে সকল গুণ অথবা ক্রিয়া উপমান ও উপমেয় উভয়ে বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকে সমানধর্ম্ম বলে।

নিয়ত (১) পুংলিঙ্গই থাকে। যথা—মহানবমী, কৃষ্ণচতুর্দ্দশী, পাচকস্ত্রী, পঞ্চমকন্যা, ব্রাহ্মণভার্য্যা, সুকেশপত্নী।

দশ শব্দ পরে থাকিলে এক শব্দ স্থানে একা হয়। যথা, একাদশ।

দশ, বিংশতি ও ত্রিংশৎ শব্দ পরে থাকিলে, দ্বিস্থানে দ্বা, ত্রিস্থানে ত্রয়ঃ, অষ্ট-স্থানে অষ্টা আদেশ হয়। যথা—দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, অষ্টাদশ।

চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্ঠি, সপ্ততি ও নবতি শব্দ পরে থাকিলে পূর্ব্বোক্ত আদেশ বিকল্পে হয়। যথা, দ্বাপঞ্চাশৎ দ্বিপ-ঞ্চাশৎ। অশীতি শব্দ পরে হয় না। যথা, দ্ব্যশীতি, ত্র্যশীতি, অষ্টাশীতি।

দ্বিগু।

১৭০। সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিয়া (২) বিশেষ্য বিশেষণ পদের যে সমাস, তাহাকে দ্বিগু বলে। দ্বিগু কর্ম্মধারয়-সমাসের প্রকারান্তর। যথা, ত্রিলোকী, চতুর্যুগ।

১৭১। দ্বিগুসমাসে ভুবনাদিভিন্ন অকারান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয়। যথা, ত্রিবেদী, চতুষ্পাদী, পঞ্চবটী,

---

(১) বহুব্রীহিসমাসে যে প্রতিষেধ আছে, কর্ম্মধারয় সমাসে তাহা খাটে না।

(২) অন্যপদার্থ বুঝাইলে বহুব্রীহি সমাসই হয়, দ্বিগু হয় না। যথা, ত্রিনয়ন, ত্রিবিক্রম, পঞ্চহস্তপ্রমাণ।

সপ্তশতী। ভুবনাদি যথা, ত্রিভুবন, চতুর্যুগ, পঞ্চপাত্র, ত্রিকূট, পঞ্চাপ (পঞ্জাব)।

১৭২। বাঙ্গালা শব্দের উত্তর দ্বিগু সমাসে ঈ, বা নী হয়। ঈপরে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরবর্ণের লোপ হয়। যথা, তেমহনী, চৌহদ্দী, চৌবন্দী, তেমাথানী, চৌমাথানী।

একদেশবাচক শব্দ, সর্ব্ব, পুণ্য, সংখ্যাবাচক, ও অব্যয়শব্দের পরবর্ত্তী রাত্রি শব্দের স্থানে রাত্র আদেশ হয়। যথা, পূর্ব্বরাত্র, দ্বিরাত্র।

অব্যয়, সর্ব্ব ও একদেশবাচক শব্দের পরবর্ত্তী অহন্ শব্দের স্থানে অহ্ন আদেশ হয়। যথা, পূর্ব্বাহ্ন, প্রাহ্ন, সর্ব্বাহ্ন। অন্যত্র অহ আদেশ হয়। যথা, পুণ্যাহ, অষ্টাহ, দশাহ।

রাজন্ ও সখি শব্দ স্থানে রাজ ও সখ হয়। যথা, মহারাজ, প্রিয়সখ।

অণ্ডাদি শব্দ পরে থাকিলে, কুক্কুটী প্রভৃতি শব্দের পুম্বদ্ভাব অর্থাৎ পুংলিঙ্গের মত রূপ হয়। যথা, কুক্কুটাণ্ড, হংসশাবক, ছাগদুগ্ধ।

উপরি নির্দ্দিষ্ট চারিটি নিয়ম যথাসম্ভব তৎপুরুষ, কর্ম্মধারয় ও দ্বিগু সমাসে খাটিবে।

অব্যয়ীভাব।

১৭৩। পূর্ব্বপদার্থ প্রধানভাবে প্রতীয়মান হইলে বীপ্সাদি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। প্রতিদিন,

যথাশক্তি ইত্যাদি স্থলে প্রতি, যথা, প্রভৃতির অর্থ বীপ্‌সা অনুসার প্রভৃতি যে পূর্ব্বপদার্থ উহাই প্রধানভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

বীপ্সা (১)—দিনে দিনে প্রতিদিন, ক্ষণে ক্ষণে অনুক্ষণ। অনুসার—যথাশক্তি, যথাসাধ্য, যথাযোগ্য। সাদৃশ্য—উপকেশ, উপনগর, উপদেবতা, উপধর্ম্ম। পর্য্যন্ত—আসমুদ্র, আজানু, আজন্ম। অভাব—নির্ব্বিঘ্ন, নিরাপদ। যোগ্যতা—অনুগুণ, অনুরূপ, প্রতিমূর্ত্তি। সামীপ্য—সমক্ষ, উপকূল ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, সমক্ষ, সাক্ষাৎ, অধ্যাত্ম প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ।

কতকগুলি পদ সমাসলক্ষণযুক্ত না হইয়াও, সমস্ত পদরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, বিনাস্বাক্ষরকারী, অকুতোভয়, যথাকথঞ্চিৎ, বিমৃশ্যকারী, সম্ভূয়সমুত্থান, যৎপরোনাস্তি, অলম্বুদ্ধি, অসূর্য্যম্পশ্যরূপা, সমভূমি, সম্প্রতি, অকিঞ্চন, অবিনাভাব, যত্রসায়ংগৃহ ইত্যাদি।

সাধারণ বিধি।

১৭৪। সমাস করিলে অন্তস্থিত পথিন্‌ শব্দের স্থানে পথ আদেশ হয়। যথা, ত্রিপথ, বিপথ, কুপথ।

১৭৫। দ্বি, অন্তর ও উপসর্গের পরবর্ত্তী অপ্‌শব্দের স্থানে

---

(১) বীপ্‌সা শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি, পৌনঃপুন্য।

ঈপ. আদেশ হয়। যথা, দ্বি-অপ্ দ্বীপ, সম্-অপ্ সমীপ, অন্তর-অপ্ অন্তরীপ, প্রতি-অপ্ প্রতীপ।

১৭৬। তৎপুরুষ সমাসে, স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কুশব্দ স্থানে (১) কৎ হয়। যথা, কদন্ন, কদশ্ব, কদুদক।

দক্ষিণাপথ, প্রতিলোম, অন্ধতমস, দ্বিভূম, ত্রিভূম, চতুর্ভূম প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ।

১৭৭। প্রশংসাবাচী সু এবং অতি শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে সমস্ত-পদের অন্তে বিহিত প্রত্যয় হয় না। যথা, সুরাজা, অতিসখা, সুপন্থা।

১৭৮। সমাসে গোত্রাদি শব্দ পরে থাকিলে, সমানশব্দ স্থানে স (২) হয়। যথা, সগোত্র, সরূপ, সবর্ণ, সপক্ষ, সপিণ্ড, সনামা, সবয়া, সতীর্থ, সস্থান, সবন্ধু, সবচন, সরাত্রি, সজ্যোতি সজনপদ।

১৭৯। সমাসে একবচন স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দ স্থানে ক্রমে ত্বৎ ও মৎ আদেশ হয়। যথা, ত্বৎপ্রণীত, মৎকৃত।

তদ্ধিত প্রকরণ।

১৮০। অপত্যাদি অর্থে শব্দের উত্তর যে সকল প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।

---

(১) পুরুষশব্দের পরবর্ত্তী হইলে, কুশব্দস্থানে বিকল্পে কা হয়। যথা কাপুরুষ, কুপুরুষ।

(২) ধর্ম্ম ও জাতীয় শব্দ পরবর্ত্তী হইলে বিকল্পে হয়। যথা সমানধর্ম্মা সধর্ম্মা, সমানজাতীয় সজাতীয়।

১৮১। অপত্যার্থক (১) প্রত্যয় এবং, ক, ইক, ঈক, এই তিন প্রত্যয় হইলে, শব্দের আদ্য স্বরের বৃদ্ধি (২) হয়।

১৮২। তদ্ধিত প্রত্যয়ের য ও স্বরবর্ণ পরে থাকিলে শব্দের অন্তস্থিত ইবর্ণ ও অবর্ণের লোপ হয়, এবং উবর্ণের স্থানে অব্ হয়।

তদ্ধিতপ্রত্যয় পরে থাকিলে শব্দের অন্তস্থিত নকারের লোপ হয় (৩)।

---

(১) অপত্যার্থক প্রত্যয় অন্য অর্থে বিহিত হইলেও বৃদ্ধি কার্য্য হইয়া, থাকে।

(২) স্বরের বৃদ্ধি হয়, বলিলে, অকারস্থান আকার, ইবর্ণ ও একারস্থানে ঐকার, উবর্ণ ও ওকারস্থানে ঔকার, এবং ঋকারস্থানে আর, হওয়া বুঝায়। কোন কোন স্থলে শব্দের অন্তর্গত উভয় পদেরই আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয়, এবং কোন কোন স্থলে কেবল দ্বিতীয় পদের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয়। সৌভাগ্য, দৌর্ভাগ্য, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, পারলৌকিক, সার্ব্ব-লৌকিক, সার্ব্বভৌম, সৌসাদৃশ্য প্রভৃতি শব্দের উভয় পদেরই আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হইয়াছে। দ্বিবার্ষিক, ত্রিবার্ষিক, দশবার্ষিক, প্রভৃতি শব্দে, প্রথম পদের না হইয়া, দ্বিতীয়পদের বৃদ্ধি হইতেছে। সুহৃদ শব্দ হইতে সৌহার্দ্দ ও সৌহৃদ্য এই দুই পদ সিদ্ধ হয়। বৃদ্ধিকার্য্য সর্ব্বত্র হয় না। যথা, বন্য, অনুনাসিক।

(৩) যথা, পথে কুশল পথিক, নামধেয় ইত্যাদি। অ প্রত্যয় পরে থাকিলে নকারের লোপ হয় না। যথা, যৌবন, পার্ব্বণ। য প্রত্যয় পরে থাকিলেও হয় না; যথা, ব্রাহ্মণ্য, রাজন্য, কর্ম্মণ্য। কিন্তু ভাবার্থে য প্রত্যয় হইলে নকারের লোপ হয়; যথা, রাজ্য।

১৮৩। অপত্য অর্থে শব্দের উত্তর ই, য, আয়ন, এয়, এবং অ প্রত্যয় হয় (১)। যথা—

শব্দ	প্রত্যয়	পদ
দশরথ	ই	দাশরথি
দ্রোণ	„	দ্রৌণি
সুমিত্রা	„	সৌমিত্রি
দিতী	য	দৈত্য
অদিতী	„	আদিত্য
মধু	„	মাধব্য
নর	আয়ন	নারায়ণ
দক্ষ	„	দাক্ষায়ণী
বৎস	„	বাৎসায়ন
কুন্তী	এয় (২)	কৌন্তেয়
গঙ্গা	এয়	গাঙ্গেয়
রাধা	„	রাধেয়
পৃথা	অ	পার্থ
কশ্যপ	„	কাশ্যপ
ভরদ্বাজ	„	ভারদ্বাজ

নিম্নলিখিত কয়েকটি শব্দ অপত্যার্থক প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা—

---

(১) এই সকল প্রত্যয় প্রয়োগ অনুসারেই বিহিত হওয়া উচিত। অতএব দাশরথি, গাঙ্গেয়, পার্থ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে দাশরথেয়, গাঙ্গায়ন, পার্থিক প্রভৃতি বলিলে অসাধু হইবে।

(২) প্রায় স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত শব্দেরই উত্তর এয় বিহিত হইয়া থাকে।

শব্দ	প্রত্যয়	পদ
দ্বিমাতৃ ইত্যাদি	অ	দ্বৈমাতুর, ত্রৈমাতুর, ষাণ্মাতুর ইত্যাদি।
কন্যা	,,	কানীন
মৃকণ্ডু	এয়	মার্কণ্ডেয়

১৮৪। পূর্ব্বোক্ত অপত্যার্থক প্রত্যয় এবং ইয়, ঈয়, ক, ইক, ঈক, এই পাঁচটি প্রত্যয় বিশেষ বিশেষ অর্থে বিহিত হইয়া থাকে।

শব্দ	প্রত্যয়	পদ	অর্থ
তর্ক	ইক	তার্কিক	যে তর্কশাস্ত্র জানে।
অলঙ্কার	,,	আলঙ্কারিক	অলঙ্কারশাস্ত্র ঐ ঐ
পুরাণ	,,	পৌরাণিক	পুরাণ ঐ ঐ ঐ
কায়	ইক	কায়িক	কায় দ্বারা কৃত।
বাচ্	,,	বাচিক	বাক্য ঐ ঐ
সহসা	,,	সাহসিক	সহসা ঐ
ক্ষুদ্রা	অ	ক্ষৌদ্র	ক্ষুদ্রা (মধুমক্ষিকা) দ্বারা কৃত।
শিব	,,	শৈব	শিব যাহার দেবতা।
বিষ্ণু	,,	বৈষ্ণব	বিষ্ণু ঐ ঐ
গণপতি	য	গাণপত্য	গণপতি ঐ ঐ

গ্রাম	য	গ্রাম্য	গ্রামে সম্ভূত।
নগর	ইক	নাগরিক	নগরে ঐ
হেমন্ত	,,	হৈমন্তিক	হেমন্তে ঐ
অকাল	,,	আকালিক	অকালে ঐ
অন্তর	,,	আন্তরিক	অন্তরে ঐ
মনস্	,,	মানসিক	মনে ঐ
আদি	য	আদ্য	আদিতে ঐ
তালু	,,	তালব্য	তালুতে ঐ
সভা	,,	সভ্য	সভাতে নিপুণ।
অতিথি	এয়	আতিথেয়	অতিথিতে ঐ
সমাজ	ইক	সামাজিক	সমাজে ঐ
বেদ	ইক	বৈদিক	বেদে ঐ
সংগ্রাম	,,	সাংগ্রামিক	সংগ্রামে ঐ
মাস	,,	মাসিক	মাসে অবশ্য দেয়।
বর্ষ	,,	বার্ষিক	বর্ষে ঐ
শ্রাবণ	,,	শ্রাবণিক	শ্রাবণে ঐ
দিন	ইক	দৈনিক	দিনে নিষ্পন্ন।
মাস	,,	মাসিক	মাসে ঐ

বৎসর	,,	বাৎসরিক	বৎসরে ঐ
পঞ্চমবর্ষ	ঈয়	পঞ্চমবর্ষীয়	যাহার বয়স পাঁচ বৎসর।
ষোড়শবর্ষ	,,	ষোড়শবর্ষীয়	ঐ ঐ ষোল বৎসর
পুর	অ	পৌর	পুর সম্বন্ধীয়।
জনপদ	অ	জানপদ	জনপদ ঐ
দেব	,,	দৈব	দেব ঐ
মনস	,,	মানস	মন ঐ
পৃথিবী	,,	পার্থিব	পৃথিবী ঐ
সর্ব্বাঙ্গ	ঈন	সর্ব্বাঙ্গীন	সর্ব্বাঙ্গ ঐ
অভ্যন্তর	,,	অভ্যন্তরীন	অভ্যন্তর ঐ
গো	য	গব্য	গো সম্বন্ধীয়।
বায়ু	ঈয়	বায়বীয়	বায়ু ঐ
তদ্	,,	তদীয়	তাহার ঐ
যুষ্মদ্	,,	যুষ্মদীয় ত্বদীয় (১)	তোমাদিগের ঐ তোমার ঐ
অস্মদ্	ঈয়	অস্মদীয়, মদীয়	আমাদিগের ঐ আমার ঐ
তাম্বূল	ইক	তাম্বূলিক	তাম্বূল যাহার পণ্য।
লবণ	,,	লাবণিক	লবণ ঐ ঐ

(১) যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দস্থানে একবচনে ত্বদ্ ও মদ্ আদেশ হয়

তৈল	,,	তৈলিক	তৈল ঐ ঐ
নৌ	ইক	নাবিক	নৌকা দ্বারা যে জীবিকা করে।
জাল	,,	জালিক	জাল ঐ ঐ
আয়ুধ (অস্ত্র)	,,	আয়ুধিক	আয়ুধ ঐ ঐ
বন্ধু	অ	বান্ধব	স্বার্থ
চণ্ডাল	,,	চাণ্ডাল	ঐ
মনস্	,,	মানস	ঐ
কুতুক	,,	কৌতুক	ঐ
কুতূহল	,,	কৌতূহল	ঐ
রক্ষস্	,,	রাক্ষস	ঐ
মরুৎ	,,	মারুত	ঐ
ত্রিলোকী	য	ত্রৈলোক্য	ঐ
ত্রিগুণ	,,	ত্রৈগুণ্য	ঐ
সন্নিধি	,,	সান্নিধ্য	ঐ
সমীপ	,,	সামীপ্য	ঐ
করুণা	,,	কারুণ্য	ঐ
সেনা	,,	সৈন্য	ঐ

উপমা	,,	ঔপম্য	ঐ
বাল	ক	বালক	ঐ
এক	ক	একক	ঐ
নৌ	ক	নৌকা	ঐ
নব	য, ঈন	নব্য, নবীন	ঐ
মিথিলা	অ	মৈথিল	মিথিলা-বাসী
পঞ্চাল	,,	পাঞ্চাল	পঞ্চালবাসী
বঙ্গ	য়	বঙ্গ্য	বঙ্গবাসী
অযোধ্যা	ইক	আযোধ্যিক	অযোধ্যাবাসী।

নিম্নলিখিত পদ গুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা—

শব্দ	প্রত্যয়	পদ	শব্দ	প্রত্যয়	পদ
ন্যায়	ইক	নৈয়ায়িক	স্ত্রী	অ	স্ত্রৈণ
দ্বার	,,	দৌবারিক	অহন্	ইক	আহ্নিক
ব্যাকরণ	অ	বৈয়াকরণ	পর	ঈয়	পরকীয়
সূর্য্য	অ	সৌর	স্ব	ঈয়	স্বীয়, স্বকীয়
অকস্মাৎ	ইক	আকস্মিক	অন্য	,,	অন্যদীয়
বহিস্	য	বাহ্য	পথিন্	অ	পান্থ
ভবৎ	ঈয়	ভবদীয়	পুনঃপুনঃ	অ	পৌনঃপুন্য

ভাব(১) অর্থে শব্দের উত্তর যথাসম্ভব অ, য, ত্ব ও তা এই কয়েকটী প্রত্যয় হয়। যথা—

(১) ভাব শব্দের অর্থ, জাতি, গুণ কর্ম্ম, ক্রিয়া, পদ, ব্যবসায়, ব অবস্থা।

শব্দ	প্রত্যয়	পদ।	শব্দ	প্রত্যয়	পদ।
শিশু	অ	শৈশব	অধিক	অ	আধিক্য
গুরু	,,	গৌরব	সখি	,,	সখ্য
ঋজু	,,	আর্জব	বণিজ্	,,	বাণিজ্য
শীত	য	শৈত্য	সেনাপতি	,,	সৈনাপত্য
জড়	,,	জাড্য	স্থির	তা-ত্ব	স্থিরতা, স্থিরত্ব
ধীর	,,	ধৈর্য্য	মৃদু	,,	মৃদুতা, মৃদুত্ব
মধুর	,,	মাধুর্য্য	দুষ্ট	,,	দুষ্টতা, দুষ্টত্ব
			পাচক	,,	পাচকতা, পাচকত্ব

১৮৫। গুণবাচক শব্দের উত্তর ভাব অর্থে ইমন প্রত্যয়ও হইয়া থাকে।

১৮৬। ইমন্, ইষ্ঠ ও ঈয়স্ প্রত্যয় হইলে অন্ত্য উবর্ণের লোপ হয়। যথা, রক্তিমা, নীলিমা, লঘিমা, মধুরিমা, উষ্ণিমা, অণিমা।

১৮৭। বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে, তম ও ইষ্ঠ প্রত্যয় হয়। যথা, লঘুতম, লঘিষ্ঠ, অল্পতম, অল্পিষ্ঠ।

১৮৮। দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে, তর ও ঈয়স্ প্রত্যয় হয়। যথা, সাধুতর, সাধীয়ান ; মন্দতর মন্দীয়ান।

নিম্নলিখিত পদ গুলি নিপাতনে সিদ্ধ।

শব্দ	প্রত্যয়	সাধিতপদ।
মহৎ	ইমান্, ইষ্ঠ, ঈয়স্	মহিমা, মহিষ্ঠ, মহীয়ান
প্রিয়	ঈয়স্	প্রেয়ান্ (স্ত্রীলিঙ্গে প্রেয়সী)
গুরু	ইমন্ প্রভৃতি	গরিমা, গরিষ্ঠ, গরীয়ান
দীর্ঘ	ইমন্‌প্রভৃতি	দ্রাঘিমা, দ্রাঘিষ্ঠ, দ্রাঘীয়ান্
প্রশস্য	ইষ্ঠ, ঈয়স্	শ্রেষ্ঠ, শ্রেয়ান।
বৃদ্ধ	,,	বর্ষিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, বর্ষীয়ান, জ্যায়ান।
অল্প	,,	কনিষ্ঠ, কনীয়ান।
বহু	,,	ভূয়িষ্ঠ, ভূয়ঃ।

১৮৯। বিশিষ্টার্থে শব্দের উত্তর মৎ প্রত্যয় হয়। যথা; মতিমান, শ্রীমান, ধনুষ্মান, গোমতী।

১৯০। অবর্ণান্ত ও স্পর্শবর্ণান্ত এবং অবর্ণোপধ ও মকারোপধ শব্দের উত্তর মৎ না হইয়া বৎ হয়। যথা—জ্ঞানবান, বিদ্যাবান, বিদ্যুত্বান, আত্মবান, ভাস্বান, লক্ষ্মীবান, শমীবান।

নিম্নলিখিত পদ গুলি পরিমাণার্থে বৎপ্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ।

যদ্	বৎ	যাবৎ।
তদ্	,,	তাবৎ
এতদ্	,,	এতাবৎ

কিম	বৎ	কিয়ৎ
ইদম্	,,	ইয়ৎ

১৯১। অসভাগান্ত, মায়া, মেধা, স্রজ এই সকল শব্দের উত্তর বিকল্পে বিন্ হয়। পক্ষে বৎ হয়। যথা, তেজস্বী তেজস্বান, মায়াবী মায়াবান্, মেধাবী মেধাবান।

১৯২। একের অধিক স্বর বিশিষ্ট অবর্ণান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে ইন্ হয়। পক্ষে যথাসম্ভব মৎ, বৎ বা বিন্ হয়। যথা, জ্ঞানী জ্ঞানবান, মায়ী মায়াবী ইত্যাদি।

১৯৩। বিশিষ্টার্থে ইত প্রত্যয় হয়। যথা, তারকিত, পুষ্পিত, তরঙ্গিত, উৎকণ্ঠিত, পিপাসিত, মূর্চ্ছিত, কলঙ্কিত, কর্দ্দমিত, মঞ্জরিত, ব্যাধিত, মুদ্রিত, তৃষিত, রোগিত, হর্ষিত, সুনিদ্রিত ইত্যাদি।

বিশিষ্টার্থে যথাসম্ভব শব্দের উত্তর ল, র, শ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়।

শব্দ	প্রত্যয়	পদ
শীত (১)	ল	শীতল
শ্যাম	,,	শ্যামল
পিঙ্গ	,,	পিঙ্গল
মৃদু	,,	মৃদুল

(১) অর্থাৎ শীতাদিগুণবিশিষ্ট।

শব্দ	প্রত্যয়	পদ।
মঞ্জু	ল	মঞ্জুল
কুশ	”	কুশল
মণ্ড	”	মণ্ডল
বৎস	”	বৎসল
পঙ্ক	ইল	পঙ্কিল
পিচ্ছা	”	পিচ্ছিল
ফেন	”	ফেনিল
ঊষ	র	ঊষর
মুখ	”	মুখর
কুঞ্জ	”	কুঞ্জর
পাণ্ড	”	পাণ্ডর
নগ	”	নগর
মধু	”	মধুর
দন্ত	উর	দন্তুর
লোমন্	শ	লোমশ
রোমন্	”	রোমশ
কর্ক	”	কর্কশ
দন্ত	বল (১)	দন্তাবল
শিখা	”	শিখাবল
কৃষি	”	কৃষীবল
রজস্	”	রজস্বলা

(১) বল প্রত্যয় পরে থাকিলে শব্দের অন্তস্থিত স্বর দীর্ঘ হয়।

উজ্জর্স	বল	উজ্জর্স্বল
স্ব	আমিন্	স্বামী
মল	ইন, ঈমস	মলিন, মলীমস
বাচ্	মিন্, আট, আল	বাগ্মী (১), বাচাট, বাচাল।
কর্ম্মণ্	ঠ, য	কর্ম্মঠ, কর্ম্মণ্য।

১৯৪। উপমা বুঝাইলে বৎ প্রত্যয় হয়। বৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্রিয়ার বিশেষণীভূত অব্যয় হয়। যথা, চন্দ্রবৎ, সমুদ্রবৎ, পিতৃবৎ ইত্যাদি।

১৯৫। অবয়বার্থে তয়ট [২] প্রত্যয় হয়। যথা, দ্বিতয়, ত্রিতয়, চতুষ্টয়, পঞ্চতয়, শততয়। দ্বয়, ত্রয়, উভয় এই তিনটিপদ, যথাক্রমে দ্বি, ত্রি, উভ শব্দের উত্তর তয়প্রত্যয় হইলে, নিপাতনে সিদ্ধ।

১৯৬। দশান্ত সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর পূরণার্থে অট [২] হয়। অট প্রত্যয় পরে অন্ত্যস্বর ও তদাদি বর্ণের লোপ হয় এবং বিংশতি শব্দের তির লোপ হয়। যথা, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ।

---

(১) এস্থানে বাচ্ শব্দের চ স্থানে ক হইয়াছে।

(২) তয়ট প্রভৃতি প্রত্যয়ের ট কার্য্যকালে থাকেনা; ইহার ফল স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয়। যথা; দ্বয়ী, দ্বিতয়ী, একাদশী, শততমী, দৃষ্টচরী ইত্যাদি।

১৯৭। বিংশতি প্রভৃতি শব্দের উত্তর অট্ ও তমট [২] হয়। যথা, বিংশ বিংশতিতম, একবিংশ একবিংশতিতম, ত্রিংশ ত্রিংশত্তম, চত্বারিংশ চত্বারিংশত্তম, পঞ্চাশ পঞ্চাশত্তম।

১৯৮। ষষ্টি ও তদধিক সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর কেবল তমট্ হয়। যথা, ষষ্টিতম, সপ্ততিতম, অশীতিতম, নবতিতম, শততম, সহস্রতম।

১৯৯। কিন্তু ষষ্টি, সপ্ততি, অশীতি ও নবতি শব্দ অন্য সংখ্যাবাচক শব্দের পরবর্ত্তী হইলে, অট ও তমট উভয়প্রত্যয়ই হইয়া থাকে। যথা, একষষ্ট একষষ্টিতম।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা তুরীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম [১] এই কতিপয় পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

২০০। প্রকারার্থে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর ধা, এবং সর্ব্বনাম শব্দের (২) উত্তর থা হয়। যথা, ধা—একধা, বহুধা, শতধা ; থা—সর্ব্বথা, উভয়থা, অন্যথা ইত্যাদি।

---

(১) স্ত্রীলিঙ্গে চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী হয়।

(২) দ্বি, যুষ্মদ্ অস্মদ্ ভিন্ন।

২০১। স্বরূপ ও ব্যাপ্তি বুঝাইতে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। যথা, স্বরূপ—স্বর্ণময়, দারুময়, মঙ্গলময়। ব্যাপ্তি—জলময়, তৈলময়, ধূমময়, রোমময়।

২০২। ভূতপূর্ব্ব অর্থে চরট্ হয়। যথা, দৃষ্টচর, অধীতচর।

স্বার্থে বা ক্ষুদ্রার্থে যথাসম্ভব ক ও ইক প্রত্যয় হয়। ক প্রত্যয় পরে শব্দের অন্তস্থিত স্বর হ্রস্ব হয়।

শব্দ	প্রত্যয়	পদ।
পুত্র	ক	পুত্রক
বাল	,,	বালক
কন্যা	,,	কন্যকা
তারা	,,	তারকা
বালা	ইক	বালিকা
তরলা	,,	তরলিকা
লতা	,,	লতিকা
নিপুণা	,,	নিপুণিকা
চতুরা	,,	চতুরিকা
চপলা	,,	চপলিকা
গোধা	,,	গোধিকা
মালবী	,,	মালবিকা
সাগরী	,,	সাগরিকা
চণ্ডী	,,	চণ্ডিকা
মাধবী	,,	মাধবিকা

শব্দ	প্রত্যয়	পদ।
শেফালী	ইক	শেফালিকা
মৃণালী	,,	মৃণালিকা
যূথী	,,	যূথিকা
বদরী	,,	বদরিকা
দূতী	,,	দূতিকা
শারী	,,	শারিকা

২০৩। সপ্তমী বিভক্তি স্থানে তস্ হয়। যথা, প্রথমে প্রথমতঃ, অন্তে অন্ততঃ, পরে পরতঃ।

২০৪। সর্ব্বনাম (১) শব্দের সপ্তমীতে [২] ত্র প্রত্যয় হয়। যথা, সর্ব্বত্র, অন্যত্র, উভত্র, একত্র, পরত্র।

২০৫। কালার্থে সর্ব্ব, এক প্রভৃতি শব্দের উত্তর সপ্তমীতে দা হয়। যথা, সর্ব্বদা একদা।

২০৬। কালবাচী অব্যয় ও ঊর্দ্ধাদি শব্দের উত্তর ভাবার্থে তনট্ হয়। যথা, কালবাচী অব্যয়—অদ্যতন, সায়ন্তন, পুরাতন। ঊর্দ্ধাদি—ঊর্দ্ধতন, অধস্তন প্রাক্তন, পূর্ব্বতন।

---

(১) দ্বি, যুষ্মদ্ অস্মদ্ ভিন্ন।

(২) কিম্ যদ্, তদ্, এ এবং ও এই কয়েক সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর থা করিয়া কোথা, যথা, তথা, হেথা এবং হোথা এই কয়েক পদ যথাক্রমে নিপাতনে সিদ্ধ হয়। ইহারা স্থানবাচী হয়। কিন্তু যথা এবং তথা স্থান ও প্রকার উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়।

২০৭। আদি ও মধ্য এবং অগ্র ও অন্ত, ইহাদের উত্তর ক্রমে ভাবার্থে ম এবং ইম হয়। যথা, আদিম, মধ্যম; অগ্রিম, অন্তিম।

২০৮। পশ্চাৎ, দক্ষিণ, অমা ও ত্রপ্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর বিদ্যমান অর্থে ত্য হয়। ত্য প্রত্যয় পরে পশ্চাৎ ও দক্ষিণ শব্দ স্থানে ক্রমে পাশ্চা ও দাক্ষিণা আদেশ হয়। যথা, পাশ্চাত্য, দাক্ষিণাত্য, অমাত্য, অত্রত্য, তত্রত্য।

২০৯। পরিণাম ও প্রদান বুঝাইতে সাৎ প্রত্যয় হয়। যথা, পরিণাম—জলসাৎ, অগ্নিসাৎ, ভূমিসাৎ। প্রদান—রাজসাৎ, ব্রাহ্মণসাৎ।

নিম্নলিখিত পদ গুলি নিপাতনে সিদ্ধ।

শব্দ	প্রত্যয়	পদ।
হিরণ্য	ময়	হিরণ্ময়।
এতদ্	ত্র, তস্	অত্র, অতঃ।
তদ্	ত্র, দা, দানীং	তত্র, তদা, তদানীং
কিম্	ত্র, থা,	ক্বচিৎ, কথঞ্চিৎ (১)
ইদম্	হ, দানীং থা	ইহ বা অধুনা, ইদানীং, ইত্থং
সমান-অহন্	য	সদ্য
ইদম্-অহন্	য	অদ্য

(১) চিৎ ও চন প্রত্যয়ের কোন বিশেষ অর্থ নাই। যথা, ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ, কথঞ্চিৎ, অকিঞ্চন।

শব্দ	প্রত্যয়	পদ।
অপর	অস্তাৎ	পশ্চাৎ
ঊর্দ্ধ	ই	উপরি
পূর্ব্ব	অস্	পুরঃ
অধর	,,	অধঃ
পশ্চাৎ	ইম	পশ্চিম
চির	তন	চিরন্তন
সর্ব্ব	দা	সদা

বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয়।

শব্দ।	প্রত্যয়।	পদ।	অর্থ।
বামন	আই	বামনাই	ভাব অর্থে।
ভাল	,,	ভালাই	ঐ
বড়	,,	বড়াই	ঐ
শক্ত	,,	শক্তাই	ঐ
পোক্ত	,,	পোক্তাই	ঐ
নষ্ট	,,	নষ্টাই	ঐ
বোকা	আমি বা মি	বোকামি	ঐ
ভাঁড়	,,	ভাঁড়ামি	ঐ
পাগল	,,	পাগলামি	ঐ
নষ্ট	,,	নষ্টামি	ঐ

শব্দ।	প্রত্যয়।	পদ।	অর্থ।
দুষ্ট	আমি বা মি	দুষ্টামি	ভাব অর্থে।
গাধা	,,	গাধামি	
ছেলে	,,	ছেলেমি	ঐ
ফচ্‌কে	,,	ফচ্‌কেমি	
শঠ	,,	শঠামি	
ঘটক	আলি	ঘটকালি	
ঠাকুর	,,	ঠাকুরালি	ঐ
নাগর	,,	নাগরালি	
চতুর	,,	চতুরালি	
মুহুরি	গিরি	মুহুরিগিরি	
কেরাণি	,,	কেরাণিগিরি	ঐ
মুটে	,,	মুটেগিরি	
দপ্তরি	,,	দপ্তরিগিরি	
বজ্জাত	ঈ	বজ্জাতী	
মজুরি	,,	মজুরী	
গবর্ণর	,,	গবর্ণরী	ঐ
নবাব	,,	নবাবী	
হাকিম	,,	হাকিমী	
সওদাগর	,,	সওদাগরী	

শব্দ।	প্রত্যয়।	পদ।	অর্থ।
নাজির	ঈ	নাজিরী	ভাব অর্থে।
ডাক্তার	,,	ডাক্তারী	ঐ
মাষ্টার	,,	মাষ্টারী	
ধূর্ত্ত	পণা	ধূর্ত্তপণা	ঐ
গুণ	,,	গুণপণা	
হিন্দু	আনি	হিঁদুআনী	
বিবী	আনা	বিবীআনা	ঐ
সাহেব	,,	সাহেবআনা	
ঠ্যাঙ্গা	ড়ে	ঠ্যাঙ্গাড়ে	পটু অর্থে।
মজা	,,	মজাড়ে	
ভাত	উড়ে	ভাতুড়ে	
সাপ	,,	সাপুড়ে	ঐ
হাত	,,	হাতুড়ে	
ভূত	,,	ভূতুড়ে	
ঘাস	,,	ঘাস্তুড়ে	
মজুম	দার	মজুমদার	অধীকারী-অর্থে।
থানা	,,	থানাদার	
চোপ	,,	চোপদার	

শব্দ।	প্রত্যয়।	পদ।	অর্থ।
বোকা	পানা	বোকাপানা	মত অর্থে।
লম্বা	,,	লম্বাপানা	
হোঁকাটে	,,	হোঁকাটেপানা	
রোগা	,,	রোগাপানা	
হিন্দুস্থান	ঈ	হিন্দুস্থানী	তৎসম্বন্ধীয় অর্থে
তৈলঙ্গ	,,	তৈলঙ্গী	
পঞ্জাব	,,	পঞ্জাবী	
বিলাত	,,	বিলাতী	
মুলতান	,,	মুলতানী	
মাড়োয়ার	,,	মাড়োয়ারী	
গুজরাট	,,	গুজরাটী	
সহর	এ	সহরে	সম্ভূত, বা পটু অর্থে।
শান্তিপুর	,,	শান্তিপুরে	
ফলার	,,	ফলারে	
মগুলঘাট	,,	মগুলঘেটে	
পাড়াগাঁ	,,	পাড়াগেঁয়ে	
কালীঘাট (ক)	,,	কালীঘেটে	

(ক) এ এবং ও প্রত্যয় হইলে শব্দের উপান্তস্থ আ।কার স্থানে প্রায়ই একার হয়।

ঢাকা	আই	ঢাকাই	সম্ভূত অর্থে।
মগ	,,	মগাই	
তেজ	আল	তেজাল	যুক্ত অর্থে।
ধার	,,	ধারাল	
ঘোর	,,	ঘোরাল	
জমক	,,	জমকাল	
মাথা	,,	মাথাল	
আঁট	,,	আঁটাল	
চোট	,,	চোটাল	
ছেয়া	,,	ছেয়াল	
সাঁস	,,	সাঁসাল	
বোকা	টে	বোকাটে	ঈষৎ অর্থে।
রোগা	,,	রোগাটে	
হোঁকা	,,	হোঁকাটে	
পাকা	,,	পাকাটে	
গাচ (ক)	ও	গেচো	পটু বা বিশিষ্ট অর্থে।
জল	,,	জলো	
দল	,,	দলো	
মাচ	,,	মেচো	
ডাক	ও	ডেকো	পটু অর্থে।
হাঁক	,,	হেঁকো	

পাঁচ (১)	ই	পাঁচই	পূরণার্থে
ছয়	,,	ছয়ই	ঐ
সাত	,,	সাতই	
উনিশ	এ	উনিশে	ঐ
বিশ	,,	বিশে	
শত	করা	শতকরা	বীপ্সা অর্থে।
পণ	,,	পণকরা	ঐ
মোন	,,	মনকরা	
সের	,,	সেরকরা	
চাল ইত্যাদি	ওয়ালা	চালওয়ালা,	আজীবন অর্থে।
	,,	চুনওয়ালা,	
	,,	মাচওয়ালা	
বলন ইত্যাদি	,,	বল্‌নেওয়ালা	সমর্থ অর্থে।
	,,	দেখনেওয়ালা	
		দেনেওয়ালা	
	,,	খানেওয়ালা	
	,,	লেখনেওয়ালা	
	,,	পড়নেওয়ালা (২)	

(১) আঠার পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর ই হয়; তৎপরে এ হয়।

(২) সমর্থ অর্থে ওয়ালা প্রত্যয় হইলে, অনভাগান্ত শব্দের উত্তর একার আগম হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধাতু প্রকরণ।

২১০। যাহার অর্থ ক্রিয়া তাহাকে ধাতু বলে। হওয়া, থাকা, করা, বলা প্রভৃতি ক্রিয়া।

২১১। ধাতু দুই প্রকার, সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক। যে সকল ধাতুর কর্ম্ম আছে, তাহাদিগকে সকর্ম্মক ধাতু কহে। যথা, দেখ্, লও, ধর্ ইত্যাদি। কতকগুলি ধাতুর দুইটি কর্ম্ম হইতে পারে, তাহাদিগকে দ্বিকর্ম্মক ধাতু বলে। ণ্যন্ত সকর্ম্মক ধাতু, জিজ্ঞাসার্থ, কথনার্থ, লিখনার্থ, দানার্থ ও জ্ঞানার্থ ধাতু দ্বিকর্ম্মক। যে সকল ধাতুর কর্ম্ম নাই, তাহাদিগকে অকর্ম্মক ধাতু বলে।

হওয়া, যাওয়া, থাকা, জাগা, কাঁপা, বাঁচা, নাচা, খেলা, মরা, পড়া, বাড়া, হাসা, বসা, ঘুমান প্রভৃতি অর্থে ধাতু অকর্ম্মক হয়।

২১২। কর্ম্ম উহ্য থাকিলে সকর্ম্মকধাতু অকর্ম্মক রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা ; চোখে দেখে, কাণে শুনে।

উপসর্গ যোগে সকর্ম্মকধাতু অকর্ম্মক হয় এবং অকর্ম্মক ধাতু সকর্ম্মক হয়। যথা,

সকর্ম্মক	অর্থ	উপসর্গ	অকর্ম্মক	অর্থ।
ক্ষিপ	ফেলা	আ	আক্ষেপ	দুঃখ করা।
হৃ	হরণ করা	বি	বিহার	ভ্রমণ করা।
হন্	বধ করা	বি, আ	ব্যাঘাত	বিঘ্ন করা।
গম	যাওয়া	সম্	সঙ্গম	সঙ্গম করা।
ভূ	হওয়া	অনু	অনুভব	অনুমান করা।
পদ	যাওয়া	সম্ নির্	সম্পন্ন,নিষ্পন্ন	কৃত, সাধিত।
লম্ব	নোওয়া	অব	অবলম্বন	আশ্রয় করা।

২১৩। ধাতুর অর্থ ও কর্ম্মপদের অর্থ একরূপ হইলে অকর্ম্মক ধাতু সকর্ম্মক হয়। যথা, " হাসিয়া কৌমুদীহাস, " " মায়াকান্না কাদিয়া " ইত্যাদি। কিন্তু ঈদৃশ পদ পদ্যেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

২১৪। ব্যুৎপত্তি অনুসারে ধাতু আরও পাঁচ প্রকার। যথা, প্রাকৃত ধাতু, সংস্কৃত ধাতু, সংস্কৃত-মূলক ধাতু, নামধাতু ও বিমিশ্র ধাতু। যে সকল ধাতু এ প্রদেশের আদিম ভাষা হইতে অথবা পারস্য আরব্য প্রভৃতি বিজাতীয় ভাষা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রাকৃত ধাতু বলা যায়; যে সকল ধাতু সংস্কৃত ভাষা হইতে অবিকল প্রচলিত হইয়াছে তাহাদিগকে সংস্কৃতধাতু বলে; যাহারা সংস্কৃত ধাতুর অপভ্রংশ, তাহারা সংস্কৃত-মূলক ধাতু; যাহারা নাম অর্থাৎ সংজ্ঞা হইতে

সাধিত তাহারা নামধাতু ; এবং ক্রিয়াবাচক শব্দের সহিত কর্ ধাতু মিলিত হইয়া যে সকল ধাতু নিষ্পন্ন হয়, তাহাদিগকে বিমিশ্র ধাতু বলা যায়। নামধাতু লিধুপ্রকরণে উল্লিখিত হইবেক; সম্প্রতি অন্য চারি প্রকার ধাতু প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রাকৃত ধাতু।

আঁটিয়া	চুলকাইয়া	ঢাকিয়া	লুষিয়া
গছিয়া	ছড়াইয়া	তিতিয়া	বেচিয়া
কুলাইয়া	ছাপিয়া	থামিয়া	সুঁকিয়া
খাটিয়া	টুঁটিয়া	দাগিয়া	মেটাইয়া
চাপিয়া	ঠেলিয়া	দৌড়িয়া	চুকিয়া
জমিয়া	ডাকিয়া	নিকলিয়া	ধুঁকিয়া

সংস্কৃত ধাতু।

অর্জিয়া	ঘটিয়া	তুলিয়া	
অর্চিয়া	চরিয়া	তুষিয়া	ধরিয়া
আসিয়া	চলিয়া	ত্যজিয়া	নিন্দিয়া
আরাধিয়া	চুম্বিয়া	দণ্ডিয়া	পচিয়া
ক্ষমিয়া	চূষিয়া	দংশিয়া	পিষিয়া
কুপিয়া	ছলিয়া	দলিয়া	পুষিয়া
খেলিয়া	জপিয়া	দহিয়া	পূজিয়া
গণিয়া	জিজ্ঞাসিয়া	দুলিয়া	ফলিয়া
গর্জ্জিয়া	জ্বলিয়া	দূষিয়া	বন্দিয়া
গলিয়া	টলিয়া	দুহিয়া	বাঞ্ছিয়া

বৰ্জ্জিয়া	মিলিয়া	রুচিয়া	শাসিয়া
বঞ্চিয়া	মানিয়া	রুধিয়া	শুধিয়া
বসিয়া	মুচিয়া	রুষিয়া	শুষিয়া
বহিয়া	মুদিয়া	রচিয়া	শমিয়া
বিরাজিয়া	যজিয়া	রঞ্জিয়া	সহিয়া
বেষ্টিয়া	যাইয়া	লঙ্ঘিয়া	সৃজিয়া
বধিয়া	যাচিয়া	লভিয়া	সেবিয়া
ভজিয়া	রসিয়া	লিখিয়া	সমর্পিয়া
ভৎর্সিয়া	রহিয়া	লুণ্ঠিয়া	হিংসিয়া

সংস্কৃতমূলক ধাতু।

অস—আছ	মিশ্র—মিশিয়া
অঙ্ক—আঁকিয়া	যুধ—যুঝিয়া
অর্জ্জ—আর্জ্জিয়া	রক্ষ—রাখিয়া
অর্হ—অর্শিয়া	রুহ—রুইয়া
প্রাপ—পাইয়া	বচ—বলিয়া
কথ—কহিয়া	প্রবিশ—পশিয়া
কম্প—কাঁপিয়া	বে—বুনিয়া
কৃৎ—কাটিয়া	বেষ্ট—বেড়িয়া
ক্রন্দ—কাঁদিয়া	ব্যধ—বিঁধিয়া
ক্রী—কিনিয়া	বণ্ট—বাঁটিয়া
গঠ—গড়িয়া	বন্ধ—বান্ধিয়া বা বাঁধিয়া
ঘূর্ণ—ঘুরিয়া	শপ—শাঁপিয়া
ঘৃষ—ঘষিয়া	শী—শুয়িয়া

চর্ব্ব—চিবিয়া	স্ফুট—ফুটিয়া
ছিন্দ—ছিঁড়িয়া	সমর্পি—সঁপিয়া
দৃশ—দেখিয়া	হন—হানিয়া
নৃৎ—নাচিয়া	খাদ—খাইয়া
পঠ—পড়িয়া	চিত—চেতিয়া
পৎ—পড়িয়া	ছদ—ছাইয়া
পা—পিয়া	জি—জিনিয়া
বুধ—বুঝিয়া	উড্ডী—উড়িয়া
ভ্রস্জ—ভাজিয়া	দা—দিয়া
বাদ—বাজিয়া	আনী—আনিয়া
মন্থ—মথিয়া	শিক্ষ—শিখিয়া
মস্জ—মজিয়া	স্থা—থাকিয়া
শ্রু—শুনিয়া	উত্থা—উঠিয়া
স্পর্শ—পর্শিয়া	ভঞ্জ—ভাঙ্গিয়া

(১) বিমিশ্র ধাতু।

অবজ্ঞা করা	কামনা করা	ঘৃণা করা	ধার করা
আশা করা	গমন করা	চাস করা	চুপ করা
ইচ্ছা করা	খেলা করা	ধূম করা	কর্জ্জ করা (২)
উদ্ধার করা	গর্ব্ব করা	পাশ করা	

(১) বিমিশ্র ধাতু স্থলে কর্ ধাতুর প্রয়োগ ক্রিয়াবোধক শব্দের পরেই হইয়া থাকে। কিন্তু পদ্যে কখন কখন এই নিয়মের বিপরীত দেখা যায়। যথা, করিলা গমন।

(২) বাধ্যকরা, দায়ীকরা, জব্দকরা, নষ্টকরা, প্রভৃতিকে বিমিশ্র ধাতু না বলিয়া, ঈদৃশস্থলে কর ধাতুকে শুদ্ধ ধাতু বলা এবং বাধ্য প্রভৃতি শব্দকে কর্ম্মের বিশেষণরূপে বিবেচনা করাই উচিত।

প্রথম তিন শ্রেণির মধ্যে এমন অনেক ধাতু আছে যাহারা সকল কালে ও সকল অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কিতকগুলি ধাতু কেবল পদ্যেই প্রযুক্ত হয়। যথা, যুঝিয়া, হানিয়া, তিতিয়া, নিকলিয়া, পশিয়া, ক্ষমিয়া, কুপিয়া ইত্যাদি।

২১৫। ক্রিয়া দুই প্রকার, সমাপিকা ও অসমাপিকা। যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যার্থ সমাপ্ত হয়, তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যথা, তিনি শুনিলেন; আমি তাঁহাকে বলিলাম।

২১৬। যে ক্রিয়া পদান্তরের সহিত অন্বিত না হইয়া আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে পারে না, তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যথা, তথা গিয়া, বৃষ্টি হইলে, ভোজন করিতে।

২১৭। ধাতুর উত্তর তিন প্রকার প্রত্যয় বিহিত হয়; আখ্যাতিক প্রত্যয়, ণাদি প্রত্যয়, ও কৃৎ প্রত্যয়।

২১৮। এ, অ, ই, ইল, ইলে, ইলাম, ইবেক, ইবে, ইব, এই নয় বিভক্তিকে আখ্যাতিক বিভক্তি বলে। (১)

---

(১) আদর অর্থে তৃতীয় পুরুষের বিভক্তির উত্তর বর্ত্তমান, ভূতসম্বন্ধ-বর্ত্তমান, ভবিষৎ ও সংশয়িতাতীত কালে ন, অতীত কালে এন এবং অনুজ্ঞায় উন হয়। যথা; বর্ত্তমান &—তিনি করেন, করিতেছেন, করিয়াছেন, তিনি করিবেন, করিয়া থাকিবেন; অতীত—তিনি করিলেন, করিয়াছিলেন, করিতেন; অনুজ্ঞা—তিনি করুন।

আখ্যাতিক প্রত্যয় ক্রিয়াগত পুরুষ, কাল ও বাচ্য প্রকাশ করে; কিন্তু উভয় বচনেই একরূপ।

২১৯। কাল প্রধানতঃ তিন প্রকার, বর্ত্তমান অতীত ও ভবিষ্যৎ। তদ্ভিন্ন কালগত বৈলক্ষণ্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে কাল আরও তিন প্রকার হয়। যথা, ভূতসম্বদ্ধ বর্ত্তমান, অতীতচর ও সংশয়িতাতীত। পরন্তু, ক্রিয়ারূপ ও ছয় প্রকার; স্বার্থ, অভ্যাস, নিরবচ্ছেদ, যোগ্যতা, অবিনাভাব, অনুজ্ঞা এই ছয় অর্থে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ারূপ হইয়া ক্রিয়াগত বৈলক্ষণ্য প্রকাশ করে।

স্বার্থ	অভ্যাস	নিরবচ্ছেদ।
বর্ত্তমান	বর্ত্তমান	বর্ত্তমান
আমি করিতেছি	আমি করি বা করিয়া থাকি।	আমি করিতে থাকি।
ভূতসম্বদ্ধ বর্ত্তমান	০	ভূতসম্বদ্ধ বর্ত্তমান।
আমি করিয়াছি		আমি করিয়া আসিতেছি
অতীত		অতীত
আমি করিলাম	০	আমি করিতে লাগিলাম, করিতে থাকিলাম, চলিলাম বা রহিলাম।

অনাদর অর্থে অনুজ্ঞায় তৃতীয় পুরুষের বিভক্তির স্থানে উক আদেশ হয়। যথা; সে করুক।

অতীতচর	অতীতচর	অতীতচর
আমি করিয়াছিলাম।	আমি করিতাম।	আমি করিতেছিলাম, বা করিতে থাকিতাম।
সংশয়িতাতীত	০	০
আমি করিয়া থাকিব	০	০
ভবিষ্যৎ		ভবিষ্যৎ।
আমি করিব।	০	আমি করিতে থাকিব।

অনাদর অর্থে দ্বিতীয় পুরুষের বিভক্তির উত্তর অতীত, অতীতচর ও ভবিষ্যৎ কালে ই এবং অন্যত্র ইস্‌, আগম হয়। যথা; অতীত—তুই করিলি, করিয়াছিলি, করিবি; অন্যত্র—করিস্‌, করিতেছিস্‌, করিয়াছিস্‌, করিতিস।

অনাদর অর্থে দ্বিতীয় পুরুষে অনুজ্ঞার বিভক্তির লোপ হয় এবং ধাতুর অন্তস্থ ওকারেরও লোপ হয়। যথ; তুই কর, তুই দে।

পদ্যে ইল, ইলেন, ও ইলে স্থানে বিকল্পে ইলা আদেশ হয়। যথা, তুমি তাহা আজ্ঞাদিলা আপনি যেমন"। "আজ্ঞাদিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর'। ইলাম স্থানে ইনু হয়। যথা, "হায় কেন মাটী খেয়ে এখানে ছিনু। না খাইনু না ছুঁইনু বিপাকে মরিনু,।

অভ্যাস, যোগ্যতা ও অবিনাভাব অর্থে ইলাম বিভক্তির পরিবর্ত্তে ইতাম হয়।

ইবেক এই বিভক্তির ক প্রয়োগকালে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে না।
পদ্যে হসন্তধাতুর অভ্যাসার্থক বর্ত্তমানকালের তৃতীয় পুরুষের বিভক্তির স্থানে বিকল্পে অয়ে আদেশ হয়। যথা, করে বা করয়ে, হাসে বা হাসয়ে, ডাকে বা ডাকয়ে।

হসন্তধাতুর অনুজ্ঞার বর্ত্তমান কালে দ্বিতীয় পুরুষের ক্রিয়ার উত্তর বিকল্পে হকার আগম হয়। যথা, কর বা করহ, হাস বা হাসহ, ডাক বা ডাকহ।

যোগ্যতা।	অবিনাভাব (১)	অনুজ্ঞা।
বর্ত্তমান	বর্ত্তমান	বর্ত্তমান
আমি করিতে পারি বা পারিতেছি।	যদি আমি করি,	কর বা তুমি কর। সে করুক, তিনি করুন।
ভূতসম্বন্ধ বর্ত্তমান।	ভূতসম্বন্ধ বর্ত্তমান।	
আমি করিতে পারিয়াছি।	যদি আমি করিয়াছি, বা করিয়া থাকি।	০
অতীত।	অতীত।	
আমি করিতে পারিলাম।	যদি আমি করিলাম।	০
অতীতচর।	অতীতচর।	
আমি করিতে পারিতাম, বা পারিয়াছিলাম।	যদি আমি করিতাম।	
সংশয়িতাতীত।	সংশয়িতাতীত।	
আমি করিতে পারিয়া থাকিব।	যদি আমি করিয়া থাকিব।	
ভবিষ্যৎ	ভবিষ্যৎ	ভবিষ্যৎ
আমি করিতে পারিব।	যদি আমি করিব।	তুমি করও।

ক্রিয়া উপরি দর্শিত ষড়্বিধ রূপ সমালোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ধাতুরূপ দুই প্রকার, শুদ্ধ ও মিশ্র।

(১) ক্রিয়াপদের পরে ত এই অব্যয় শব্দ প্রয়োগ করিলেও অবিনাভাবের প্রতীতি হয়। যথা, করিত, করিয়াছি ত, করিলামত ইত্যাদি।

যে স্থলে মূলধাতু স্বয়ং বিভক্তিযুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে শুদ্ধ ধাতুরূপ বলে। স্বার্থে অতীত ও ভবিষ্যৎ, অভ্যাসার্থে অতীতচর; অবিনাভাবার্থে বর্ত্তমান, অতীত, অতীচর, ও ভবিষ্যৎ এবং অনুজ্ঞার্থে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, শুদ্ধ ধাতুরূপের উদাহরণ। যে স্থলে কোন এক সহকারী ধাতু বিভক্তিযুক্ত হইয়া মূলধাতু হইতে নিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়া কালগত বৈলক্ষণ্য বা ক্রিয়াগত অর্থভেদ প্রকাশ করে, তাহাকে মিশ্রধাতুরূপ বলে। উল্লিখিত স্থল ভিন্ন সর্ব্বত্র মিশ্রধাতুরূপ। কেবল অভ্যাসার্থক বর্ত্তমানে উভয়বিধ ধাতুরূপ হইতে পারে।

অতএব আছ (১), থাক, চল, রহ, আস, লাগ, পার (২) এই কয়েক ধাতুকে সহকারী ধাতু বলা যায়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ধাতু সহকারী ধাতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যথা; উঠ, বস, ফেল, পড়, চুক, দেও, যাও, পাও, হও লও, [৩] ইত্যাদি।—

(১) সহকারীরূপে প্রয়োগকালে সর্ব্বত্র আছধাতুর আকারের লোপ হয়।

(২) এই সকল ধাতু মূলধাতু রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা; তিনি এখানে আছেন, তিনি কলিকাতায় থাকেন, ঘোড়া চলে না, সেখানে কেহ রহিবে না, ইহাতে বিস্তর পরিশ্রম লাগে, আমি তাহার জোরে পারি না।

আছ ধাতু কেবল বর্ত্তমান ও অতীতকালে স্বতন্ত্ররূপে প্রযুক্ত হয়। বর্ত্তমান—আছে, আছ, আছি। অতীত—ছিল, ছিলে ও ছিলাম। পদ্যে অতীত কালে আছিল, আছিলে, আছিলাম, এই তিন পদেরও প্রয়োগ দেখা যায়।

(৩) উঠধাতু—উত্তেজিত হওয়া বা বাধা অতিক্রম করা বুঝায়। যথা, তিনি ক্রুদ্ধ হুইয়া উঠিলেন; সমাধা করিয়া উঠিলেন।

ধাতুরূপ কালে নানা প্রক্রিয়া হইয়া থাকে, তৎসমস্ত বর্ণন করা বাহুল্য। কেবল দিঙ্ মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

২২০। ধাতু দুই প্রকার, হসন্ত ও ওকারান্ত। হসন্ত ধাতুর রূপ কর্ ধাতুর ন্যায়। ওকারান্ত ধাতুর রূপ প্রায় নিম্নে লিখিত প্রণালী অনুসারে হইয়া থাকে। যথা—

হও ধাতু।

	বর্ত্তমান।	ভূতসম্বন্ধ বর্ত্তমান।	অতীত।
১ম পুরুষ।	আমি হই	হইয়াছি	হইলাম।

বস ধাতু—বিবেচনা না করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান বুঝায়। যথা, তিনি বিনাদোষে তিরস্কার করিয়া বসিলেন।

ফেল ধাতু—বাধা না মানা অথবা নিঃশেষরূপে সম্পাদন। যথা বলিয়া ফেলিলেন, দেখিয়া ফেলিলেন, করিয়া ফেলিলেন, মারিয়া ফেলিলেন।

চুক ধাতু—ক্রিয়ার নিঃশেষরূপে সম্পাদন বুঝায়। যথা, আমি সব দিয়া চুকিয়াছি।

পড় ধাতু—আয়ত্তীকৃত হওয়া। যথা; ঘুমিয়া পড়িল, ধরা পড়িল, মারা পড়িল।

দেও ধাতু—অনুমতি বা আনুকূল্য করা। যথা, পড়িতে দিলেন পুস্তক দেখিয়া দিলেন, কর্ম্ম করিয়া দিলেন।

পাও ধাতু—অনিয়ন্ত্রণা, সৌকর্য্য বা যোগ্যতা। যথা, পড়িতে পাই না; চোখে দেখিতে পাই।

যাও ধাতু—শক্যতা, সুকরতা। যথা, তাহাকে ধরা যায়; পুস্তক পড়া গেল না।

হও ধাতু—বাধ্য হওয়া বা ঔচিত্য। যথা, করিতে হইবে, বলিতে হয়, দেখিতে নাই।

লও ধাতু—অন্যদীয় সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক কোন কার্য্য সমাধা করা। যথা, চিঠী পড়াইয়া লইলেন; এ কথা বলাইয়া লইলেন।

২য় পুরুষ। তুমি	হও	হইয়াছ	হইলে।
৩য় পুরুষ। সে	হয়	হইয়াছে	হইল।

	অতীতচর।	সংশয়িতাতীত।	ভবিষ্যৎ।
১ম পুরুষ।	হইয়াছিলাম	হইয়া থাকিব	হইব।
২য় পুরুষ।	হইয়াছিলে	হইয়া থাকিবে	হইবে।
৩য় পুরুষ।	হইয়াছিল	হইয়া থাকিবেক	হইবেক।

অনুজ্ঞা।

বর্ত্তমান।	ভবিষ্যৎ।
হও	হইও।

যদি ওকারান্ত ধাতুর উপান্তেও ওকার থাকে, তাহা হইলে এই প্রকার রূপ হইবে। যথা—

শোও ধাতু।

	বর্ত্তমান।	ভূতসম্বন্ধ বর্ত্তমান।	অতীত।
১ম পুরুষ।	শুই	শুয়িয়াছি	শুয়িলাম।
২য় পুরুষ।	শোও	শুয়িয়াছ	শুয়িলে।
৩য় পুরুষ।	শোয়	শুয়িয়াছে	শুয়িল।

	অতীতচর।	সংশয়িতাতীত।	ভবিষ্যৎ।
১ম পুরুষ।	শুয়িয়াছিলাম	শুয়িয়া থাকিব	শুয়িব।
২য় পুরুষ।	শুয়িয়াছিলে	শুয়িয়া থাকিবে	শুয়িবে।
৩য় পুরুষ।	শুয়িয়াছিল	শুয়িয়া থাকিবেক	শুয়িবেক।

অনুজ্ঞা।

বর্ত্তমান।	ভবিষ্যৎ।
শোও	শুয়িও।

যদি ওকারান্ত ধাতুর উপান্তে একার থাকে, তাহা হইলে এইরূপ।

দেও ধাতু।

	বর্ত্তমান।	ভূতসম্বন্ধ বর্ত্তমান।	অতীত।
১ম পুরুষ।	দি	দিয়াছি	দিলাম।
২য় পুরুষ।	দেও	দিয়াছ	দিলে।
৩য় পুরুষ।	দেয়	দিয়াছে	দিল।
	অতীতচর।	সংশয়িতাতীত।	ভবিষ্যৎ।
১ম পুরুষ।	দিয়াছিলাম	দিয়া থাকিব	দিব।
২য় পুরুষ।	দিয়াছিলে	দিয়া থাকিবে	দিবে।
৩য় পুরুষ।	দিয়াছিল	দিয়া থাকিবেক	দিবেক।

অনুজ্ঞা।

বর্ত্তমান।	ভবিষ্যৎ।
দেও	দিও।

পূর্ব্ব প্রদর্শিত ত্রিবিধ ধাতুরূপ প্রক্রিয়াতে, অভ্যাসার্থে বর্ত্তমান, স্বার্থে ভূতসম্বন্ধবর্ত্তমান, অতীত, অতীতচর, সংশয়িতাতীত ও ভবিষ্যৎ; এবং অনুজ্ঞার্থে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কয়েক স্থলের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। অন্যত্র সুগম, বাহুল্য-ভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ক্রিয়ারূপ ষড়্বিধ এবং কালও ষড়্বিধ। সম্প্রতি উহার বিশেষ বিবেচনা হইতেছে। ক্রিয়ার্থ-মাত্রের প্রতীতি হইলে স্বার্থ বলা যায়। আছ ধাতুর বর্ত্তমান কালের পদ মূলধাতুরই তে প্রত্যয় নিষ্পন্ন ক্রিয়ার সহিত

যুক্ত হইলে, স্বার্থে বর্ত্তমানের ক্রিয়াপদ সাধিত হয়। ইহা-দ্বারা বক্তার কথনকালে ক্রিয়ার সদ্ভাব প্রকাশ পায়। যথা, শ্যাম যাইতেছে।

আছ্ ধাতুর বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াপদ মূলধাতুর ইয়া প্রত্যয়-নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদের সহিত যুক্ত হইলে ভূতসম্বন্ধবর্ত্তমানের ক্রিয়াপদ সাধিত হয়। ভূতসম্বন্ধ বর্ত্তমানের প্রয়োগে, ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু ক্রিয়াজন্য ফল অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, এরূপ অর্থ প্রতীয়মান হয়। যথা, "আমি সিন্ধুঘোটক দেখিয়াছি।" এস্থলে দর্শনক্রিয়া অতীত, কিন্তু দর্শনক্রিয়া হইতে আমার যে সিন্ধুঘোটকের অবয়বাদির জ্ঞান, তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে। "আমি বাল্যকালে জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি।" এস্থলে অধ্যয়নক্রিয়া অনেক দিন পূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু অধ্যয়ন হইতে আমার যে ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে। "দ্বৈপায়ন মুনি ভারত রচনা করিয়াছেন;" এখানে রচনারূপ ক্রিয়া তিন হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতগ্রন্থ এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। (১)

স্বার্থে অতীতক্রিয়া শুদ্ধ ধাতুরূপের উদাহরণ। ইহা দ্বারা কর্ত্তার কথনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ক্রিয়াটি সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে,

---

(১) ক্রিয়া-জন্য ফল বিদ্যমান না থাকিলে, অতীতচর ব্যবহৃত হয়। যথা, আমি সিন্ধুঘোটক দেখিয়াছিলাম, অর্থাৎ পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছুই মনে পড়ে না। আমি বাল্যকালে জ্যোতিঃ-শাস্ত্র পড়িয়াছিলাম; অর্থাৎ এখন উহা ভুলিয়াগিয়াছি। দর্পণকার, প্রভাবতী-পরিণয় নামক নাটক লিখিয়াছিলেন, অর্থাৎ সেই গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না।

এরূপ অর্থ বুঝায়। "তিনি পুস্তক দিলেন;" অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দিয়াছেন। পরন্তু কোন অতীত ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনাস্থলে, অতীত ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়। যথা, "তিনি প্রথমতঃ অত্যন্ত ভীত হইলেন, কিন্তু অবিলম্বেই সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং শত্রুর উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।" (১)

আছ্ ধাতুর অতীত ক্রিয়া মূলধাতুর ইয়াপ্রত্যয় নিষ্পন্ন পদের সহিত মিলিত হইয়া অতীতচর ক্রিয়া সাধিত হয়। ক্রিয়া সর্ব্বতোভাবে অতীত হইলে, অথবা অতীত ক্রিয়ান্তরের পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইলে, অতীতচরের প্রয়োগ হয়। যথা, "কল্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম;" "বাল্যকালে একবার কাশীধাম দেখিয়াছিলাম;" "পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন।" "সপ্তবিংশতিবৎসর বয়সের সময় হায়দারআলির প্রতিভা স্ফূর্ত্তিমতী হইল, তৎপূর্ব্বে তিনি কেবল মৃগয়া ও ইন্দ্রিয়সেবায় কালহরণ করিয়াছিলেন।"

থাক্‌ধাতুর ভবিষ্যৎ ক্রিয়া, মূলধাতুর ইয়াপ্রত্যয়নিষ্পন্ন পদের সহিত যুক্ত হইয়া সংশয়িতাতীতের ক্রিয়া সাধিত হয়। ইহাদ্বারা অতীত ক্রিয়ার নিষ্পাদন বিষয়ে বর্ত্তমানে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। যথা; "আমি গত মাঘমাসে তাহাকে দেখিয়া থাকিব,' অর্থাৎ তাহাকে দেখিয়াছি কি না তদ্বিষয়ে এখন সন্দেহ হইয়াছে।

---

(১) বক্তার কথনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বুঝাইলে অতীত কালে বর্ত্তমানের বিভক্তি হয়। কিন্তু এরূপ স্থলে প্রায়ই ক্রিয়ার বিশেষণ 'এই' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা, 'তুমি সত্বর যাও তিনি এই আসিতেছেন;' অর্থাৎ তিনি এখনি আসিলেন।

স্বার্থে ভবিষ্যৎকাল শুদ্ধ ধাতুরূপের উদাহরণ। ইহাদ্বারা ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অথবা ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বিষয়ে অনুজ্ঞা সূচিত হয়। যথা, তিনি আসিবেন; আমি যাইব। সদা সত্যকথা বলিবে; কল্য প্রত্যূষে উপস্থিত হইবে। [১]

অভ্যাসপদে পৌনঃপুন্য বা নিত্যতা। যথা, "বসন্তকালে তরুগণ নবমঞ্জরী ধারণ করিয়া থাকে;" "বালকেরা খেলা করিতে ভালবাসে;" "বিদ্যাধনের ক্ষয় নাই," "সত্য হইতে সকল ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়।"

অভ্যাসার্থে বর্ত্তমান দুই প্রকার, শুদ্ধ ও মিশ্র। শুদ্ধ বর্ত্তমানের ক্রিয়াপদ অতীত ঘটনার বর্ণনাবিষয়ে স্বার্থে বিহিত অতীতচরের পরিবর্ত্তেও বিহিত হয়। যথা, "নেপোলিয়ন অগত্যা ইংরাজদের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন; ইংরাজেরা দুর্নীতির পরতন্ত্র হইয়া, তাঁহাকে নানাপ্রকার যাতনা দেন, এবং একজন সামান্য অপরাধীর ন্যায় অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন।" [২]

---

(১) ক্রিয়ার অব্যবহিত ভাবে অনুষ্ঠান বুঝাইলে ভবিষ্যৎ কালে, অতীত ও বর্ত্তমান ক্রিয়া হয়। যথা; তোমাকে ধরিলাম বা এই ধরিলাম; তোমাকে ধরিতেছি বা এই ধরিতেছি; তোমাকে ধরি বা এই ধরি।

কালবাচক শব্দের যোগে অঙ্গীকার বা ভয়প্রদর্শন অর্থে ভবিষ্যতে বর্ত্তমান ক্রিয়া হয়। যথা, 'কল্য তোমার কাছে যাইতেছি;' 'সকলে মিলিয়া গ্রীষ্মাবকাশের সময় তোমার বাটীতে যাইতেছি;' 'এই বৎসরের মধ্যেই তাহাকে শিখাইতেছি;' 'দুইদিনের মধ্যেই তাহার বুদ্ধির দৌড় দেখিতেছি'।

(২) নাই এই শব্দের সহিত যুক্ত হইলে, স্বার্থে বিহিত ভূতসম্বন্ধ-বর্ত্তমান ও অতীতচরের পরিবর্ত্তে অভ্যাসার্থক শুদ্ধবর্ত্তমান প্রযুক্ত

অতীত ঘটনার প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতির জন্য অভ্যাসার্থক শুদ্ধ বর্ত্তমান অথবা স্বার্থে বিহিত বর্ত্তমান প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, "অনন্তর অচ্ছোদ সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলাম। গমনমাত্র আমার মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। যে দিকে নেত্রসঞ্চালন করি, সেই দিকেই প্রীতিকর পদার্থ সকল দেখিতে পাই : কোনস্থলে কোকিলগণ তরুশাখায় সুখাসীন হইয়া সুললিত গান করিতেছে, কোথায় বা ভ্রমরগণ নানাপুষ্পের সৌরভে আমোদিত হইয়াপুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছে, কোথায় বা শিখিকুল স্ব স্ব পুচ্ছ বিস্তার পূর্ব্বক বনস্থলীকে নানাবর্ণে রঞ্জিত করত কেকারবে শ্রোতৃবর্গের মন মোহিত করিয়াদিতেছে। (১)

হয়। যথা, করিয়াছি না, করিয়াছিলাম না ; এই দুইপ্রকার পদের পরিবর্ত্তে করি নাই বলা হইয়া থাকে।

যাবৎ, যেপর্য্যন্ত, যে অবধি, যতদিন, যখন, কখন প্রভৃতি শব্দের যোগে ভবিষ্যৎ কালে বিকল্পে অভ্যাসার্থক বর্ত্তমান হয়। যথা, 'যাবৎ তিনি না আসেন বা না আসিবেন, তাবৎ সকলে বিমর্ষিত থাকিবেক।'

প্রার্থনা ও আশংসা বুঝাইতে অভ্যাসার্থক বর্ত্তমান হয়। যথা যেন রৃষ্টি হয় ; যেন তিনি ভগ্নাশ না হন।

(১) নিম্নলিখিত দুইটি উদাহরণ প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী।

"কোন দীন বালক এক বড় মানুষের বাটীতে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার প্রতি গৃহমার্জ্জন প্রভৃতি অতি সামান্য ও নিকৃষ্টকর্ম্মের ভার ছিল। সে একদিন গৃহস্বামিনীর বাসগৃহ পরিস্কার (করিতেছে) এবং গৃহমধ্যে সজ্জিত নানাবিধ মনোহর দ্রব্য অবলোকন করিয়া আহ্লাদে পুলকিত (হইতেছে)। তৎকালে সেই গৃহে অন্যকোন ব্যক্তি ছিল না। এজন্য নির্ভয়ে এক একটি দ্রব্য হস্তে লইয়া, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া (দিতেছে)"। "তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে আফ্রিকার অন্তঃপাতী বার্ণারা রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, এবং তত্রত্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য

অপিচ " মদন পলায়, পিছে অগ্নি ধায়, ত্রিভুবন পরকাশি। চৌদিকে বেড়িয়া, মদন পুড়িয়া, হইছে ভস্মের রাশি "।

নিরবচ্ছেদ পদের অর্থ বিরামাভাব, অবিশ্রান্তভাবে হওয়া। নিরবচ্ছেদ অর্থে ভূতসম্বন্ধ বর্ত্তমানের ক্রিয়াপদ দ্বারা এই বুঝায়, যে ক্রিয়া ইতিপূর্ব্বে আরব্ধ হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি নিঃশেষিত হয় নাই। যথা, " তিনি এরূপ দেখিয়া আসিতেছেন "।

করিতে চলিলাম, করিতে থাকিলাম, করিতে রহিলাম, এই তিনি প্রকার অতীত ক্রিয়াপদ দ্বারা ইহাপ্রতীত হয় যে, ক্রিয়া আরব্ধ হইয়াছে, বর্ত্তমানে অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে ও কিছুকালের জন্য হইতে থাকিবে।

যোগ্যতা অর্থে ক্রিয়ানিষ্পাদনবিষয়ে সক্ষমতা বা সম্ভাবনা। যোগ্যতাঅর্থে বর্ত্তমান ও অতীতচর দুই প্রকার। বর্ত্তমান ও অতীতচরের ক্রিয়াপদ আছ্ ধাতু সম্বলিত হইলে, ক্রিয়া নিষ্পাদন বিষয়ে যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়ার নিষ্পাদন ও বুঝিয়া যায়। যথা, " তিনি পড়িতে পারিতেছেন, " অর্থাৎ তাঁহার পাঠ করিবার ক্ষমতা আছে, এবং তিনি এখন পাঠ ও করিতেছেন। " তিনি পড়িতে পারিয়াছিলেন," অর্থাৎ তিনি পাঠ করিতে শক্তছিলেন এবং তখন পাঠকার্য্যও সমাধা করিয়াছিলেন।

অভিলাষ করিলেন। মধ্যে এক নদী ব্যবধান (আছে,)। উহা উত্তীর্ণ হইয়া রাজবাটী যাইতে হইবেক। সে দিবস পারঘাটায় এত জনতা হইয়াছিল, যে অন্যূন দুই ঘণ্টাকাল তাঁহাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল '।

অবিনাভাব—যেস্থলে একক্রিয়ার নিষ্পাদন বিষয়ে ক্রিয়ান্তরের অপেক্ষা আছে, তাহাকে অবিনাভাব বলে। দুইটি বাক্য প্রয়োগ না করিলে, অবিনাভাবস্বরূপ অর্থের প্রতীতি হয় না। যদ্যর্থক পদযুক্ত যে বাক্য, তাহাকে পূর্ব্ববাক্য বলে, এবং তদ্ভিন্ন বাক্যকে উত্তরবাক্য বলে। যদি উত্তরবাক্যে অভ্যাসার্থক বর্ত্তমানের ক্রিয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ববাক্যেও অভ্যাসার্থের প্রতীতি হয়। যথা, "যদি আমি করি, তবে তিনি করেন"।

পরন্তু যদি উত্তর বাক্যে স্বার্থে বিহিত ভবিষ্যৎ ক্রিয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ববাক্যস্থিত বর্ত্তমান ক্রিয়া দ্বারা ভবিষ্যৎ কাল সূচিত হইবে। যথা, "যদি আমি যাই, তবে তিনি যাইবেন।" এই স্থলে 'যাই' এই বর্ত্তমান ক্রিয়া দ্বারা ভবিষ্যৎকাল বুঝাইতেছে।

অবিনাভাবার্থক ভূতসম্বন্ধ বর্ত্তমানের ক্রিয়াপদ থাকধাতুর সম্বলিত হইলে অতীতকার্য্যের অনুষ্ঠান বিষয়ে অনবধারণ প্রকাশ করিয়া দেয়। যথা, "তিনি যদি করিয়া থাকেন, অবশ্য শাস্তি পাইবেন।" অর্থাৎ করিয়াছেন কিনা তাহা অবধারিত হয় নাই।

অবিনাভাবার্থক অতীতচর ও সংশয়িতাতীত নিয়তই নিষেধার্থ সূচিত করে। যথা, "যদি তিনি আসিতেন, তবে এত গোলযোগ হইত না," "যদি তিনি আসিয়া থাকিবেন, তবে এত গোলযোগ হইবে কেন?" অর্থাৎ তিনি আসেন নাই। অবিনাভাবার্থক ভবিষ্যৎ কখন অতীত ও কখন ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার নিষেধ প্রকাশ করে। যথা, "যদি তিনি আসিবেন,

তবে আমি গেলাম কেন ?” অর্থাৎ তিনি আসিবেন না, এস্থলে ভবিষ্যৎ ক্রিয়াসম্বন্ধে নিষেধের প্রতীতি হইতেছে। “যদি তিনি আসিবেন, তবে তোমাকে পাঠাইব কেন ?” অর্থাৎ তিনি আসেন নাই, এখানে ভবিষ্যৎ ক্রিয়াদ্বারা অতীত ক্রিয়াগত নিষেধ সূচিত হইতেছে।

অবিনাভাবার্থক ভবিষ্যৎ ক্রিয়াদ্বারা কখন কখন এই বুঝায়, যে কর্ত্তা অন্যের আপত্তি বা অনুরোধ না শুনিয়া কোন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে পারেন। যথা, “যদি রাম তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ না করিবেন ত করুন;” অর্থাৎ রাম সকলের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, তাহাদের সঙ্গেই ফিরিয়া বেড়াইবেন। অপিচ, “হরি সেখানে যাইবেন ত, অপদস্থ হইবেন;” অর্থাৎ হরি কাহার ও অনুরোধ না মানিয়া সেখানে যাইতে পারেন।

অবিনাভাব অর্থে পূর্ব্ববাক্য ও উত্তরবাক্য উভয়েতেই অতীত বা ভূতসম্বন্ধবর্ত্তমানের ক্রিয়া প্রযুক্ত হইলে, অভ্যাসার্থের প্রতীতি হয়। যথা, “আমি করিলাম ত তিনি করিলেন;” আমি যদি করিয়াছি ত তিনি করিয়াছেন।

পুরুষ ও কাল নির্ব্বাচিত হইল, সম্প্রতি বাচ্যের বিষয় কিঞ্চিৎ অভিহিত হইতেছে।

২২১। আখ্যাতিক ক্রিয়া কর্ত্তৃবাচ্যে, কর্ম্মবাচ্যে, ভাববাচ্যে এবং কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হয়। যেস্থলে কর্ত্তা ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বিত হইয়া প্রধান ভাবে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে কর্ত্তৃবাচ্য

বলে। যথা, আমি চন্দ্র দেখিতেছি; তিনি চলিতে-ছেন, তুমি পাঠ অভ্যাস করিতেছ।

কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়ার রূপ ইতি পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হই-য়াছে।

২২২। কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্ম প্রধানভাবে ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয়। যেমন কর্তৃ-বাচ্যে কর্তার যে পুরুষ ক্রিয়ার ও সেই পুরুষ, তেমনি কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মের পুরুষানুসারে ক্রিয়ার পুরুষ নিয়মিত হয়। যথা, আমি ধরা পড়িয়াছি, তুমি ধরা পড়িয়াছ, তিনি ধরা পড়িয়াছেন। আমি নিপীড়িত হইলাম, তুমি নিপীড়িত হইলে, পুস্তক রচিত হইল।

২২৩। কর্ম্মবাচ্যে কেবল হও, যাও, পড় ধাতু সমাপিকা ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়।

২২৪। দুই কর্ম্মস্থলে বস্তুবাচক কর্ম্ম উক্ত হয়, অর্থাৎ ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বিত হয় (১)। যথা, তাঁহাকে পুস্তক দত্ত হইয়াছে; রামকে পত্র লেখা হইয়াছে; বৈশম্পায়নকে ভারত জিজ্ঞাসিত

(১) যে কর্ম্ম উক্ত তাহাতে প্রথমা বিভক্তি হয়, পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। যে কর্ম্ম অনুক্ত তাহাতে সাধারণ সূত্রানুসারে দ্বিতীয়া হয়।

হইল; শ্যামকে এ কথা বলা হইয়াছে, ছাত্রকে পাঠ শিখান হইয়াছে; পুত্রকে ছবি দেখান হইয়াছে।

উদ্দেশ্য বিধেয় কর্ম্মস্থলে বিধেয়কর্ম্মই উক্ত হয়। যথা, সুবর্ণখণ্ডকে কুণ্ডল করা গিয়াছে; তাহাকে অপরাধী বলা হইতেছে; রামকে শঠ জানা হইয়াছে। (১)

ভাববাচ্য।

২২৫। যে স্থলে ক্রিয়ার্থের প্রধানরূপে প্রতীতি হয়, তাহাকে ভাববাচ্য বলে। ক্রিয়াবোধক ধাতুর আপ্রত্যয় নিষ্পন্ন পদ, হও, যাও, বা আছ ধাতুর সহিত যুক্ত হইলে, ভাববাচ্যের ক্রিয়া সাধিত হয়। যথা, যাওয়া হইতেছে; দেওয়াগিয়াছে; জানা আছে।

২২৬। যে খানে কর্ম্ম মানুষের সাধ্য নয়, অথবা কোন কর্ত্তার অপেক্ষা না রাখিয়া স্বয়ং সিদ্ধ হয়, তাহাকে কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্য বলে। যথা, মেঘ করিতেছে,

---

(১) যে কর্ম্ম উক্ত হয়, তাহা উহ্য থাকিলে, ভাববাচ্যেরই প্রয়োগ স্বীকার করিতে হইবে। যথা, লেখা হইতেছে; ছাত্রকে শিখান হইতেছে; ইত্যাদি স্থলে উক্ত কর্ম্ম ব্যবহৃত না হওয়াতে, ক্রিয়াই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, অতএব ভাববাচ্যের প্রয়োগ বলাই ন্যায্য।

বাতাস করে, বৃষ্টি করে, শীত করে, চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া আসিতেছে, পা ভাঙ্গিয়াছে, ক্ষুধা পায়, প্রস্রাব পায়, তৃষ্ণা পায়, নিদ্রা পায়।

ণ্যাদি প্রত্যয়।

২২৭। ধাতুর উত্তর প্রেরণ (১) অর্থে ণি প্রত্যয় হয়। ণি প্রত্যয়ের ণকার ইত যায়, ইকার থাকে।

২২৮। ণি প্রত্যয় হইলে বাঙ্গালা হসন্ত ধাতুর উত্তর আ এবং ওকারান্ত ধাতুর উত্তর যা, আগম হয়। যথা, কর্-ই করাই, দেও-ই দেওয়াই।

ধাতুরূপ—স্বার্থ।

কৃর্ ধাতু।

বর্ত্তমান।	করাইতেছে, করাইতেছ, করাইতেছি।
ভূতসম্বন্ধ বর্ত্তমান।	করাইয়াছে, করাইয়াছ, করাইয়াছি।
অতীত।	করাইল, করাইলে, করাইলাম।
অতীতচর।	করাইয়াছিল, করাইয়াছিলে, করাইয়াছিলাম।

(১) প্রেরণ অর্থাৎ প্রবর্ত্তিত করান। অঙ্ক, অর্থ, অবধীর, আন্দোল কথ, কম, কল, গণ, দণ্ড, মিশ্র, রচ, রূপ, বর্ণ, বণ্ট, সান্ত্ব, স্পৃহ, সূচ প্রভৃতি অকারান্ত ধাতু এবং চুর্ ধাতুর উত্তর স্বার্থে ণি হয়। স্বার্থে ণি হইলে অকারান্ত ধাতুর অকারের লোপ হয়, কিন্তু উপধাস্বরের গুণ বা বৃদ্ধি হয় না। যথা, অর্থ-ই অর্থি, কথ-ই কথি ইত্যাদি।

সংশয়িতাতীত।	করাইয়াথাকিবেক, করাইয়াথাকিবে, করাইয়াথাকিব।
ভবিষ্যৎ।	করাইবেক, করাইবে, করাইব।

দেও ধাতু।

বর্ত্তমান।	দেওয়াইতেছি।
ভূতসম্বন্ধ বর্ত্তমান।	দেওয়াইয়াছি।
অতীত।	দেওয়াইলাম।
অতীতচর।	দেওয়াইয়াছিলাম।
সংশয়িতাতীত।	দেওয়াইয়া থাকিতাম।
ভবিষ্যৎ।	দেওয়াইয়া থাকিব।

অভ্যাস।

কর্ ধাতু।

বর্ত্তমান।	করায়, করাও, করাই, অথবা করাইয়া থাকে, থাক, থাকি।
অতীতচর।	করাইত, করাইতে, করাইতাম।

নিরবচ্ছেদ।

বর্ত্তমান।	করাইতে থাকে।
ভূতসম্বন্ধ বর্ত্তমান।	করাইয়া আসিতেছে।
অতীত।	করাইতে লাগিল।
অতীতচর।	করাইতেছিল, করাইতে থাকিল।
সংশয়িতাতীত।	০ ০ ০
ভবিষ্যৎ।	করাইতে থাকিবেক।

অনুজ্ঞা।

বর্ত্তমান।	তুমি করাও।
ভবিষ্যৎ।	তুমি করাইও।

যোগ্যতা ও অবিনাভাবার্থে ধাতুরূপ সুগম।

২২৯। ণিপ্রত্যয় হইলে কতকগুলি ধাতুর বিকল্পে উপান্ত্য স্বরের বৃদ্ধি হয়, এবং বৃদ্ধিকার্য্য হইলে, প্রয়োগকালে ণি প্রত্যয়ের সর্ব্বাভাব হয়। যথা—

ধাতু।	প্রত্যয়।	পদ।
পড়	ণি—য়া	পাড়িয়া বা পড়াইয়া
নড়	,,	নাড়িয়া বা নড়াইয়া
চল	,,	চালিয়া বা চলাইয়া
জ্বল	,,	জ্বালিয়া বা জ্বলাইয়া
গল	,,	গালিয়া বা গলাইয়া

২৩০। সংস্কৃত ধাতু ণি প্রত্যয়ান্ত হইলে প্রায়(১) বাঙ্গালা ক্রিয়ারূপে প্রযুক্ত হয় না। কৃদন্ত প্রত্যয় নিষ্পন্ন হইয়াই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২৩১। ণি প্রত্যয় হইলে সংস্কৃত ধাতুর অন্ত্যস্বর ও উপান্ত্য অকারের (২) বৃদ্ধি হয়। যথা—শ্রু-ই

---

(১) কোন কোন স্থলে আখ্যাতিক ক্রিয়ারূপে ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, চালিতেছে, জ্বালিতেছে, গালিতেছে, যাপিতেছে, অর্পিতেছে ইত্যাদি।

[২) অনভাগান্ত ও ঘটাদি ধাতুর উপধা অকারের বৃদ্ধি হয়, না। যথা, গম-ই গমি, দম-ই দমি, শম-ই শমি, নম-ই নমি ঘট-ই ঘটি, ব্যথ-ই ব্যথি, জ্বল-ই জ্বলি, ত্বর-ই ত্বরি ইত্যাদি।

শ্রাবি, দ্রু-ই দ্রাবি, পূ-ই পাবি ; কৃ-ই কারি; পত-ই পাতি, চল-ই চালি।

২৩২। ণি প্রত্যয় হইলে সংস্কৃতধাতুর উপধা লঘুস্বরের গুণ [১] হয়। যথা; লিপ-ই লেপি, দুহ-ই দোহি, দৃশ-ই দর্শি।

২৩৩। ণি প্রত্যয় পরে আকারান্ত ধাতুর উত্তর প আগম হয়। যথা; স্থা-ই স্থাপি, খ্যা-ই খ্যাপি, জ্ঞা-ই জ্ঞাপি, মা-ই মাপি।

নিম্নলিখিত স্থলে নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

ধাতু।	প্রত্যয়।	প্রত্যয়ান্ত।
জৃ	ই	জরি
জাগৃ	,,	জাগরি
হন	,,	ঘাতি
দুষ	,,	দূষি
অধি-ই	,,	অধ্যাপি
রুহ	,,	রোপি বা রোহি
স্ফুর	,,	স্ফারি
ধূ	,,	ধূলি
প্রী	,,	প্রীণি
ঋ	,,	অর্পি

(১) স্বরের গুণ বলিলে ই বর্ণের স্থানে একার, উ বর্ণের স্থানে ওকার ঋ বর্ণের স্থানে অর আদেশ হয়।

পা (পানার্থ)	,,	পায়ি
পা (রক্ষার্থ)	,,	পালি
ভী	,,	ভীষি
স্মি	,,	স্মাপি

সনন্ত প্রকরণ।

২৩৪। ইচ্ছা অর্থে ধাতুর উত্তর সন হয়। সনের স থাকে। (১)

সন প্রত্যয় হইলে নানা প্রক্রিয়া হয়। বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণে তৎসমস্ত নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক। কিন্তু কতকগুলি সনন্তধাতু উ কিম্বা আ প্রত্যয়যুক্ত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত আছে; অতএব কেবল তাহাদেরই উল্লেখ করা গেল।

মূলধাতু	সনন্তধাতু	প্রত্যয়	পদ
জীব	জিজীবিষ	আ	জিজীবিষা
বুধ	বুভুৎস	,,	বুভুৎসা
পা	পিপাস	,,	পিপাসা
জি	জিগীষ	,,	জিগীষা

---

(১) সনন্ত ধাতু ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয় না। কেবল জিজ্ঞাস ও প্রতিবিধিৎস ধাতুর উক্ত রূপে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা, অনন্তর নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ লোমহর্ষণকুমার সূতকে জিজ্ঞাসিলেন।

হন্ .	জিঘাংস	,,	জিঘাংসা
প্রতিবি+ধা	প্রতিবিধিৎস	,,	প্রতিবিধিৎসা
বি+আপ	বীপ্স	,,	বীপ্সা
জ্ঞা	জিজ্ঞাস	,,	জিজ্ঞাসা
কৃ	চিকীর্ষ	,,	চিকীর্ষা
	শুশ্রূষ	,,	শুশ্রূষা
মৃ	মুমূর্ষ	উ	মুমূর্ষু
ভুজ	বুভুক্ষ	,,	বুভুক্ষু

কিৎ, তিজ্, গুপ, বধ ও মান ধাতুর উত্তর স্বার্থে সন্ হয়। যথা।—

কিৎ	তিজ্	গুপ্	বধ্	মান
চিকিৎস	তিতিক্ষ	জুগুপ্স	বীভৎস	মীমাংস

যঙন্ত।

২৩৫। এক স্বরযুক্ত অথচ আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণ আছে, এরূপ ধাতুর উত্তর পৌনঃপুন্য ও আতিশয্য অর্থে যঙ হয়। যঙের য থাকে। বাঙ্গালা ভাষায় যঙন্ত ধাতুরও প্রয়োগ অতি বিরল। সুতরাং যে কয়েকটি প্রচলিত আছে, কেবল তাহারই নির্দ্দেশ করা গেল। যঙন্ত ধাতু মান, আ, অ প্রভৃতি কতিপয় প্রত্যয়ান্ত হইয়াই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে মান ভিন্ন প্রত্যয় পরে থাকিলে যঙের লোপ হয়।

মূলধাতু	ষঙন্তধাতু	প্রত্যয়	পদ।
জ্বল	জাজ্বল্য	মান	জাজ্বল্যমান
দীপ	দেদীপ্য	,,	দেদীপ্যমান
রুদ	রোরুদ্য	,,	রোরুদ্যমান
লস	লালস	আ	লালসা
সৃপ	সরীসৃপ্	অ	সরীসৃপ
লুপ	লোলুপ্	,,	লোলুপ
গম	জঙ্গম্	,,	জঙ্গম
চল	চঞ্চল্	,,	চঞ্চল

নামধাত।

২৩৬। শব্দের উত্তর য প্রভৃতি প্রত্যয় হইয়া শব্দকে ধাতুরূপে পরিণত করে, উহাকেই নামধাতু বলে।

২৩৭। য প্রত্যয় পরে, শব্দের অন্তস্থিত হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়, ঋকার স্থানে রী হয় এবং সকার ও নকারের লোপ হয়। (১)

শব্দ	প্রত্যয়	নামধাতু	অর্থ।
পুত্র	অ	পুত্রায়	পুত্রের ন্যায় আচরণ করা
দণ্ড	,,	দণ্ডায়	দণ্ডের ঐ

---

(১) যঙন্ত ও য প্রত্যয়ান্ত নামধাতু বাঙ্গালা ভাষায় কদাচ আখ্যাতিক ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয় না।

অমৃত	অ	অমৃতায়	অমৃতের	ঐ
সখী	,,	সখীয়	সখার	ঐ
সাধু	,,	সাধুয়	সাধুর	ঐ
পিতৃ	,,	পিত্রীয়	পিতার	ঐ
বর্ম্মন্	,,	বর্ম্মায়	বর্ম্মের	ঐ
সুখ	,,	সুখায়	অনুভব করা।	
দুঃখ	,,	দুঃখায়	ঐ	
বাষ্প	,,	বাষ্পায়	উদ্বমন করা	
ধূম	,,	ধূমায়	ঐ	
উষ্মন্	,,	উষ্মায়	ঐ	
ফেন	,,	ফেনায়	ঐ	
চপল	,,	চপলায়	অভূততদ্ভাব।	
পণ্ডিত	,,	পণ্ডিতায়		
সুমনস্	,,	সুমনায়		
দুর্ম্মনস্	,,	দুর্ম্মনায়		
বিমনস্	,,	বিমনায়		
বৈর	,,	বৈরায়	করণ	
শব্দ	,,	শব্দায়	ঐ	
কলহ	,,	কলহায়	ঐ	
রোমন্থ	,,	রোমন্থায়	ঐ	

২৩৮। শব্দের উত্তর ই প্রত্যয় হইলে নামধাতু হয়। প্রয়োগকালে ই প্রত্যয়ের সর্ব্বাভাব হয়। যথা—

হাসিয়া, নাদিয়া, পাকিয়া, নাশিয়া, কাশিয়া, কর্ষিয়া, বর্ষিয়া; ঘর্ষিয়া, মার্জ্জিয়া বা মাজিয়া, আদেশিয়া, তেয়াগিয়া মাতিয়া, মর্দ্দিয়া, আরাধিয়া, বোধিয়া, লেপিয়া, প্রবেশিয়া, নিবেদিয়া, বর্ত্তিয়া, বিশেষিয়া, শোভিয়া, প্রসারিয়া, সরিয়া বরিয়া, ধরিয়া, মরিয়া, তরিয়া, বিচারিয়া, রচিয়া, বিবরিয়া বিস্তারিয়া, উত্তরিয়া, স্পর্শিয়া, স্মরিয়া।

ভাববাচ্যে সংস্কৃত ধাতুর উত্তর অল বা ঘঞ প্রত্যয় হইলে যে সকল শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহারাই বাঙ্গালা ভাষায় নামধাতুরূপে পরিণত হইয়া থাকে। (১)

অল ও ঘঞ প্রত্যয় ভিন্ন অন্যবিধ ভাব প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দকে নামধাতুরূপে পরিবর্ত্তিত করা বাঙ্গালা ভাষার সাধারণ বিধির বহির্ভূত। ভাতিয়া, জিতিয়া, যুকতিল প্রভৃতি কয়েক পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

অতএব স্তুতিল, প্রদানিল, সান্ত্বনিল প্রভৃতি পদ বাঙ্গালা রীতির বিপরীত; সুতরাং অসাধু ও অমনোরম।

---

(১) যাহা দ্বারা আবাত করা যায় এরূপ শব্দ যদি সংস্কৃতমূলক না হয়, উহার উত্তর নি প্রত্যয় হইয়া থাকে। ইয়া প্রভৃতি প্রত্যয় পরে নির লোপ হয়। যথা, লাঠাইয়া, ঠেলাইয়া, নিড়াইয়া, কোদালাইয়া ইত্যাদি।

কৃদন্ত প্রকরণ।

সাধারণ নিয়ম।

২৩৯। ধাতুর উত্তর হইতে, তব্য, তৃ, ক্ত, অনট প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয় হয়, উহাদিগকে কৃৎ প্রত্যয় বলে।

২৪০। কৃৎপ্রত্যয় কর্ত্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য, করণবাচ্য, অধিকরণবাচ্য ও ভাববাচ্যে বিহিত হইতে পারে। যে বাচ্যে প্রত্যয় হয়, প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদ উহার বিশেষণ হয়। ভাববাচ্যে প্রত্যয় হইলে ক্রিয়ার্থ মাত্রের প্রতীতি হয়।

২৪১। কৃৎ প্রত্যয় হইলে ধাতুর অন্ত্য স্বরের ও উপধা লঘু স্বরের গুণ হয়। যথা, কৃ-তব্য কর্ত্তব্য, দুহ-অনীয় দোহনীয়। কিন্তু ত, তি প্রভৃতি প্রত্যয় হইলে, গুণকার্য্য হয় না। যথা, কৃ-ত কৃত, শ্রু-তি শ্রুতি।

২৪২। কৃৎ প্রত্যয়ের ণ অথবা ঞ ইৎ হইলে ধাতুর অন্ত্যস্বর ও উপধা অকারের বৃদ্ধি হয়। আর আকারান্ত ধাতুর উত্তর য আগম হয়। যথা, কৃ-ণক কারক, বদ-ঘঞ বাদ, দা-ণিন্ দায়ী।

২৪৩। যকার ভিন্ন ব্যঞ্জন বর্ণ আদিতে আছে, এমন

প্রত্যয় পরে ধাতুর উত্তর ইট্ হয়। ইটের ই থাকে। কিন্তু গমাদি ধাতু ও এক স্বর যুক্ত স্বরবর্ণান্ত ধাতুর উত্তর প্রায় ইট হয় না।

২৪৪। কৃৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে, ণির লোপ হয়। যথা, স্থাপি-ণক স্থাপক, ধারি-অন ধারণ। কিন্তু ইট ব্যবধানে থাকিলে ণির লোপ হয় না। যথা, রচি-তৃ রচয়িতা, স্থাপি-তব্য স্থাপয়িতব্য।

২৪৫। কৃৎ প্রত্যয়ের ঘ ইৎ হইলে, ধাতুর অন্তস্থিত চ স্থানে ক ও জ স্থানে গ হয়। যথা, পচ-ঘঞ পাক, ভুজ-ঘঞ ভোগ।

২৪৬। কৃৎ প্রত্যয়ের ত পরে থাকিলে ধাতুর চ ও জ স্থানে ক হয়। যথা, বচ-তৃ বক্তা, ত্যজ-ক্ত ত্যক্ত।

২৪৭। কৃৎ প্রত্যয়ের ত পরে থাকিলে শকারান্ত, যজ, প্রচ্ছ, সৃজ, ভ্রস্জ ও মৃজ ধাতুর অন্ত্যস্বরের পরভাগ স্থানে ষ হয়। যথা, দৃশ-ক্ত দৃষ্ট, প্রচ্ছ-ক্ত পৃষ্ট।

২৪৮। কৃৎ প্রত্যয়ের তকারের পূর্ব্বে দ ধ ও ভ থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া যথাক্রমে ত্ত, দ্ধ ও ব্ধ হয়। যথা, মদ-ক্ত মত্ত, বুধ-ক্তি বুদ্ধি, আরভ-ত, আরব্ধ।

২৪৯। কৃৎ প্রত্যয়ের ত এবং দহ, দিহ, দুহ, মুহ (১) ও স্নিহ ধাতুর হ উভয়ে মিলিয়া গ্ধ হয়। যথা, দহ-ত দগ্ধ, মুহ-ত মুগ্ধ। এতদ্ভিন্ন ধাতুর হকার হইলে উভয়ে মিলিয়া ঢ হয় এবং ঢ পরে ঋকার ভিন্ন পূর্ব্বস্বরের দীর্ঘ হয়। যথা, রুহ-ত রূঢ়।

অসমাপিকা ক্রিয়া।

২৫০। নিমিত্ত অর্থে ধাতুর উত্তর ইতে, এবং আনন্তর্য্য অর্থে ইয়া ও ইলে প্রত্যয় হয়। উপরি উক্ত প্রত্যয় পরে ওকারান্ত ধাতুর ওকারের লোপ হয়। যথা, খাইয়া, খাইতে, খাইলে। (২)

২৫১। নিরবচ্ছেদ অর্থে ত প্রত্যয় হয়। যথা, দর্শন করত প্রস্থান করিলেন।

২৫২। ত প্রত্যয় পরে ণি প্রত্যয়ের ইকার স্থানে ওকার হয়। যথা, দেখাওত, বলাওত, করাওত, দেওয়াওত, শোওয়াওত।

২৫৩। ইতে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া পুনরুক্ত হইলে, নিমিত্ত অর্থের প্রতীতি না হইয়া পৌনঃপুন্য ও কার্য্যকারণভাবের প্রতীতি হয়। যথা, পড়িতে

(১) মুহ ধাতুর বিকল্পে হয়। তৎপ্রযুক্ত মূঢ ও হইয়া থাকে।

(২) দিতে, দিয়া, দিলে, শুয়িতে, শুয়িয়া, শুয়িলে প্রভৃতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

পড়িতে অভ্যাস হয়, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ পাঠ দ্বারা অভ্যাস হয়।

কদাচিৎ ক্রিয়ার অপরিসমাপ্তি বুঝায়। যথা, মরিতে মরিতে বাঁচিয়াছে, দিতে দিতে দিল না, খাইতে খাইতে উঠিয়াছে, যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল।

কখন ক্রিয়াদ্বয়ের অবিলম্ব বুঝায়। কিন্তু এরূপ স্থলে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা পৃথক পৃথক হইয়া থাকে। যথা, তিনি যাইতে যাইতে উপস্থিত হইলাম, তুমি দেখিতে দেখিতে কর্ম্ম সম্পাদন হইল।

২৫৪। ইয়া—প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া পুনরুক্ত হইলে, আনন্তর্য্য অর্থের প্রতীতি না হইয়া পৌনঃপুন্য ও কার্য্যকারণভাবের প্রতীতি হয়। যথা, দেখিয়া দেখিয়া বিতৃষ্ণা হইয়াছে, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ দেখা প্রযুক্ত বিতৃষ্ণা হইয়াছে।

২৫৫। ইলে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া পদের অব্যবহিত পরে ইতে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া থাকিলে, ক্রিয়া নিষ্পাদন বিষয়ে কর্ত্তার যথেচ্ছতা বুঝায়। যথা, তিনি বলিলে বলিতে পারেন, লিখিলে লিখিতে পারেন।

কিন্তু এরূপ স্থলে উভয় প্রত্যয় একই ধাতুর উত্তর হওয়া উচিত।

২৫৬। ঔচিত্য ও যোগ্যতা অর্থে কর্ম্মবাচ্যে ধাতুর উত্তর তব্য, অনীয়, য (১) হয়। যথা—তব্য, স্থা স্থাতব্য, শী শয়িতব্য, ভূ ভবিতব্য, গম গন্তব্য, ক্ষম ক্ষন্তব্য (২), প্রচ্ছ প্রষ্টব্য, ভুজ ভোক্তব্য, ত্যজ, ত্যক্তব্য, যজ যষ্টব্য, সৃজ স্রষ্টব্য (৩), ছিদ ছেত্তব্য গ্রহ গ্রহীতব্য [৪], বুধ বোদ্ধব্য, লভ লব্ধব্য, দৃশ দ্রষ্টব্য, বিশ বেষ্টব্য, পৃশ স্প্রষ্টব্য, দুহ দোগ্ধব্য, কারি কারয়িতব্য, যোজি যোজয়িতব্য, চিকীর্ষ-চিকীর্ষিতব্য, মীমাংস মীমাংসিতব্য। অনীয়—করণীয়, স্থাপনীয়। য—দা দেয়, হা হেয় [৫], জি জেয়, নী নেয়, ভু ভব্য।

২৫৭। ঋকারান্ত ও ব্যঞ্জনবর্ণান্ত ধাতুর (৬) উত্তর

---

(১) স্বরান্ত ধাতুর উত্তরই য প্রত্যয় হইয়া থাকে।

[২] ম স্থানে ন হইয়াছে।

(৩) তব্য ও তৃ প্রত্যয় পরে কৃষ, মৃশ, তৃপ, স্পৃশ, দৃপ, সৃজ, সৃপ দৃশ ধাতুর ঋকার স্থানে র হয়।

(৪) তব্য, ত ও তৃ প্রত্যয় পরে গ্রহ ধাতুর উত্তর বিহিত ইট দীর্ঘ হয়।

(৫) য প্রত্যয় পরে অন্তস্থিত আকার স্থানে একার হয়।

(৬) ব্যঞ্জন বর্ণান্তের মধ্যে পণ, শক, সহ, গদ, মদ, ও পবর্গান্ত ধাতুর উত্তর ণ্য না হইয়া য হয়। যথা, পণ্য, শক্য, সহ্য, গদ্য, মদ্য, আরভ্য, লভ্য, গম্য, রম্য, ইত্যাদি।

উক্ত অর্থে কর্ম্মবাচ্যে ণ্য হয়। ণ প্রত্যয়ের ণ্ ইত গিয়া, বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্য্য হয়। যথা—কৃ কার্য্য, ধৃ ধার্য্য, সিচ সেচ্য, ত্যজ ত্যাজ্য, বহ্ বাহ্য, বচ বাচ্য, পচ পাচ্য, ভুজ ভোজ্য, যুজ যোজ্য।

পশ্চাল্লিখিত পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ।

ধাতু	প্রত্যয়	পদ
ভৃ	য	ভৃত্য
স্তু	,,	স্তুত্য
শাস	,,	শিষ্য
হন	,,	বধ্য, ঘাত্য
ভুজ	,,	ভোগ্য
বচ	,,	বাক্য
নিযুজ, যুজ	,,	নিযোগ্য, যোগ্য
আলপ	,,	আলপ্য
জি	,,	জয্য
ক্ষী	,,	ক্ষয্য
বৃ	,,	বর্য্য

২৫৮। কর্ত্তৃবাচ্যে যথাসম্ভব ধাতুর উত্তর বর্ত্তমান কালে অৎ (১) ও মান হয়। যথা, অৎ—জীবৎ, চলৎ, গলৎ, জাগ্রৎ, নমৎ, ফলৎ, পতৎ, জ্বলৎ।

---

(১) বাঙ্গালা ভাষায় অৎ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ সমাস-স্থলেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, জীবন্মৃত, গলদশ্রু, জ্বলদগ্নি।

মান—বহমান, বর্ত্তমান, বর্দ্ধমান, সহমান, বিরাজ-মান, যজমান, জাজ্বল্য জাজ্বল্যমান, দেদীপ্য দেদীপ্য-মান।

নিম্নলিখিত পদ গুলি নিপাতনে সিদ্ধ।

ধাতু	প্রত্যয়	পদ
বিদ	মান	বিদ্যমান
মৃ	,,	ম্রিয়মান
শী	,,	শয়ান
আস	,,	আসীন
জন	,,	জায়মান
বিদ্	অৎ	বিদ্বস্
অস	,,	সৎ

২৫৯। কর্ম্মবাচ্যে ধাতুর উত্তর মান হয়। কর্ম্ম-বাচ্যের পদ সাধিতে অনেক সূত্র আবশ্যক, অতএব বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ অনুসারে কতকগুলি উদা-হরণ মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

২৬০। কর্ম্মবাচ্যে মান প্রত্যয় পরে ধাতুর উত্তর য হয়। যথা—জ্ঞা জ্ঞায়মান, ধা ধীয়মান, দা দীয়-মান, পা পীয়মান, গা গীয়মান, হা হীয়মান, কৃ ক্রিয়-মাণ, ধৃ ধ্রিয়মাণ, দৃ দ্রিয়মাণ, স্মৃ স্মর্য্যমাণ, তৄ তীর্য্য-মাণ, কৄ কীর্য্যমাণ, পৄ পূর্য্যমাণ, গ্রহ গৃহ্যমাণ, লিখ

লিখ্যমান, দুহ দুহ্যমান, কৃষ কৃষ্যমাণ, স্থাপি স্থাপ্যমান, ধারি ধার্য্যমান।

২৬১। বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে বর্ত্তমান কালে অন্ত প্রত্যয় হয়। যথা, দেখ দেখন্ত, সাজ সাজন্ত, জাগ জাগন্ত, ফলন্ত, জ্বলন্ত, জীয়ন্ত, ঘুমন্ত, মেলন্ত, জোটন্ত, উঠন্ত।

২৬২। ভবিষ্যৎকালে অৎ ও মান স্থানে ক্রমে স্যৎ ও স্যমান হয় (১)। যথা, স্যৎ—ভূ ভবিষ্যৎ; স্যমান—বচ্ বক্ষ্যমাণ, বিজি বিজেষ্যমাণ, উৎ-পদ উৎপৎ-স্যমান।

২৬৩। অতীতকালে ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ত হয়। তপ্রত্যয় হইলে গুণকার্য্য হয় না। যথা; খ্যা খ্যাত, জি জিত, শ্রু শ্রুত, ক্রী ক্রীত, স্তু স্তুত, কৃ কৃত, মুচ মুক্ত, ত্যজ ত্যক্ত, সৃজ সৃষ্ট, বুধ বুদ্ধ, রভ রব্ধ, দিশ দিষ্ট, দহ দগ্ধ, রুহ রূঢ়।

২৬৪। যে সকল ধাতু অনিট নয়, ত প্রত্যয় পরে তাহাদের উত্তর ইট্ হয়। যথা; লিখ লিখিত, অর্চ অর্চ্চিত, বঞ্চ বঞ্চিত, গর্জ্জ গর্জ্জিত, ঘট ঘটিত, বেষ্ট বেষ্টিত ইত্যাদি।

---

(১) স্যৎ ও স্যমান প্রত্যয়ের প্রয়োগ অতি বিরল।

২৬৫। ইটযুক্ত ত প্রত্যয় পরে ণি প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা, পালি-ই-ত পালিত, গণি-ই-ত গণিত, জনি-ই-ত জনিত।

২৬৬। শ্রি, বৃ, উবর্ণান্ত, দীপাদি এবং ইষাদি ধাতুর উত্তর ত প্রত্যয় পরে ইট হয় না। যথা—শ্রিত, বৃত, যুত, ভূত, সৃত, দীপ্ত, ত্রস্ত, পৃচ-পৃক্ত, ইষ্-ইষ্ট, গুপ গুপ্ত, দৃপ-দৃপ্ত, লুপ-লুপ্ত, অস-অস্ত, গ্রস-গ্রস্ত, বৃষ-বৃষ্ট, ঘৃষ ঘৃষ্ট, মৃষ-মৃষ্ট, গাহ গাঢ়, গুহ গূঢ়, স্নিহ স্নিগ্ধ, মুহ মুগ্ধ, সহ সোঢ়।

ত প্রত্যয় পরে ক্রম প্রভৃতি ধাতুর অম্ ভাগ স্থানে আন্ হয়। যথা—ক্রম ক্রান্ত, ক্লম ক্লান্ত, ক্ষম ক্ষান্ত, চম চান্ত, তম, তান্ত, দম দান্ত, বম বান্ত, শম শান্ত, শ্রম শ্রান্ত।

ত প্রত্যয় পরে গম প্রভৃতি ধাতুর অন্ত্য বর্ণের লোপ হয়। যথা—গম গত, নম নত, যম যত, রম রত, ক্ষণ ক্ষত, তন তত, মন মত, হন হত।

ত প্রত্যয় পরে দংশ প্রভৃতি ধাতুর উপধা নকারের লোপ হয়। যথা—দংশ দষ্ট, রন্জ রক্ত, সন্জ সক্ত, বন্ধ বদ্ধ, স্তন্ভ স্তব্ধ, ভ্রংশ ভ্রষ্ট, ধ্বংস ধ্বস্ত, স্রন্স স্রস্ত, গ্রন্থ গ্রথিত, মন্থ মথিত।

ধাতু সম্বন্ধীয় দকার ও রকারের পর এবং ঋজাদি ধাতুর পর ত প্রত্যয়ের তকার স্থানে ন হয়। এই নকার পরে দকার স্থানে ন হয়। যথা; দকার—ক্ষুদ ক্ষুণ্ণ, খিদ খিন্ন, ছিদ ছিন্ন, ভিদ ভিন্ন, পদ পন্ন, সদ সন্ন। রকার—পুর পূর্ণ, চর চূর্ণ,

কৃ কীর্ণ (১), জৄ জীর্ণ, তৄ তীর্ণ, দৄ দীর্ণ, শৄ শীর্ণ, স্তৄ স্তীর্ণ। রুজাদি—রুজ রুগ্ন, বিজ বিগ্ন, ভুজ ভুগ্ন, ভজ ভগ্ন, দী দীন, ডী ডীন।

নিম্নলিখিত পদ গুলি ত প্রত্যয়যুক্ত হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ।

ধাতু	প্রত্যয়	পদ
শী	ত	শয়িত
খন	,,	খাত
জন	,,	জাত
মদ	,,	মত্ত
মস্জ	,,	মগ্ন
ক্ষি	,,	ক্ষীণ
গ্লা	,,	গ্লান
ম্লা	,,	ম্লান
মা	,,	মিত
স্থা	,,	স্থিত
শা	,,	শিত
দা	,,	দত্ত
ধা	,,	হিত
পা	,,	পীত
গা	,,	গীত
হা	,,	হীন
ক্ষৈ	,,	ক্ষাম

(১) দীর্ঘ ঋকারান্ত ধাতু ও স্তৃ ধাতুর ঋকার স্থানে ঈর হয়।

পচ	ত	পক্ক
শুষ্	,,	শুষ্ক
নির্-বা	,,	নির্বাণ
ঋ	,,	ঋণ
বিদ	,,	বিত্ত
স্ফুর	,,	স্ফূর্ত
কষ	,,	কষ্ট
লগ	,,	লগ্ন
ধৃষ	,,	ধৃষ্ট
স্ফায়	,,	স্ফীত
প্যায়	,,	পীন
যজ	,,	ইষ্ট
ব্যধ	,,	বিদ্ধ
গ্রহ	,,	গৃহীত
ভ্রস্জ	,,	ভ্রষ্ট
প্রচ্ছ	,,	পৃষ্ট
হ্বা	,,	হূত
বস	,,	উষিত
বচ	,,	উক্ত
বদ	,,	উদিত
বপ	,,	উপ্ত
বহ	,,	ঊঢ়
স্বপ	,,	সুপ্ত
জাগৃ	,,	জাগরিত

২৬৭। অকর্ম্মক, প্রাপ্ত্যর্থক, জ্ঞানার্থক, বিস্মৃ, বিশ্রু ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে (১) ত হয়। যথা; তিনি ভীত হন, তাহা গত হইবেক, আমি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনি ইহা বিদিত আছেন, আমি সে কথা বিস্মৃত হইয়াছি, তুমি কাহার নিকট এ কার্য্য প্রতিশ্রুত হইয়াছ।

২৬৮। ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর তি প্রত্যয় হয়।

ত প্রত্যয় স্থলে যে সকল নিয়ম খাটে, তি প্রত্যয় হইলেও সেইরূপ। যথা, খ্যা-খ্যাতি, গা-গীতি, মা-মিতি, স্থা-স্থিতি, ই-ইতি নী-নীতি, প্রী-প্রীতি, শ্রু-শ্রুতি, স্মৃ-স্মৃতি, শক-শক্তি বচ্-উক্তি, যজ-ইষ্টি, সৃজ-সৃষ্টি, ঋধ-ঋদ্ধি, ক্ষণ-ক্ষতি, মন-মতি, স্বপ-সুপ্তি, লভ-লব্ধি, ক্রম-ক্রান্তি, ভ্রম-ভ্রান্তি, ক্লম-ক্লান্তি, গম-গতি, নম-নতি, রুহ-রূঢ়ি। গ্লা-গ্লানি, ম্লা-ম্লানি, হা-হানি।

২৬৯। কর্ত্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর ণক হয়। ণকের ণইৎ গিয়া অক থাকে, বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্য্য হয় যথা; নী-নায়ক, স্মৃ-স্মারক, পঠ-পাঠক, রুধ-রোধক, দা-দায়ক, জনি-জনক, পালি-পালক।

২৭০। কর্ত্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর তৃ হয়। যথা, দা-

---

(১) কদাচিৎ ভাববাচ্যে ও ত প্রত্যয় হয়। যথা; তদ্দৃষ্টে, সশঙ্কিত সচেষ্টিত, জন্মাবচ্ছিন্নে, মতিচ্ছন্ন; ইত্যাদি স্থলে, দৃষ্ট-দর্শন, শঙ্কিত-শঙ্কা, চেষ্টিত-চেষ্টা, অবচ্ছিন্ন-অবচ্ছেদ, ছন্ন-ছন্নভাব, এরূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে।

দাতা, গ্রহ-গ্রহীতা, সৃজ স্রষ্টা, দৃশ-দ্রষ্টা, যুধ-যোদ্ধা, গম-গন্তা, হন-হন্তা, কারি-কারয়িতা, স্থাপি-স্থাপয়িতা।

২৭১। কর্ত্তৃবাচ্যে (১) কর্ম্ম পদের পরবর্ত্তী ধাতুর উত্তর টণ হয়, টণের অ থাকে। যথা; কুম্ভকার, মালাকার, চাটুকার, কর্ম্মকার, বারিবাহ; তন্তু-বে তন্তুবায়।

২৭২। হেতু ও অনুকূল অর্থ বুঝাইলে কর্ম্মবাচক পদের পরবর্ত্তী কৃধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অট হয়। যথা, হেতু অর্থে—শোককর, অর্থকর, যশস্কর, রোগকর। অনুকূল অর্থে—বলকর, পুষ্টিকর, হিতকর, প্রীতিকর, মঙ্গলকর।

২৭৩। অধিকরণবাচক পদের পরবর্ত্তী চর ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অট হয়। যথা; জলচর, ভূচর, স্থলচর, খচর, বনচর, রাত্রিচর (২)।

২৭৪। কর্ম্মবাচক *পদের পরবর্ত্তী হন্ ধাতুর

---

(১) দিবা প্রভৃতি কর্ম্মবাচক পদের পরবর্ত্তী কৃ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অট হয়। যথা, দিবাকর, নিশাকর, ভাস্কর, লিপিকর, চিত্রকর, কর্ম্মকর।

(১) খেচর, বনেচর, ও রাত্রিঞ্চর এই তিন পদও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অগ্র ও পুরস্ শব্দের পরবর্ত্তী সৃ ধাতুর উত্তর অট হয়। যথা, অগ্রসর, পুরঃসর।

উত্তর অট্ হয়, এবং হন্ ধাতু স্থানে ঘ্ন আদেশ হয়। যথা ; শত্রুঘ্ন, জ্বরঘ্ন, দোষঘ্ন।

২৭৫। পচ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অ হয়। যথা ; চল-চল, সৃপ-সর্প, দিব-দেব, চর-চর, ধৃ-ধর।

২৭৬। কর্ম্মবাচক পদের পরবর্ত্তী হৃ, অর্হ ও ধৃ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অ হয়। যথা; ভাগহর শোকহর, ক্লেশহর। পূজার্হ, নিন্দার্হ, পয়োধর, জলধর।

২৭৭। উপসর্গ বা উপপদের পরবর্ত্তী আকারান্ত, গম, ও জন ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অ হয়। অ প্রত্যয় পরে অকারের লোপ হয়, এবং জন ও গম (১) স্থানে ক্রমে জ ও গ আদেশ হয়। যথা—করদ, ভূমিপ, সর্ব্বজ্ঞ, প্রকৃতিস্থ অঙ্গজ, পঙ্কজ, অণ্ডজ, সরোজ, পারগ, খগ, নগ।

২৭৮। ব্রত, শীল ও পৌনঃপুন্য অর্থে ধাতুর উত্তর ণিন্ হয়। ণিনের ইন্ থাকে, যথাসম্ভব গুণ বৃদ্ধি হয়। যথা; বদ-বাদী, অভিলষ-অভিলাষী, অনু-জীবী, প্রিয়-কৃ-প্রিয়কারী, পুত্র-হন্ পুত্রঘাতী।

---

(১) গম ধাতুর উত্তর অ প্রত্যয় হইলে নিম্নলিখিত পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, পত (পক্ষ) গম-পতগ পতঙ্গ পতঙ্গম, ভুজ (বক্র) গম-ভুজগ ভুজঙ্গ ভুজঙ্গম, ত্বরা-গম-তুরগ তুরঙ্গ তুরঙ্গম, উরস- (বক্ষ) গম-উরগ উরঙ্গ উরঙ্গম. বিহায়স্ (আকাশ) গম-বিহগ বিহঙ্গ বিহঙ্গম।

২৭৯। আত্মমনন অর্থে কর্ম্মবাচক পদের পরবর্ত্তী মন ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে খ্য হয়। খ ইৎ গিয়া, উপপদের অন্তে ম আগম হয়। যথা, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মানে এই অর্থে পণ্ডিতম্মন্য। তদ্রূপ কৃতার্থম্মন্য, সুভগম্মন্য।

২৮০। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্বিপ হয়। ক্বিপের কিছুই থাকে না। ক্বিপ প্রত্যয় হইলে গুণ হয় না, এবং হ্রস্বস্বরান্ত ধাতুর উত্তর ৎ হয়। যথা; সদ-সভাসদ্, বিদ-শাস্ত্রবিৎ, জি-শত্রুজিৎ, নী-সেনানী,রাজ-সম্রাট, ভ্রাজ-বিভ্রাট।

২৮১। ইষ, ভিক্ষ ও সনন্ত ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে উ হয়। যথা, ভিক্ষু, জিজ্ঞাসু, পিপাসু, বুভুক্ষু।

২৮২। করণবাচ্যে নী প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ত্র প্রত্যয় হয়। ত্র প্রত্যয় করিলে চরাদি ভিন্ন ধাতুর উত্তর ইট্ হয় না। যথা; নী-নেত্র, স্তু-স্তোত্র, পত-পত্র, দংশ-দংষ্ট্রা। চরাদি-চর-চরিত্র, পু-পবিত্র, বহ-বহিত্র, খন-খনিত্র।

২৮৩। উপপদের পরবর্ত্তী ধা ধাতুর উত্তর অধিকরণবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ই হয়। ই প্রত্যয় পরে

ধা-ধাতুর আকারের লোপ হয়। অধিকরণবাচ্যে—বারিধি, পয়োধি, জলনিধি। ভাববাচ্যে—বিধি, নিধি, সন্ধি, আধি, ব্যাধি।

২৮৪। বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ও ভাববাচ্যে নী (১) প্রত্যয় হয়। যথা; কর্তৃবাচ্যে—ধর-ধরণী, বল-বলনী, রাঁধনী, দেখনী। ভাববাচ্যে—শুননী, বকনী, আঁটনী, ঝাকনী, মাতনী, চলনী।

২৮৫। সু, দুর ও ঈষৎ শব্দের পরবর্তী ধাতুর(২) উত্তর কর্ম্মবাচ্যে অ প্রত্যয় হয়। যথা, সুকর, দুর্গম, দুর্ব্বহ, দুর্লভ।

নিম্নলিখিত পদ গুলি নিপাতনে সিদ্ধ—

ধাতু	প্রত্যয়	বাচ্য	পদ।
গা	অনট্	কর্তৃবাচ্য	গায়ন
নৃৎ	অকট্	,,	নর্ত্তক
রঞ্জ	,,	,,	রঞ্জক
বুধ	অ	,,	বুধ
প্রী	,,	,,	প্রিয়
বদ	,,	,,	প্রিয়ম্বদ, বশম্বদ
দৃশ	,,	,,	অসূর্য্যম্পশ্য

(১) ওয়ালা প্রত্যয় পরে থাকিলে নী স্থানে নে হয়। যথা, পড়নে-ওয়ালা, দেখনেওয়ালা।

(২) কদাচিৎ অ না হইয়া অন হয়। যথা, সুযোধন, দুর্য্যোধন, সুদর্শন।

ভৃ	অ, ই	কর্ত্তৃবাচ্য	বিশ্বম্ভরা, আত্মম্ভরি
বৃ	অ	,,	স্বয়ম্বরা
ধৃ	,,	,,	বসুন্ধরা
কৃ	,,	,,	ভয়ঙ্কর, ক্ষেমঙ্কর, প্রিয়ঙ্কর
দৃশ (১)	,,	,,	তাদৃশ, যাদৃশ, এতাদৃশ, ভবাদৃশ, অস্মাদৃশ, মাদৃশ, যুষ্মাদৃশ, ত্বাদৃশ, ঈদৃশ, অন্যাদৃশ, সদৃশ।
বৃধ	ইষ্ণু	,,	বর্দ্ধিষ্ণু
গৃধ	নু	,,	গৃধ্নু
কম, ভু,	উক	,,	কামুক, ভাবুক,
হন, জাগৃ	,,	,,	ঘাতুক, জাগরূক
দয়, নিদ্রা, তন্দ্রা, শ্রদ্ধা (২)	আলু	,,	দয়ালু, নিদ্রালু, তন্দ্রালু, শ্রদ্ধালু।
ভঞ্জ	উর	,,	ভঙ্গুর
নম, হিন্স, অজস্	র	,,	নম্র, হিংস্র, অজস্র
ইষ	উ	,,	ইচ্ছু
স্থা, ঈশ, নশ	বর	,,	স্থাবর ঈশ্বর, নশ্বর,
কৃ	ত্রিম	,,	কৃত্রিম

---

(১) অপ্রত্যয়ান্ত দৃশ ধাতু পরে থাকিলে, তদ, যদ, এতদ, ভবৎ অস্মদ্ যুষ্মদ্, ইদম, অন্য, সমান শব্দ স্থানে ক্রমে তা, যা, এতা, ভবা অস্মা, যুষ্মা, ঈ, অন্যা ও স আদেশ হয়। এবং একবচনে অস্মদ ও যুষ্মদ শব্দ স্থানে মা ও ত্বা হয়।

(২) নি-দ্রা নিদ্রা, তন্-দ্রা তন্দ্রা, শ্রৎ-ধা শ্রদ্ধা।

২৮৬। ভাববাচ্যে (১) ধাতুর উত্তর অন হয়। যথা ; গমন, ভোজন, শয়ন, দর্শন।

২৮৭। করণ ও অধিকরণবাচ্যে ধাতুর উত্তর অনট্ হয়। যথা, করণবাচ্যে—লোচন, নয়ন, চরণ, করণ, সাধন, ভূষণ, যান, বাহন, অধিরোহণী। অধিকরণ-বাচ্যে—শয়ন, ভবন, স্থান।

২৮৮। ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর ঘঞ হয়। ঘঞের অকার থাকে। যথা ; পচ-পাক, শুচ-শোক, ভুজ-ভোগ, স্বদ-স্বাদ। রঞ্জ, ভঞ্জ ও সঞ্জ ধাতুর উত্তর ঘঞ করিলে ক্রমে রাগ, ভঙ্গ, ও সঙ্গ এই তিন পদ সিদ্ধ হয়।

২৮৯। ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর অ হয়। যথা, জি-জয়, রু-রব, ভী-ভয়, জপ্-জপ, মুহ-মোহ, স্পৃশ-স্পর্শ।

২৯০। প্রত্যয়ান্ত ধাতু, গুরুস্বরবিশিষ্ট ব্যঞ্জ-

---

(১) নন্দ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যেও অন হয়। যথা, নন্দন, মদন, সাধন, শোভন, সহন, তপন, দমন, রমণ, সূদন, ভীষণ, নাশন, ক্রোধন, রোষণ, মণ্ডন, অলঙ্করণ, জ্বলন, বর্দ্ধন।

বন্দ, বেদ ও ণিপ্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তর অন করিলে প্রায় স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা, বন্দনা, বেদনা, অর্চ্চি-অর্চ্চনা, কল্পি-কল্পনা, গণি-গণনা, ঘটি-ঘটনা, প্রতারি-প্রতারণা, ধারি-ধারণা, পারি-পারণা, অবমানি-অবমাননা, যন্ত্রি-যন্ত্রণা, বাসি-বাসনা।

নাস্ত ধাতু, আকারান্ত ধাতু এবং চিন্তাদি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে আ প্রত্যয় (১) হয়। যথা—

প্রত্যয়ান্ত ধাতু—জিজ্ঞাসা, পিপাসা, চিকীর্ষা।

গুরুস্বরবিশিষ্ট—সেবা, নিন্দা, আকাঙ্ক্ষা, পরীক্ষা, রক্ষা, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, প্রশংসা। আকারান্ত—আভা, উপমা, সংজ্ঞা, সংখ্যা, অবস্থা, প্রতিষ্ঠা, আস্থা।

চিন্তাদি—চিন্তা, পূজা, কথা, চর্চ্চা, স্পৃহা, পীড়া, শোভা, দোলা, ত্রপা, ব্যথা, জরা, ত্বরা, কৃপা, তৃষা, ক্ষমা, দয়া, ইচ্ছা (১)।

২৯১। বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে (২) আ প্রত্যয় হয়। আ প্রত্যয় হইলে ওকারান্ত ধাতুর উত্তর য় আগম হয়। যথা, করা, লেখা, বলা, হাসা, দেখা, দেওয়া, লওয়া, শোওয়া।

২৯২। নি প্রত্যয়ান্ত বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে আন প্রত্যয় হয়। আন প্রত্যয় পরে

---

(১) আপ্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। আপ্রত্যয় করিলে ইষ ধাতু স্থানে ইচ্ছ আদেশ হয়।

(২) আ ও আন কর্ম্মবাচ্যেও হইয়া থাকে। যথা—এ কথা বলা হইয়াছে, পুস্তক পড়ান হইল; ইত্যাদি কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ স্থলে আ ও আন কর্ম্মবাচ্যে বিহিত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবেক।

আপ্রত্যয় কদাচিৎ কর্ত্তৃবাচ্যেও হইয়া থাকে। যথা—মনচোরা ধামাধরা। ষষ্ঠ্যন্ত ও সপ্তম্যন্ত হইলে আ ও আন প্রত্যয়ের স্থানে বিকল্পে ইবা হয়। যথা—এরূপ করিবাতে নিতান্ত দুঃখিত আছি। এরূপ করিবার জন্য প্রস্তুত আছি।

থাকিলে ণির লোপ হয়। যথা ; করান, বলান, দেখান, দেওয়ান, লওয়ান, শোওয়ান।

নিম্নলিখিত পদগুলি য—প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

ব্রজ পরিব্রজ্যা, চর চর্য্যা পরিচর্য্যা, মৃগ মৃগয়া, বিদ বিদ্যা, কৃ ক্রিয়া কৃত্যা, হন হত্যা, শী শয্যা।

যজাদি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ন হয়। যথা, যজ যজ্ঞ, যত যত্ন, স্বপ স্বপ্ন, প্রচ্ছ প্রশ্ন, যাচ যাচঞা, তৃষ তৃষ্ণা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রচনা।

বর্ণবিবেক, শব্দ ও ধাতু প্রকরণ সমাপ্ত হইল, অনন্তর অবশিষ্ট প্রকরণ অর্থাৎ রচনা আরব্ধ হইতেছে। যে প্রকরণে অন্বয়ক্রম এবং কাব্যের স্বরূপাদির নিরূপণ হয়, তাহাকে রচনা বলে।

অন্বয় ক্রম।

পদবিন্যাস।

২৯৩। কতিপয় [১] পদ পরস্পর অন্বিত হইয়া, কোন একটি অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারিলে একটি বাক্য হয়। যথা, 'তিনি উঠিয়া চলি-

---

(১) একটি বাক্যে অন্ততঃ দুইটি করিয়া পদ থাকা আবশ্যক। বাক্যের অন্তর্গত পদ সকল সর্ব্বদা উক্ত হয় না, কখন উহ্য ও থাকে। যথা, যাও; এস্থলে তুমি এই পদ উহ্য।

লেন.' 'তিনি উঠিয়া' এই দুইটি পদ পরস্পর অন্বিত বটে, কিন্তু একটি অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, অতএব ইহাকে বাক্য না বলিয়া, বাক্যাংশ বলাই উচিত।

২৯৪। বাক্য দুই প্রকার; মুখ্য ও গৌণ। যে বাক্যের অর্থ প্রধান ভাবে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে মুখ্য বাক্য বলে, এবং যে বাক্যের অর্থ অন্য বাক্যার্থের কার্য্য স্বরূপ হয়, অথবা যে বাক্য অন্য বাক্যের অন্তর্গত পদবিশেষের অর্থ বিবৃত করিয়া দেয়, উহাকে গৌণ বাক্য বলা যায়। যথা; যদি বৃষ্টি হয়, তবে শস্য হইবে; এস্থলে শস্য হওয়া বৃষ্টি হওয়ার কার্য্য; অতএব "যদি বৃষ্টি হয়" এইটি মুখ্যবাক্য এবং "তবে শস্য হইবেক" এইটি গৌণ বাক্য।

অপিচ—তিনি বলিলেন, যে অবিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি হইবেক। এস্থলে উত্তর বাক্য পূর্ব্ববাক্যের অন্তর্গত "বলিলেন" এই ক্রিয়া পদের অর্থ বিবৃত করিতেছে। অতএব 'তিনি বলিলেন' এই বাক্য মুখ্য; 'যে অবিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি হইবেক' এই বাক্য গৌণ।

২৯৫। বাক্যে কর্ত্তৃপদ সর্ব্ব প্রথমে, এবং ক্রিয়া পদ সর্ব্বশেষে প্রযুক্ত হয়। যথা, 'তিনি রামকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন'। কিন্তু অন্বয়-বোধক অব্যয় থাকিলে, উহাই সর্ব্বাগ্রে বসে। যথা, 'অতএব তিনি সকলকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন'।

২৯৬। কর্ম্মপদ ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রযুক্ত হয়। যথা, তিনি পাঠ অভ্যাস করিলেন।

২৯৭। অপাদান পদ চলনাদি ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে থাকে। কিন্তু কর্ম্ম থাকিলে, কর্ম্মের পূর্ব্বেই প্রযুক্ত হয়। যথা ; তিনি বৃক্ষ হইতে পতিত হইলেন, তিনি ডেক্স হইতে পুস্তক লইলেন।

২৯৮। করণপদ কর্ত্তার পরে কিন্তু অপাদানাদির পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয়। যথা, তিনি হস্ত দিয়া ডেক্স হইতে পুস্তক লইলেন।

২৯৯। অধিকরণ পদ আধেয়ের পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সমুদায় বাক্যার্থের আধার হইলে বাক্যের প্রথমে বা কর্ত্তার অব্যবহিত পরে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 'আমি বৃক্ষশাখায় একটি পক্ষী দেখিলাম'। এস্থলে 'বৃক্ষশাখা' সমুদায় বাক্যার্থের আধার নয়, পক্ষীরই আধার, অতএব 'পক্ষী'

এই পদের পূর্ব্বেই প্রযুক্ত হইল। পরন্তু 'সূর্য্য প্রভাতে উদিত হয়,' 'তিনি এই বনে অনেক হিংস্র জন্তু শিকার করিতেছেন,' ইত্যাদি বাক্যে প্রভাত বন প্রভৃতি পদার্থ, সমুদায় বাক্যার্থেরই আধার, অতএব এস্থলে কর্ত্তার অব্যবহিত পরে বসিয়াছে; উহারা বাক্যের প্রথমেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

৩০০। উদ্দেশ্য বা গৌণ কর্ম্ম নিয়তই বিধেয় বা মুখ্য কর্ম্মের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয়। যথা, তাহাকে পুস্তক দেও, কাষ্ঠকে নৌকা কর।

কিন্তু গৌণকর্ম্ম করণ ও অপাদানের পূর্ব্বে অবস্থাপিত হওয়া উচিত। যথা,তাহাকে অশ্বদ্বারা গমন করাইলাম,তাহাকে হস্ত হইতে পুষ্প দিলাম।

৩০১। সম্বন্ধিপদ ষষ্ঠ্যন্ত পদের পরেই থাকে, কিন্তু যে সকল পদ সম্বন্ধিপদের অর্থের পরিচায়ক তাহারা উভয়ের মধ্যে অবস্থাপিত হইবেক। যথা,

ফরাসিদের আর আত্মরক্ষা করিতে প্রত্যাশা করা নিষ্ফল, ফরাসিদের আর বল প্রকাশ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে প্রত্যাশা করা নিষ্ফল, এই স্থলে "আর আত্মরক্ষা করিতে" এবং "আর বল প্রকাশ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে" এই কয়েক পদ 'প্রত্যাশা করা' এই সম্বন্ধিপদের অর্থ বিবৃত করিয়া দিতেছে। অতএব ফরাসিদের এই ষষ্ঠ্যন্তপদ ও 'প্রত্যাশা করা' এই সম্বন্ধিপদ এই উভয়ের মধ্যে বসিয়াছে।

৩০২। সম্বন্ধিপদের দার্ঢ্যের প্রতীতি করিতে হইলে, অথবা প্রশ্ন করিলে, ষষ্ঠ্যন্ত পদ পরে বসে। যথা—

'পিতা আমার কোথায় রহিলেন।' 'রাজা কহিলেন সখে! আমি নিতান্ত অবোধ নহি, কিন্তু মন আমার কোনক্রমেই প্রবোধ মানিতেছে না।' এ পুস্তক কাহার? এ লেখা কি তাঁহার?

৩০৩। বিশেষণ পদ নিয়তই বিশেষ্যের পূর্ব্ব-বর্ত্তী হয়। কিন্তু বিধেয় (১) বিশেষণ স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। যথা, আমরা বনবাসী বটি, কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে অনভিজ্ঞ নহি।

৩০৪। ক্রিয়ার বিশেষণ—কালবাচক হইলে কর্ত্তার পূর্ব্বে বা পরে বসে, কিন্তু স্থানবাচক হইলে প্রায় পরেই প্রযুক্ত হয়। যথা, কালবাচক—আমি অবিলম্বে যাইব, অথবা অবিলম্বে আমি যাইব, তিনি তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন, অথবা তৎক্ষণাৎ তিনি যাত্রা করিলেন। স্থানবাচক—আমি দূরে গেলাম, তিনি নিকটে আসিলেন।

(১] বিদ্যা, পদ প্রভৃতি সূচক উপাধি বিধেয়-বিশেষণ বলিয়া বিশেষ্যের পরবর্ত্তী হয়। যথা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, উড্‌ড্‌ এক্সোয়ার, এম্‌, এ।

৩০৫। প্রকারাদিবোধক ক্রিয়ার বিশেষণ কর্ত্তৃ-পদ ও ক্রিয়া-পদের মধ্যে যে কোন স্থানে ব্যবহৃত হইতে পারে। যথা,—

তিনি অনায়াসে তুলিলেন, তিনি অনায়াসে কাষ্ঠফলক তুলিলেন, তিনি দাঁত দিয়া অনায়াসে কাষ্ঠফলক তুলি-লেন, তিনি অনায়াসে ভূমি হইতে কাষ্ঠফলক তুলিলেন, তিনি অনায়াসে দাঁত দিয়া ভূমি হইতে কাষ্ঠফলক তুলিলেন, ইত্যাদি।

৩০৬। সম্বন্ধি পদের উদ্দেশ্য বিশেষণ ষষ্ঠ্যন্ত পদের পরেই প্রযুক্ত হয়। যথা, আমার গুণবান পুত্র।

কিন্তু বিশেষণ পদ অনেক বা সুদীর্ঘ হইলে, ষষ্ঠ্যন্ত পদের পূর্ব্বে 'যে' এই সর্ব্বনাম প্রয়োগ করা উচিত, নতুবা অর্থ প্রতীতির ব্যাঘাত জন্মে। যথা—সুধীর, দয়াশীল, সরলপ্রকৃতি যে আমার পুত্র, তিনি কোথায় আছেন। নানাদেশ হইতে নিমন্ত্রিত যে আমার বন্ধুগণ তাহাদিগকে দেখিয়া সকলে প্রীত হইল।

৩০৭। সম্বোধন পদ সর্ব্বদা বাক্যের প্রথমে প্রযুক্ত হয়। সম্বোধন পদের বিশেষণে বিকল্পে সম্বোধনের বিভক্তি হয়। যথা ; হে জয়স্থল বাসী বণিক্! হে চারুহাসিনী কামিনি! হে সুশীলা বালিকে! (১)

(১) পক্ষান্তরে—হে জয়স্থলবাসিন বণিক। হে সুশীলে বালিকে। হে চারুহাসিনি কামিনি।

৩০৮। যে পদের দার্ঢ্য বুঝাইতে হইবে সেই পদ বাক্যের আদিতে প্রযুক্ত হয়, এরূপ স্থলে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সকল খাটে না। যথা,—

অশ্বদ্বারাই আমি গিয়াছিলাম। তাঁহার হস্ত হইতেও সে ব্যক্তি পুস্তক কাড়িয়া লইল। কত সুস্বাদ ফল আমি সে দিবস আনিয়াছিলাম। বলিয়া বসিল সেই কথা, করিয়া ফেলিল এক কাণ্ড।

বাক্যকে সুশ্রাব্য ও বিশদ করিবার নিমিত্ত উপরি উল্লিখিত পদবিন্যাসক্রমের ব্যতিক্রম ঘটে, কিন্তু তৎসমস্ত অবগত হওয়া ভাষার বিশেষ জ্ঞানসাপেক্ষ।

যদ্, তদ্, শব্দের নিত্য সম্বন্ধ।

৩০৯। যদ্ শব্দের সহিত তদ্ শব্দের নিত্য সম্বন্ধ, অর্থাৎ যেস্থলে যদ্ শব্দের প্রয়োগ হয়, তথায় তদ্ শব্দের প্রয়োগ না করিলে (১) আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না। ইহা জানা আবশ্যক যে, যদ্, তদ্, ইদম্, ও কিম্ শব্দের নির্দ্দেশ হইলে, উহাদের বাঙ্গালারূপও বুঝিয়া লইতে হইবেক; অর্থাৎ

---

(১) ইদম বা এতদ্ শব্দ পূর্ব্ববাক্যে প্রযুক্ত হইলে, উত্তর বাক্যস্থিত যদ্ শব্দের দ্বারা তদ্ শব্দের বিকল্পে আকাঙ্ক্ষা হয়। যথা,

"ইনি কিলো রামচন্দ্র, যার বিমাতায়।
নবীন বয়সে জটা পরালে মাথায়।"

"সেই কি এই দশাননর্ যাহার প্রতাপে ত্রিভুবন কম্পিত হইয়াছিল।"

যদ্ শব্দে যে, যাহা; তদ্ শব্দে সে, তাহা; ইদম্ শব্দে এ, ইহা; এবং কিম্ শব্দে কি, কে, কাহা; এপ্রকারও বুঝাইয়া থাকে। যথা—

তিনি যাহাকে ভাল বাসেন, আমিও তাহাকে ভাল বাসি; যিনি জীব দিয়াছেন, তিনিই আহার দিবেন। যৎকালে রামচন্দ্র রাজা ছিলেন, তৎকালে প্রজাবর্গের সর্ব্ব বিষয়ে মহাসুখ স্বচ্ছন্দ ছিল। যেমন মতি তেমতি গতি।

কিন্তু পূর্ব্ববাক্যে যদ্ শব্দের দ্বিত্ব হইলে, উত্তর বাক্যে তদ্ শব্দের দ্বিত্ব হয় না, একবারই প্রয়োগ হয় (১) অথবা আদপে প্রয়োগ হয় না। যথা; তিনি, যাহা যাহা বলিলেন, তাহা সব শুনিয়াছি; অথবা, তিনি যাহা যাহা বলিলেন, সব শুনিয়াছি। তিনি যাহাকে যাহাকে ডাকিলেন, সে সকল লোকই আসিয়াছে। অথবা, তিনি যাহাকে যাহাকে ডাকিলেন, সকলেই আসিয়াছে।

নিম্নলিখিত স্থলে এই নিয়মের ব্যভিচার হয়।

(ক) যেখানে যদ্ শব্দযুক্ত বাক্যের সমাপিকাক্রিয়া উহ্য হয়, অথবা আর একটি সমাপিকা ক্রিয়ার সন্নিকৃষ্ট হয়, তথায় তদ্ শব্দ উহ্য থাকে। যথা—

"যাহা শুনিবার শুনিলাম," "যাহা বাঞ্ছনীয় পাইলাম," এস্থলে ছিল এই ক্রিয়া উহ্য।

---

(১) কিন্তু 'সেই' এই সর্ব্বনাম শব্দের দ্বিত্ব হয়। যথা, তিনি যাহা যাহা বলিলেন,সেই সেই কথা শুনিয়াছি। তিনি যাহাকে যাহাকে ডাকিলেন, সেই সেই লোক আসিল।

"যাহা ভবিতব্য ছিল ঘটিয়াছে," "আমরা প্রিয়সখীর জন্ম বৃত্তান্ত যে রূপ শুনিয়াছি কহিতেছি," এ স্থলে ছিল ও ঘটিয়াছে শুনিয়াছি, ও কহিয়াছি এই দুইটি ক্রিয়াযুগল পরস্পর সন্নিকৃষ্ট।

(খ) যেখানে যদ্ শব্দে যথেচ্ছ বিষয় বুঝায়, তথায় তদ্ শব্দের প্রয়োগ হয় না। যথা, "যা বল কিন্তু আমার সন্দেহ দূর হইবেক না"।

(গ) উত্তর বাক্যে যদ্ শব্দের প্রয়োগ হইলে পূর্ব্ব বাক্যে তদ্ শব্দের আকাঙ্ক্ষা হয় না। যথা, নেপোলিয়নকে স্বচক্ষে দেখিলাম, যাঁহার অসাধারণ গুণগ্রামে সকলে চমৎকৃত হইয়াছিল।

কিন্তু দার্ঢ্য বুঝাইতে হইলে, এরূপ স্থলেও তদ্ শব্দের প্রয়োগ আবশ্যক। যথা, সেই নেপোলিয়নকে স্বচক্ষে দেখিলাম, যাঁহার অসাধারণ গুণগ্রামে সকলে চমৎকৃত হইতেছে।

(ঘ) যদ্ শব্দ অন্বয়-বোধক অব্যয় অথবা বাক্যালঙ্কার রূপে ব্যবহৃত হইলে তৎ শব্দের প্রয়োগ হয় না। যথা (১)—তিনি বলিলেন যে, শীঘ্রই কার্য্যসিদ্ধি হইবেক। তিনি যে মারা

---

(১) যখন, যদি, যে পর্য্যন্ত, যে অবধি প্রভৃতি শব্দ, অনেক পদ ব্যবহিত না হইলে তদ্ শব্দের আকাঙ্ক্ষা করে না। যথা, 'যখন যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই অসাধারণ' 'যদি আমার ভাগ্যে এরূপ ঘটে অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিব,' 'যেপর্য্যন্ত তিনি না আসেন, সকলেই পথ চাহিয়া থাকে'। উপরি উক্ত পদগুলি অনেক পদব্যবহিত হইলে, তদ্ শব্দের আকাঙ্ক্ষা করে। যথা—'যখন শুনিলাম কৃষ্ণ লোক হিতার্থ কুরুদিগের বিরোধ ভঞ্জন করিতে আসিয়া, অকৃতার্থ প্রতিগমন করিয়াছেন, তখন আর বিজয়ের আশা করি নাই।'

পড়িলেন। আমরা ঘাতক নহি যে, বিনা যুদ্ধে প্রাণনাশ করিব। আমি যে এই বলিলাম।

(ঙ) যদ্‌ শব্দ ক্রিয়ার বিশেষণ স্বরূপ প্রযুক্ত হইলে বিকল্পে তদ্‌ শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা—

"আমি যে এলাম,তাহা কেহই স্বীকার করিবেক না", "দেখ এই অঙ্গুরীয় যে পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে, কাহারও মনে ছিল না।" "কেন যে আমার হস্ত পদ কাঁপিয়া উঠিল, কিছুই বলিতে পারি না।"

(চ) অনবধারণ অর্থ বুঝাইলে তদ্‌ শব্দের প্রয়োগ হয় না। যথা, যে কোন পাত্রকে কন্যাদান করিবে কি? তিনি যে কোন দিন যাইবেন।

(ছ) যদ্‌ ও তদ্‌ শব্দ এক বিভক্তিযুক্ত হইয়া এক-বাক্যে অব্যবহিত ভাবে প্রযুক্ত হইলে, আর তদ শব্দান্তরের আকাঙ্ক্ষা হয় না। যথা—

'যে সে নয়, ইনি দুর্ব্বাসা'। 'কোন গুন নাই, যথা তথা ঠাঁই'।

(জ) কোন বস্তু বা ব্যক্তির বিষয় পূর্ব্বে একবার উল্লেখ হইলে তদ্‌ শব্দ যদ্‌ শব্দের আকাঙ্ক্ষা করে না। যথা, রাম পুস্তক লইয়া স্কুলে আসিলেন। তৎপরে, তিনি উহা পাঠ করিতে মনোনিবেশ করিলেন।

(ঝ) তদ্‌ শব্দ দ্বারা প্রসিদ্ধ কিম্বা পূর্ব্ব-পরিচিত বিষয়ের নির্দ্দেশ হইলে, যদ্‌ শব্দ সম্বলিত বাক্য কখন উহ্য হয়, কখন বা উক্ত হয়। যথা, সেই বিরাট নগরে উপস্থিত হইলাম;

অথবা সেই বিরাট নগরে উপস্থিত হইলাম, যেখানে পাণ্ডবেরা এক বৎসরকাল অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন।

অব্যয়।

৩১০। যেমন যদ্ শব্দ তদ্ শব্দের আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনি কতকগুলি অন্বয়-বোধক অব্যয়শব্দ স্ব স্ব অনুরূপ অব্যয় শব্দের অপেক্ষা করে। যথা,

যদি .. তবে, তাহা হইলে।

যদ্যপি / যদিস্যাৎ / যদিও } .. তথাপি, তত্রাপি, তথাচ, তত্রাচ, তবু।

বরং, বরঞ্চ .. তথাপি, তত্রাপি, তবু।

হয় .. নয়, না হয়।

নয় .. নয় (নয় ভাল নয় মন্দ।)

না .. না [সে না হিঁদু, না মুষলমান।]

অপেক্ষা / হইতে, চেয়ে } বরং বরঞ্চ, (কুপুত্রের চেয়ে বরং বন্ধ্যা হওয়া ভাল)

৩১১। অনেক পদ কিম্বা বাক্য একত্র গ্রথিত করিতে হইলে, শেষ পদের বা শেষ বাক্যের পূর্ব্বে সমুচ্চয়ার্থক অব্যয় বসাইলেই চলে। যথা, তিনি কুল, শীল, রূপ ও সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন। (১)

---

(১) যুগপৎ অনেক যুগ্মপদের প্রয়োগ হইলে; কেবল প্রত্যেক যুগ্মের

৩১২। বৈভাষিক অব্যয়ের মধ্যে বা, কিম্বা, অথবা প্রভৃতিকে সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়ের ন্যায় কেবল শেষে বসাইলেই চলে। যথা, 'সেস্থানে হরি, কৃষ্ণ অথবা যাদব ছিলেন না'। কিন্তু না, কি প্রভৃতি অব্যয় শব্দকে বারম্বার প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, না অর্থ না সামর্থ্য ; কি ধনী কি নির্ধন ইত্যাদি।

৩১৩। অন্বয়বোধক অব্যয় শব্দ, সমস্ত-পদের অন্তর্গত উত্তর-পদের সহিত, পূর্ব্ববর্ত্তী অসমস্ত পদেরও অন্বয় করিয়া দেয়। কিন্তু এরূপ নিয়ম তৎপুরুষ সমাসেই খাটিয়া থাকে।

"সেই কানন অপ্সরা ও কিন্নরগণে পরিপূর্ণ;" 'এই দস্যুদল এককালে দয়া ও ধর্ম্মভয়বর্জ্জিত ছিল'। ইত্যাদি স্থলে

মধ্যেই সমুচ্চয়ার্থক অব্যয় শব্দ প্রযুক্ত হয়। যথা; "অনতিচিরকালের মধ্যেই ইংরাজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অনেকানেক স্থান, রাস্তা ও ঘাট সেতু ও বাঁধ, কুল্যা ও প্রণালী, প্রাসাদ ও সৈন্যাগারে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।' অপিচ, 'এই সংগ্রামে লার্ড আকলাণ্ডের দুর্নীতি ও অবসাদ, সর উইলিয়মের প্রমাদ ও কূটমন্ত্রণা, আফগানগণের স্বদেশানুরাগ ও নৃশংসতা, ইংরাজ জাতির অকুতোভয়তা ও বৈরনির্য্যাতন; রণজিতের চাতুর্য্য ও সাহসুজার বৈধুর্য্য, দোস্তমহম্মদের ঔদারতা ও আকবর খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা, জেনেরেল এলফিনিষ্টনের কাপুরুষতা ও মেজরসেল্‌টনের নিবন্ধপরায়ণতা, লার্ড এলেম্বরার চলচিত্ততা ও জেনেরেল পলকের অধ্যবসায়, এই সমস্ত মনে করিলে এককালে ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়।'

অপ্সরোগণ ও কিন্নরগণ, দয়াবর্জ্জিত ও ধর্ম্মভয়বর্জ্জিত ছিল, এই প্রকার অর্থের প্রতীতি হইবেক।

৩১৪। সংস্কৃত ঋকারান্ত শব্দের পর বাঙ্গালা শব্দ থাকিয়া সমাস হইলে, উহা সংস্কৃত সূত্রানুসারে প্রথমান্ত (১) হইয়াই ব্যবহৃত হয়। যথা, কর্ত্তাভজা, পিতাঠাকুর। এস্থলে কর্ত্তৃভজা, পিতৃঠাকুর, এরূপ হইবেক না।

৩১৫। গুলি গুলা এই দুইটি শব্দ পরে থাকিলে সংস্কৃত শব্দ প্রথমান্ত হইয়া প্রযুক্ত হয়। যথা, পক্ষী গুলি উড়িয়া গেল, হস্তী গুলা ধরা পড়িল।

৩১৬। গণ ও সমুদয় শব্দ পরে থাকিলে, বিকল্পে প্রথমান্ত হয়। যথা, বিদ্বান্ গণ বা বিদ্বদ্গণ, যোদ্ধাগণ বা যোদ্ধৃগণ, রাজা সমুদয় বা রাজসমুদয়।

৩১৭। অন্বয়বোধক অব্যয় শব্দ পূর্ব্বপদের বিশেষণের সহিত পরপদেরও অন্বয় করিয়া দেয়। যথা—

তাঁহার মনোরম রূপ ও আচরণে সকলে পুলকিত হইল। এস্থলে মনোরম, আচরণ পদেরও বিশেষণরূপে অন্বিত হইতেছে।

---

(১) শব্দরূপ ও ৫৪ পৃষ্ঠায় (ক) নোটে দেখ।

৩১৮। কিন্তু দার্ঢ্য বুঝাইলে ঈদৃশ স্থলে বিশেষণের পুনরুক্তি হওয়া উচিত। যথা—

'যদিও আমরা জাতি, ভাষা, ধর্ম্ম ও আচার বিষয়ে পরস্পর বিভিন্ন, তথাপি সকলেই একরূপ কৃতজ্ঞতা ও একরূপ ভক্তি-সহকারে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতেছি।'

৩১৯। অন্বয়বোধক অব্যয় শব্দ চরম পদস্থিত বিভক্তি বা বিভক্তিপ্রতিরূপকের সহিত পূর্ব্ব পদের অন্বয় করিয়া দেয়। যথা—

"সেতু ও বাঁধ, কুল্যা ও প্রণালী, প্রাসাদ ও সৈন্যাগারে পরিপূর্ণ,, এস্থলে 'সৈন্যাগারে' পদস্থিত এই সপ্তমী বিভক্তির সহিত সেতু, বাঁধ, কুল্যা, প্রণালী এই কয়েক পদের অন্বয় হইতেছে। অপিচ,

"উপদেষ্টব্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার, এবং উপদেশ প্রণালীর চমৎকারিত্ব ও অভিনবত্ব প্রযুক্ত, ভূরি ভূরি শ্রোতৃসমাগম হইল।" এখানে "প্রযুক্ত" এই বিভক্তিপ্রতিরূপক অব্যয়ের সহিত 'অধিকার এবং চমৎকারিত্ব" পদেরও অন্বয় হইতেছে।

৩২০। কিন্তু দার্ঢ্য বুঝাইলে বিভক্তি ও বিভক্তিপ্রতিরূপক অব্যয়ের পুনরুক্তি হয়। যথা—

কি প্রাসাদে, কি কান্তারে চন্দ্রের কান্তি সমভাবেই প্রকাশ পায়; "কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্র তোমারে হেরি" না গুরুজনের না বন্ধুবান্ধবের কথা শুনিয়াছে। যেমন তাঁহার মহৎ গুণে, তেমনি তাঁহার উৎকট দোষেও সকলের বিস্ময়

জন্মিত। যেরূপ বুদ্ধিদ্বারা, তেমনি বিদ্যাদ্বারা, কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। হয় প্যারিষের অধিকার প্রযুক্ত, না হয় জর্ম্মাণদিগের পরস্পর অকৌশল নিবন্ধন, এই সংগ্রামের অবসান হইবেক।

৩২১। দার্ঢ্য বুঝাইলে ষষ্ঠ্যন্ত পদের পুনরুক্তি হয়। যথা—

"তাঁহার মার্জ্জিত বুদ্ধি, তাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় ও তাঁহার ঐকান্তিক কার্য্যানুরাগ; তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত কার্য্যপরম্পরায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে"।

৩২২। অন্বয়বোধক অব্যয় দ্বারা অনেক পদ একত্র গ্রথিত করিতে হইলে, যে পদ অপেক্ষাকৃত অল্পাক্ষর, তাহাই সর্ব্বাগ্রে অবস্থাপিত হওয়া উচিত। যথা,—

রাম, ভুবন, হলধর ও হরিচরণ তথায় উপস্থিত হইল। ভীষ্মদেব, তেজস্বী, ন্যায়বান, পরোপকারী ও উৎসাহসম্পন্ন ছিলেন। কি ধনী কি নির্ধন। (১)

৩২৩। আবেগ বুঝাইলে অন্বয়বোধক অব্যয়ের প্রয়োগ হয় না। যথা—

(১) কিন্তু পদার্থ নিচয়ের স্বভাবতঃ যে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম আছে, তদ্বিরুদ্ধে এ নিয়ম খাটে না। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র ইহার পরিবর্ত্তে বুধ, শুক্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি বলা অনুচিত। যুধিষ্ঠির, ভীম এবং অর্জ্জুন না বলিয়া, ভীম, অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠির এরূপ পদবিন্যাস করা অসাধু।

"যখন শুনিলাম কর্ণমতানুযায়ী ঘোষযাত্রা প্রস্থিত মৎ-পুত্রগণকে গন্ধর্ব্বেরা বদ্ধ করিয়াছিল, অর্জ্জুন তাহাদের উদ্ধার করিয়াছেন, তখন আর বিজয়াশা করি না "। এস্থলে অর্জ্জুন পদের পূর্ব্বে 'কিন্তু' এই পদ উহ্য। 'কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, কিছুই মনে পড়িতেছে না'। এখানে " দেখিলাম" এই পদের পর এবং এই পদ উহ্য।

৩২৪। যেস্থলে অনেক পদ কোন এক পদের পরিচায়ক হয়, তথায় অন্বয়বোধক অব্যয়ের বিকল্পে প্রয়োগ হয় না। যথা—

'রাম, ভুবন, যাদব কেহই উপস্থিত ছিলেন না,' 'রাম, ভুবন, যাদব সকলেই বিস্মিত হইলেন।' পক্ষান্তরে—' কি রাম কি ভুবন, কি যাদব, কেহই উপস্থিত ছিলেন না;' 'রাম ভুবন, এবং যাদব সকলেই বিস্মিত হইলেন।' এখানে রাম, ভুবন ও যাদব এই তিনটি পদ 'কেহই' বা 'সকলেই' এই পদের পরিচায়ক।

৩২৫। অন্বয়বোধক 'যে' এই অব্যয় শব্দ বিকল্পে [১] প্রযুক্ত হয়। যথা—

(১) কিন্তু গৌণবাক্য স্বল্পায়ত হইলে সচরাচর 'যে' এই পদের অধ্যাহারই দেখা যায়। যথা—" কর্ম্মচারীদিগের উপর এই আদেশ ছিল অনাথ বালক দেখিলে তাঁহার নিকট আনিয়া দিবেক'; ' স্নেহের স্বভাবই এই অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে; 'রাজা কহিলেন দুষ্মন্ত গোপনে কোন কর্ম্ম করে না'।

তিনি বলিলেন যে সকলেই যেন উপস্থিত হন ; অথবা, তিনি বলিলেন সকলেই যেন উপস্থিত হন।

৩২৬। যথায় 'যে' এই অব্যয় মুখ্যবাক্যের অন্তর্গত কোন প্রকার-বোধক পদের অর্থ বিবৃত করিয়া দেয়, তথায় নিত্য প্রযুক্ত হয়। যথা,—

তিনি ঈদৃশ কাতর হইলেন, যে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুজল পতিত হইতে লাগিল। তিনি এরূপ কথা বলিলেন, যে কেহই ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। তিনি এত উচ্চ তরুশাখা হইতে পতিত হইলেন, যে তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি এপ্রকার দ্রুতগামী অশ্বদ্বারা যাইতে লাগিলেন, যে এক ঘণ্টার মধ্যে ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে পারিলেন।

৩২৭। প্রকারবোধক পদের পরিচায়ক না হইলে, 'যে' এই অব্যয় পূর্ব্ব সূত্রানুসারে বিকল্পে প্রযুক্ত হয়। যথা—

'ভবাদৃশ লোক বলিয়াছেন, তাহার শাসন করা উচিত', অথবা, 'যে তাহার শাসন করা উচিত।' 'তিনি তাদৃশ শোকে বিহ্বলিত হইয়া জানাইলেন, তাঁহাকে অবকাশ দিতে হইবে', অথবা, 'যে তাঁহাকে অবকাশ দিতে হইবে।'

৩২৮। গৌণ-বাক্যে কিম্ শব্দের প্রয়োগ থাকিলে অন্বয়বোধক 'যে' অব্যয়ের প্রয়োগ না হইয়া, মুখ্য-বাক্যে বিকল্পে তদ্ শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা—

'কেনই যে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, বলিতে পারি না, 'কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া, অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য'। 'কই কি অভিজ্ঞান দেখাইবে, দেখাও'। 'কি অবস্থায় ও কি কারণে দন্ত বিক্রয় করিয়া টাকা লইতে আসিয়াছে' কন্যা সজল নয়নে সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিল'। তিনি কিরূপ লোক তাহা (১) আমি জানি না।

৩২৯। মুখ্যবাক্যে কিম্ শব্দ প্রযুক্ত হইলে, যে অব্যয় নিত্য ব্যবহৃত হয়। যথা—

'এমন সময় এখানে কোন ঋষিকুমার নাই, যে ছাড়াইয়া দেয়'; তাঁহার কতদূর ক্ষমতা যে সকলের কথা অবজ্ঞা করিবেন।

৩৩০। পরবর্ত্তী মুখ্যবাক্যে প্রকারবোধক তদ্ শব্দ বা ইদম্ শব্দের প্রয়োগ হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তী গৌণ বাক্যে যে অব্যয় ও যদ্ শব্দ উহ্য থাকে। যথা—

'দশ টাকা উপস্বত্ব হয়, তাদৃশ সম্পত্তি নাই;' অর্থাৎ যাহা দ্বারা দশ টাকা উপস্বত্ব হয়, সেরূপ সম্পত্তি নাই। 'সাহায্য করে, ঈদৃশ বন্ধু নাই,' অর্থাৎ যে সাহায্য করে এমন বন্ধু নাই।

৩৩১। কিন্তু এরূপ স্থলে গৌণবাক্য পরবর্ত্তী হইলে যে অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা—

এমন সম্পত্তি নাই যে দশ টাকা উপস্বত্ব হয়। ঈদৃশ বন্ধু নাই যে সাহায্য করে।

৩৩২। পূর্ব্ববর্ত্তী গৌণবাক্যে যদ্ ও কিম্ শব্দ

(১) এরূপ স্থলে তদ্ শব্দের প্রয়োগ অত্যন্ত বিরল।

যুগপৎ এক পদের বিশেষণ হইলে, অন্বয়বোধক যে অব্যয়ের প্রয়োগ হয় না এবং মুখ্যবাক্যে বিকল্পে তদ্ বা কিম্ শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা—

'লোক যত কেন পাষণ্ড হউক, সমাজের নিকট অপযশের ভাজন হইতে চাহে না;' অথবা, 'কেহ অপযশের ভাজন হইতে চাহে না।' 'তাহার স্বার্থপরতা যত কেন প্রবল হউক না, স্ত্রীপুত্রকে অবশ্যই প্রতিপালন করিবে;' অথবা, 'সে স্ত্রীপুত্রকে অবশ্যই প্রতিপালন করিবে।'

সংজ্ঞা ও কারক।

সংজ্ঞা শব্দের অর্থ নাম, অর্থাৎ বিশেষ্য। সংজ্ঞা পাঁচ প্রকার, জাতিবাচী, গুণবাচী, ক্রিয়াবাচী দ্রব্যবাচী ও ব্যক্তিবাচী; ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

৩৩৩। সংজ্ঞা আরো দুই প্রকার, সাধারণ সংজ্ঞা ও বিশেষ সংজ্ঞা। যথা প্রাণী শব্দ সাধারণ সংজ্ঞা; মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি প্রাণী শব্দের বিশেষ সংজ্ঞা; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি, মনুষ্য শব্দের বিশেষ সংজ্ঞা; রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি আবার ব্রাহ্মণ শব্দের বিশেষ সংজ্ঞা; তেমনি মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়

প্রভৃতি রাঢ়ী শব্দের বিশেষ সংজ্ঞা। ইত্যাদি প্রকার পরিগণনা করিলে সর্ব্বশেষে ব্যক্তিবাচক শব্দই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ সংজ্ঞা বলিয়া প্রতীয়মান হইবেক।

৩৩৪। দৃষ্টান্তস্থলে ব্যক্তিবাচী শব্দ জাতিবাচী বা সাধারণ সংজ্ঞা রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গালা প্রদেশের বিক্রমাদিত্য; চৈতন্য দেব এদেশের লূথার; মহারাজ অশোক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কনষ্টাণ্টাইন; অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের তুল্য বিদ্যোৎসাহী, লূথারের ন্যায় ধর্ম্মের সংস্থাপয়িতা, সম্রাট্ কনষ্টাণ্টাইনের তুল্য ধর্ম্মপ্রচারক।

তদ্রূপ, সাধারণ সংজ্ঞাবাচী শব্দ একের অসাধারণত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যক্তিবাচী হইয়া ব্যবহৃত হয়। যথা, সরস্বতীর বর পুত্র অর্থাৎ কবি কালিদাস।

৩৩৫। রচনার দার্ঢ্য সম্পাদনার্থ ব্যক্তির বিশে-ষণযোগ্য শব্দ জাতি বা গুণবাচী শব্দের বিশেষণ হইয়া প্রযুক্ত হয়। যথা, লুব্ধ আশ্বাস, নৃশংস প্রথা, প্রজাপীড়ক রাজ্যতন্ত্র, অভ্রান্ত চিহ্ন সকল, ইত্যাদি স্থলে লুব্ধাদি শব্দ ব্যক্তির বিশেষণযোগ্য

হইলেও আশ্বাস প্রভৃতি শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

৩৩৬। তপ্রত্যয়ান্ত শব্দ সচরাচর বিশেষণ হয়; কিন্তু সময়ে সময়ে সংজ্ঞারূপেও প্রযুক্ত হয়। যথা, উচিতাধিক, নিমন্ত্রিতগণ, যথেষ্ট, যথাপ্রার্থিত ইত্যাদি।

৩৩৭। বীপ্সা নানা প্রকারে প্রকাশ পায়।—

একাকার শব্দদ্বয় দ্বারা (১)—দিন দিন, ক্ষণে ক্ষণে। সমাকার শব্দদ্বয় দ্বারা—খাওয়া দাওয়া, মাওয়া টাওয়া, বলা টলা। সমানার্থক শব্দদ্বয় দ্বারা—অনুনয় বিনয়, বিবাদ বিসম্বাদ, ত্যক্ত বিরক্ত। সমানরূপে প্রতিপোষক শব্দদ্বয় দ্বারা—বলবুদ্ধি, রূপগুণ, দয়া দাক্ষিণ্য, মান সম্ভ্রম, আদব কায়দা। বিরুদ্ধার্থক শব্দদ্বয়দ্বারা—দোষগুণ, ভালমন্দ, কমবেশ, ন্যূনাধিক, শীতগ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ।

৩৩৮। একটি ধাতু বা শব্দের উত্তর একার্থক দুইটি প্রত্যয় হইতে পারে না। অতএব সৌজন্যতা, মাধুর্য্যতা, ধৈর্য্যতা, ব্যবহার্য্যনীয় প্রভৃতির পরিবর্ত্তে

---

(১) বীপ্সাবাচী পদদ্বয়ের মধ্যে অন্বয়বোধক অব্যয় শব্দের প্রয়োগ হয় না। একাকার শব্দ যুগল যেমন আধিক্য ও আতিশয্য প্রকাশ করে, তেমনি কদাচিৎ অল্পতাও সূচিত করিয়া দেয়। যথা, অল্পতা—তোমাকে দুঃখিত দুঃখিত দেখিতেছি। শীত শীত করে। আধিক্য—চোখ ছল ছল করে, বুক দুড় দুড় করে।

যথাক্রমে, সৌজন্য, মাধুর্য্য ধৈর্য্য, ব্যবহার্য্য প্রভৃতি বলাই সাধু ও সঙ্গত।

৩৩৯। যদি ভাববাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় হইয়া কোন পদ নিষ্পন্ন হয়, উহা কদাচ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। তিনি সন্তোষ হইলেন, তুমি বিদায় হইলে, তুমি অপমান হইবে ইত্যাদির পরিবর্ত্তে যথাক্রমে, তিনি সন্তুষ্ট হইলেন, বা তাঁহার সন্তোষ হইল; তুমি বিদায় লইলে, অথবা তোমার বিদায় হইল, তুমি অপমানিত হবে বা তোমার অপমান হইবে, এরূপ বলাই উচিত।

৩৪০। বাঙ্গালা ভাষায় সপ্তমী বিভক্তি প্রায় সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হয়। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, ক্রিয়ার বিশেষণ, ও অধিকরণে, এবং নিমিত্ত, ও হেতু অর্থে সপ্তমী হইয়া থাকে।

৩৪১। কর্ত্তা অনেক স্থলে উহ্য হয়।

(ক) সাধারণসংজ্ঞাবাচী শব্দ—কথনার্থ ধাতুর অভ্যাসার্থক বর্ত্তমান ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে—যথা, মিথিলাবাসীদিগকে মৈথিল বলে; বুদ্ধিকেই বল কহে, ভারতবর্ষকে পৃথিবীর প্রতিকৃতি বলিয়া বর্ণন করে। ইত্যাদি স্থলে 'লোকে,' এই কর্ত্তৃপদ উহ্য রহিয়াছে।

(খ) যেস্থলে সন্নিকৃষ্ট বাক্যার্থ হইতে কর্ত্তৃপদ সহজে

প্রতীয়মান হয়।—যথা,'সে একদিন গৃহস্বামিনীর বাসগৃহ পরিষ্কার করিতেছে। তৎকালে সেই গৃহে অন্য কোন ব্যক্তি ছিল না; এজন্য নির্ভয়ে এক একটি দ্রব্য হস্তে লইয়া কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া যথা স্থানে রাখিয়া দিতেছে'। এস্থলে 'এজন্য' এই পদের পর কর্ত্তা উহ্য হইলেও অনায়াসে বুঝাযাইতেছে। অপিচ, 'কর্ম্মচারীদিগের উপর এই আদেশ ছিল, অনাথ বালক দেখিলে তাঁহার নিকট আনিয়া দিবেক'।

[গ] অস্মদ্ ও যুষ্মদ্ বাচী কর্ত্তা সচরাচর উহ্য হয়। যথা 'এইমাত্র আসিলাম'। তথায় কি যাইবে? কিন্তু দার্ঢ্য বুঝাইলে, হয় না। যথা,'আমিও ইহা করিয়াছি;' 'তুমিই একথা বলিয়াছ'।

[ঘ] গৌণ ও মুখ্যবাক্যের কর্ত্তা এক ব্যক্তি হইলে এবং গৌণ বাক্য কিম্ বা যদ্ শব্দ সম্বলিত হইলে, গৌণবাক্যে কর্ত্তা উহ্য থাকে। যথা,'কি অবস্থায় ও কি কারণে দন্ত বিক্রয় করিয়া টাকা লইতে আসিয়াছে, কন্যা সজল নয়নে সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিল'। এস্থলে 'আসিয়াছে' এই ক্রিয়ার কর্ত্তা সে এই পদ উহ্য। অপিচ,'যেজন্য তাদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন, তিনি তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই'।

[ঙ] মুখ্যবাক্যে প্রকারবোধক ইদম্ বা তদ্ শব্দের প্রয়োগ হইলে গৌণবাক্যে কর্ত্তৃপদ উহ্য হয়। যথা, সাহায্য করে এমন লোক নাই। এরূপ লোক ছিল না যে সাহায্য করে। তাহার তাদৃশ বুদ্ধি নাই যে বিষয় রক্ষা করে।

৩৫৪। কর্ম্ম অনেকস্থলে উহ্য থাকে।

[ক] যেস্থলে সন্নিকৃষ্ট বাক্যার্থ হইতে অনায়াসে কর্ম্মপদের

প্রতীতি হয়, তথায় কর্ম্মপদ উহ্য থাকে। যথা,'এজন্য নির্জ্জনে এক একটি দ্রব্য হস্তে লইয়া কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া যথা-স্থানে রাখিয়া দিতেছে'। এস্থলে 'নিরীক্ষণ করিয়া' ও 'রাখিয়া দিতেছে' এই দুই ক্রিয়ার কর্ম্ম উহ্য।

অচিপ—'কালিদাস কুমার রচনা করিয়া ঐ কুম্ভকার মিত্রকে দেখাইতে যান'। 'তিনি বুঝিতে পারিলেন ভক্তবৎসল ভগবান স্বয়ং আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।' 'তিনিই পরীক্ষিৎ পুত্র রাজাধিরাজ জনমেজয়কে শ্রবণ করান'।

(খ) যেস্থলে কর্ম্ম অনিশ্চিত এবং কেবল ধাত্বর্থেরই নির্ব্বাহ বিষয়ে যোগ্যতা, সম্ভাবনা, বিধি, নিষেধ প্রভৃতির প্রতীতি হয়, তথায় কর্ম্ম উহ্য থাকে। যথা, চোখে দেখে, কাণে শুনিতে পারে; এ কলমে লেখা যায় না।

(গ) যেস্থলে গৌণবাক্য কর্ম্মস্থানীয় হয়, তথায় বিকল্পে কর্ম্ম পদের প্রয়োগ হয়। যথা; তিনি বলিলেন সে কর্ম্ম সহজে সম্পন্ন হইবেক; অথবা তিনি এই কথা বলিলেন যে সে কর্ম্ম সহজে সম্পন্ন হইবেক। এস্থলে "সে কর্ম্ম সহজে সম্পন্ন হই-বেক,, এই গৌণবাক্য "বলিলেন" ক্রিয়ার কর্ম্মস্থানীয়।

(ঘ) যে পদটি গৌণ বাক্যের কর্ম্ম হইতে পারে, উহা যদি * মুখ্যবাক্যে একবার প্রযুক্ত হইয়া প্রকারবোধক ইদম্ শব্দের বিশেষ্য হয়, তাহা হইলে গৌণবাক্যে কর্ম্মপদ উহ্য হয় (১)।

(১) যে পদটি গৌণবাক্যে অধিকরণ হইতে পারে, যদি উহা মুখ্যবাক্যে একবার প্রযুক্ত হইয়া, প্রকারবোধক ইদম শব্দের বিশেষ্য হয়, তাহা হইলে গৌণবাক্যে অধিকরণ পদও উহ্য হইয়া থাকে। যথা, 'এমন দিন নাই, যে, তাহার কথা মনে করিয়াছে'। 'পর্য্যটন করেন নাই তাদৃশ স্থান নাই'।

যথা ‘ অবলম্বন করেন নাই এমন উপায় নাই। এস্থলে মুখ্য বাক্যে ‘উপায়’ শব্দের একবার প্রয়োগ হওয়াতে ‘অবলম্বন করেন’ এই ক্রিয়ার কর্ম্ম উহ্য আছে।

৩৪৩। সমাপিকা ক্রিয়ার যে কর্ত্তা সেই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা হইয়া থাকে। যথা—

‘সে ব্যক্তি একটি দ্রব্য লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেছে’ না বলিয়া আমার যাওয়া হইয়াছে,। ‘তিনি দর্শন করত প্রস্থান করিলেন’। কর্ত্তা তৃতীয়ান্ত হইলে, অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ হয় না; সুতরাং এনিয়ম ও খাটে না। অতএব “রাম কর্ত্তৃক স্কূলে গিয়া, পুস্তকপঠিত হইল’ এরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না।

৩৪৪। ইলে ও ইতে প্রত্যয় হইলে, উক্ত নিয়ম খাটে না। যথা,

তিনি আসিলে সকলে সুখী হয়। তিনি আমাকে একর্ম্ম করিতে নিষেধ করিতেছেন। এস্থলে সমাপিকা ও অসমাপিকা কর্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন।

৩৪৫। যাহাদ্বারা অসমাপিকাক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তদ্বাচক পদ ষষ্ঠ্যন্ত হইয়া যদি সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তার সহিত অন্বিত হয়, তাহা হইলে উক্ত নিয়মের ব্যভিচার হইয়া থাকে। যথা, বারম্বার বলিয়া রামের লজ্জা হইতেছে; এই স্থলে যে রাম দ্বারা ‘ বলিয়া, এই অসমাপিকা ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, উহাই ষষ্ঠ্যন্ত

হইয়া লজ্জা পদের সহিত অন্বিত রহিয়াছে। অতএব এস্থলে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা এক না হইলেও দোষ হইতেছে না।

৩৪৬। ষষ্ঠ্যন্ত পদ উহ্য থাকিলেও, এইরূপ। যথা, বারম্বার দর্শন করত বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে; এই স্থলে 'আমার' এই পদ উহ্য।

৩৪৭। যদি বস্তুবাচক শব্দ অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা হইয়া সমাপিকা ক্রিয়ার সাধন বিষয়ে হেতু হয়, তাহা হইলেও উক্ত নিয়ম খাটে না। যথা, বিদ্যুৎ হইয়া, পথ দেখাযাইতেছে, কৃৎ প্রত্যয় হইয়া পদ সিদ্ধ হয়, জল অগ্নিতে উত্তপ্ত হইয়া বাষ্প উৎপন্ন হয়।

৩৪৮। এক ক্রিয়া একাধিক পদের সহিত অন্বিত হইলে, ক্রিয়া সর্ব্বশেষে (১) প্রযুক্ত হয়। যথা,—

'রামচন্দ্র অবহিত চিত্তে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন'। 'তিনি দয়াবান ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন'।

---

(১) কথনার্থধাতু এবং হও ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ, এরূপ স্থলে কয় সর্ব্বশেষে না হয় সর্ব্ব প্রথমে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 'বেগুনকে বার্ত্তাকু ও কলাকে রম্ভা কহে'। 'উৎকল দেশবাসীদিগকে উড়িয়া বলে, মিথিলাবাসীদিগকে মৈথিল ও ইংলণ্ডবাসীদিগকে ইংরেজ'। 'পুত্রের সুখে পিতা সুখী হন, দুঃখে দুঃখী এবং ঔদাস্যে উদাসীন'।

৩৪৯। কিন্তু অন্বিত পদ বহু-সংখ্যক হইলে ক্রিয়া-সর্ব্ব প্রথমে ও সর্ব্বশেষে বসে, নতুবা পরিষ্কার রূপে অর্থাবগম হয় না। যথা—

"বায়ু তোমার পক্ষদ্বয় রক্ষা করুন, চন্দ্র পৃষ্ঠদেশ, অগ্নি মস্তক, ও বসুগণ সর্ব্বশরীর রক্ষা করুন।" এস্থলে "রক্ষা করুন" এই ক্রিয়াপদের পুনরুক্তি হওয়াতে বাক্যার্থ পরিস্ফুট হইয়াছে।

৩৫০। যেস্থলে কর্ত্তৃপদের বিধেয়-বিষেণ আছে, তথায় স্বার্থে ও অভ্যাসার্থে বিহিত হও বা আছ ধাতুর বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াপদ সচরাচর ঊহ্য থাকে। যথা,—

'এই গ্রন্থ বহুবিধ আচার নিয়মে পরিপূর্ণ'; 'ঐ কানন অপ্সরা ও গান্ধর্ব্বগণের অতি প্রিয়স্থান ;' যিনি সেনাপতি, এলফিনিষ্টন, তিনি একান্ত কার্য্য বিধুর'' ঋণশূন্য ব্যক্তিই সুখী।

৩৫১। আবেগ বুঝাইতে স্বার্থে বিহিত হও ধাতুর অতীতকালেরও ক্রিয়া ঊহ্য হইয়া থাকে। যথা—

"সকলেই আত্মরক্ষণে বিব্রত ও পলাইতে উদ্যত, কেহই দুর্গস্থিত দুর্ভাগ্য লোকগণের পরিত্রাণার্থ যত্নবান হইল না'।

যেস্থলে কিম্ শব্দ সপ্তম্যন্ত হইয়া প্রযুক্ত হয়, তথায় প্রশ্ন বা আবেগ বুঝাইলে আছ ও রহ ধাতুর স্বার্থে বিহিত বর্ত্তমান বা

অতীত কালের ক্রিয়া পদ উহ্য হয়। যথা, ‘ তিনি কোথায় ? হায়! সীতা আমার কোথায়! অর্থাৎ কোথায় আছেন বা রহিলেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে বাক্য দুই প্রকার মুখ্য ও গৌণ; অধুনা গৌণবাক্যের বিষয় কিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে।

৩৫২। গৌণবাক্য আবার দুইপ্রকার, বর্ণয়িতৃ-প্রযোজ্য ও বর্ণনীয়প্রযোজ্য।

বর্ণয়িতাকে বক্তা স্বরূপ বিবেচনা করিয়া যে গৌণবাক্যের পুরুষাদি নিয়মিত হয়, তাহাকে বর্ণয়িতৃপ্রযোজ্য গৌণবাক্য বলা যাইতে পারে। যথা, ‘ অধ্যক্ষ কর্ম্মচারীদিগের উপর এই আদেশ দিয়াছিলেন, যে তাহারা অনাথ বালক দেখিলে তাঁহার নিকট আনিয়া দিবেক।” এস্থলে বর্ণয়িতাকে অর্থাৎ গ্রন্থ-কর্ত্তাকে বক্তা বলিয়া বিবেচনা করা হইতেছে। এবং যেহেতু বক্তা নিয়তই উত্তম পুরুষ, বর্ণয়িতার সমন্ধে, যিনি আদেশ করিয়াছিলেন ও যাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছিল, তদুভয়েই তৃতীয় পুরুষ স্বরূপ; অতএব গৌণবাক্যে তৃতীয় পুরুষীয় সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হইল।

পরন্তু, বর্ণনীয় ব্যক্তিকে বক্তা স্বরূপ বিবেচনা করিয়া যে গৌণবাকের পুরুষাদি নিয়মিত হয়, তাহাকে বর্ণনীয় প্রযোজ্য গৌণবাক্য বলা যাইতে পারে। যথা, “ অধ্যক্ষ কর্ম্মচারীদিগের উপর এই আদেশ দিয়াছিলেন যে, তোমরা অনাথ বালক দেখিলে আমার নিকট আনিয়া দিবে।” এস্থলে বর্ণনীয় ব্যক্তি যে অধ্যক্ষ তিনিই বক্তা বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন, সুতরাং

অধ্যক্ষ, প্রথম পুরুষ ও অধ্যক্ষের সম্বোধ্য কর্ম্মচারিগণ মধ্যম পুরুষ।

৩৫৩। বর্ণয়িতৃপ্রযোজ্য গৌণবাক্যে তদ্ শব্দ এবং বর্ণনীয়প্রযোজ্য গৌণবাক্যে ইদম্ বা এতদ্ শব্দ (১) ব্যবহৃত হয়। যথা—

বর্ণয়িতৃপ্রযোজ্য গৌণবাক্য— { অধ্যক্ষ কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন যে, তাহারা তৎকালে অপটু হইয়া পড়িয়াছে। অধ্যক্ষ কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন যে, তাহারা সেরূপ করিলে শাস্তি পাইবেক।

বর্ণনীয়প্রযোজ্য গৌণবাক্য— { অধ্যক্ষ কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন যে তোমরা এখন অপটু হইয়া পড়িয়াছ। অধ্যক্ষ কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন, যে, তোমরা এরূপ করিলে শাস্তিপাইবে।

৩৫৪। যথায় মুখ্যবাক্যে কথনার্থ ধাতুর ক্রিয়া অথবা কথনার্থ ধাতু (২). হইতে নিষ্পন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়, কেবল সেইস্থলেই উপরিউক্ত দ্বিবিধ গৌণবাক্য সম্ভবিতে পারে।

অন্যবিধ ধাতু মুখ্যবাক্যের সমাপিকা ক্রিয়া হইলে, কেবল বর্ণয়িতৃ-প্রযোজ্য গৌণবাক্যেরই সম্ভাবনা থাকে। যথা,

---

(১) কারণ তদ্ শব্দে পরোক্ষ ও অতীত বস্তু বুঝায়, এবং ইদম্ বা এতদ্ শব্দে প্রত্যক্ষগোচর ও বর্ত্তমান পদার্থের প্রতীতি হয়।

(২) যে স্থলে উভয়বিধ গৌণবাক্য সম্ভবিতে পারে, তথায় বর্ণনীয় প্রযোজ্য গৌণ বাক্যের ব্যবহার বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর সমধিক-হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে।

অধ্যক্ষ কর্ম্মচারীদিগকে এরূপ সহজ প্রণালীতে সেই যন্ত্রের বিষয় বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহারা অল্পকালের মধ্যেই যন্ত্র চালাইতে সমর্থ হইল।

আদেশ, উপদেশ, বিজ্ঞাপন, প্রার্থনা, বর্ণন, অঙ্গীকার, নিয়মকরণ, নিশ্চয়করণ, জিজ্ঞাসা, অভিপ্রায় প্রকাশ, উত্তর প্রদান প্রভৃতি কথনার্থের অন্তর্ভুক্ত।

এস্থলে আর কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

মুখ্যবাক্য।	গৌণবাক্য।	
	বর্ণয়িতৃ প্রযোজ্য।	বর্ণনীয় প্রযোজ্য।
"জজেরা বলিলেন"—	'তাঁহারা ইংলণ্ডে শ্বরের নিযুক্ত'।	'আমরা ইংলণ্ডে শ্বরের নিযুক্ত।
'তাঁহারা উত্তর করিলেন। যে,'	'তাঁহারা ঘাতক নন, যে বিনা যুদ্ধে প্রাণনাশ করিবেন'।	'আমরা ঘাতক নহি, যে বিনা যুদ্ধে প্রাণনাশ করিব'।
'ক্লাইব নবাবকে জানাইলেন, যে',	'তাঁহাকে ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত অবশ্য কোন বন্দোবস্ত করিতে হইবেক'।	'আপনাকে ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত অবশ্য কোন বন্দোবস্ত করিতে হইবেক।

৩৫৫। যদি গৌণবাক্য পূর্ব্ববর্ত্তী (১) হইয়া কিম্

(১) ইহা জানা আবশ্যক যে, গৌণবাক্য কিম্ বা যদ্ শব্দ সম্বলিত হইলে, প্রায় মুখ্যবাক্যের পূর্ব্বগামী হয়।

যদ্ শব্দ সম্বলিত হয়, তাহা হইলে নিয়ত বর্ণয়িতৃ-প্রযোজ্য গৌণবাক্যেরই প্রয়োগ হয়, বর্ণনীয়-প্রযোজ্য গৌণবাক্য প্রয়োগ করিলে অর্থপ্রতীতির ব্যতিক্রম ঘটে।

যথা—“কি কারণে দন্ত বিক্রয় করিয়া টাকা লইতে আসিয়াছে, কন্যা সজল নয়নে সমস্ত বর্ণন করিল।” এস্থলে আসিয়াছে, এই তৃতীয় পুরুষীয় ক্রিয়াপদের পরিবর্ত্তে ‘আসিয়াছি’ এই উত্তম-পুরুষের ক্রিয়া প্রয়োগ করিলে, উহা বর্ণয়িতার অর্থাৎ গ্রন্থকর্ত্তার ক্রিয়া বলিয়া প্রতীত হইত।

অপিচ—“যে জন্য পার্লিয়ামেণ্টে অভিযুক্ত হইয়াছেন তাহা কহিয়া, ক্লাইব নিতান্ত খিদ্যমান হইলেন”।

৩৫৬। যেস্থলে মুখ্যবাক্যের সমাপিকা ক্রিয়া কথনার্থ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়, এবং গৌণবাক্য সেই ক্রিয়াপদের অর্থ বিবৃত করিয়া দেয়, তথায় গৌণ-বাক্যের ক্রিয়াগত কাল মুখ্য বাক্যের ক্রিয়াগত কাল দ্বারা নিয়মিত হয় না; অর্থাৎ মুখ্যবাক্যের ক্রিয়া অতীত হইলে গৌণবাক্যের ক্রিয়া অতীত হইবে, বর্ত্তমান হইলে বর্ত্তমান, এবং ভবিষ্যৎ হইলে ভবিষ্যৎ হইবে, এরূপ নিয়ম সেস্থলে খাটে না।

মুখ্যবাক্য	গৌণবাক্য
বর্ত্তমান	বর্ণয়িতৃ প্রযোজ্য—
'তিনি বলিতেছেন যে,	' তিনি আসিতেছেন, আসিবেন, আসিয়াছেন, আসিলেন । ' &
	বর্ণনীয় প্রযোজ্য—
	' আমি আসিতেছি, আসিব ।' &
অতীত	বর্ণয়িতৃ প্রযোজ্য—
'তিনি বলিলেন যে,	'তিনি আসিতেছেন, আসিবেন, আসিয়াছেন, আসিলেন' । &
	বর্ণনীয় প্রযোজ্য—
	' আমি আসিতেছি, আসিব ।' &
ভবিষ্যৎ	বর্ণয়িতৃ প্রযোজ্য—
' তিনি বলিবেন যে,	'তিনি আসিতেছেন, আসিবেন, আসিয়াছেন, আসিলেন , । &
	বর্ণনীয় প্রযোজ্য—
	' আমি আসিয়াছি; আসিব, । &

৩৫৭। আদেশ, উপদেশ, প্রার্থনা (১) ইচ্ছা, নিশ্চয় ও নিয়ম বাচী পদ মুখ্য বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইদম্ বা এতদ্ শব্দের বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হইলে, গৌণ বাক্যে হয় স্বার্থে বিহিত ভবিষ্যৎ ক্রিয়া, না হয় অভ্যাসার্থ বর্ত্তমান ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় ।

(১) আদেশ, উপদেশ, প্রার্থনা বাচী শব্দের প্রয়োগে, অনুজ্ঞার ক্রিয়াও বিহিত হইতে পারে। যথা, সকলে অবিলম্বে আসুক এরূপ আদেশ করিল।

যথা, " তিনি আসেন বা আসিবেন, এরূপ প্রার্থনা করিল।" " এই নিয়ম হইল, যে সকলে প্রতিদিন দুঘণ্টা করিয়া কর্ম্ম করে বা করিবে।"

(ক) মুখ্যবাক্যে কালবাচক শব্দের প্রয়োগ হইলে গৌণ-বাক্যে স্বার্থে বিহিত বর্ত্তমানের ক্রিয়া হয়। যথা, " ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে এমন সময়ে সকতজঙ্গ স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করি-লেন।"

(খ) মুখ্যবাক্যে অঙ্গীকার ও স্বীকার বাচক শব্দের প্রয়োগ হইলে, গৌণবাক্যে স্বার্থে বিহিত ভবিষ্যৎ ক্রিয়া হয়। যথা " এই অঙ্গীকার করিলেন, যে শীঘ্র কার্য্য সমাধা হইবে।"

(গ) মুখ্যবাক্যে সামর্থ্য ও সম্ভাবনা বাচক শব্দের প্রয়োগ হইলে, গৌণবাক্যে অভ্যাস বা যোগ্যতা অর্থে বিহিত বর্ত্ত-মান ক্রিয়া, অথবা স্বার্থে বিহিত ভবিষ্যৎ ক্রিয়া, ব্যবহৃত হয়। যথা, " দুই ক্রোশ পথ চলে, চলিবে বা চলিতে পারে এমন শক্তি নাই " অথবা " এবার সুফসল হয়, হইবেক, কিম্বা হইতে পারে, এমন সম্ভাবনা ছিল না।"

উপরি উক্ত ভিন্ন অন্য-প্রকার শব্দ ইদম্ বা এতদ্ শব্দের বিশেষ্য রূপে মুখ্যবাক্যে ব্যবহৃত হইলে, গৌণবাক্যে সচরাচর অভ্যাসার্থে বিহিত বর্ত্তমান ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়। যথা, এমন লোক ছিল না যে তত্ত্বাবধারণ করে।

৩৫৮। যেস্থলে গৌণবাক্য মুখ্যবাক্যের অন্ত-র্গত কোন পদের অর্থ বিবৃত করে না, কিন্তু গৌণ-বাক্যের অর্থ মুখ্যবাক্যার্থের কার্য্য স্বরূপ প্রতীয়মান

হয়, তথায় মুখ্যবাক্যের ক্রিয়াগত কাল দ্বারা গৌণবাক্যের ক্রিয়াগত কাল নিয়মিত হয়। অর্থাৎ মুখ্য বাক্যস্থিত ক্রিয়া বর্ত্তমানকালীয় হইলে, গৌণবাক্যের ক্রিয়া বর্ত্তমানকালীয় (১) হয়, অতীত হইলে অতীত, এবং ভবিষ্যৎ হইলে ভবিষ্যৎ হয়। যথা,

'অধ্যক্ষ কর্ম্মচারীদিগকে এরূপ সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতেছেন, যে তাহারা সহজে কল চালাইতেছে'। 'অধ্যক্ষ কর্ম্মচারীদিগকে এরূপ সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহারা সহজে কল চালাইতে লাগিল'। 'অধ্যক্ষ কর্ম্মচারীদিগকে এরূপ সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিবেন, যে তাহারা সহজে কল চালাইতে পারিবে'। এস্থলে সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়াতেই সহজে কল চালাইতে পারিতেছে, অতএব মুখ্যবাক্যের অর্থ গৌণবাক্যার্থের কারণ হইয়াছে।

অপিচ, 'সুরাপানে এরূপ মত্ত হইলেন, যে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না'।

গৌণবাক্য সম্বন্ধীয় আরও নানা বৈচিত্র্য আছে, বাহুল্য-

(১) স্থলবিশেষে মুখ্যবাক্যের ক্রিয়া বর্ত্তমান হইলে, গৌণবাক্যের ক্রিয়া ভবিষ্যৎ-কালীয়ও হইতে পারে। যথা, 'অধ্যক্ষ কর্ম্মচারীদিগকে এরূপ সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, তাহারা সহজে কল চালাইতে পারিবে।' 'যদি তুমি কর, তবে তিনি দিবেন।' 'যদি তুমি বলিয়া থাক তবে তিনি আসিবেন।'

ভয়ে পরিত্যক্ত হইল; উপরি উল্লিখিত নিয়মগুলি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিলে, তৎসমস্ত সুগম হইবেক। (১)।

ষষ্ঠপরিচ্ছেদ।

কাব্য।

৩৫৯। কাব্যপ্রকরণ সাত স্তবকে বিভক্ত। যথা, কাব্য-স্বরূপ, রীতি, গুণ, দোষ, অলঙ্কার, ছন্দ ও ছেদ।

কাব্যস্বরূপ।

৩৬০। শব্দ তিন প্রকার—রূঢ়, যৌগিক, ও যোগরূঢ়।

৩৬১। যে সকল শব্দের অর্থ ব্যুৎপত্তিলভ্য

---

(১) প্রনিধান করিয়া দেখিলে সহজে বোধ হইতে পারে, কোন স্থলে গৌণবাক্য মুখ্যবাক্যের অন্তর্গত পদ-বিশেষের অর্থ বিবৃত করে; কোথায় বা গৌণবাক্যের অর্থ মুখ্যবাক্যার্থের কার্য্য স্বরূপ হয়।

'তিনি এরূপ বলিলেন, যে সকলে পুলকিত হইল।' এস্থলে পুলকিত হওয়া এরূপ বলার কার্য্য; অতএব গৌণবাক্যের কাল মুখ্যবাক্যের ক্রিয়াগত কাল দ্বারা নিয়মিত হইল, অর্থাৎ মুখ্যবাক্যে অতীত কালীয় ক্রিয়া থাকাতে, গৌণবাক্যে ও অতীত ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। 'তিনি বলিলেন যে সকলে পুলকিত হইতেছে, হইবে, হইয়াছে। & এস্থলে পুলকিত হওয়া, বলিলেন এই ক্রিয়ার অর্থ বিবৃত করিতেছে, অর্থাৎ সকলে পুলকিত হইতেছে এই কথা বলিলেন। কি বলিলেন? না সকলে পুলকিত হইতেছে—এই প্রকার প্রশ্ন ও উত্তরের প্রতীতি হইতেছে, কার্য্যকারণ ভাবের প্রতীতি হইতেছে না। সুতরাং 'বলিলেন, এই ক্রিয়া দ্বারা গৌণবাক্য স্থিত ক্রিয়াগত কাল নিয়মিত হইতেছে না।

(১) না হইয়া, অভিধানাদি হইতে প্রতীত হয়, তাহাদিগকে রূঢ় শব্দ বলে। যথা, জল, স্থল, লবণ, তৈল, বলয়, বিড়াল ইত্যাদি।

৩৬২। যেসকল শব্দের অর্থ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থের সমষ্টি স্বরূপ, তাহাদিগকে যৌগিক শব্দ বলে। যথা—পাচক।

এস্থলে পচ ধাতুর অর্থ পাককরা ও অক প্রত্যয়ের অর্থ কর্ত্তৃত্ব, এই উভয়ের অর্থ লইয়া পাচক শব্দের অর্থ পাককর্ত্তা এরূপ প্রতীতি হইতেছে। তদ্রূপ সহিষ্ণু, কৃত্রিম, মুক্তি, ইচ্ছা, রচনা, তদীয়, মৌখিক, জনতা, গাঙ্গেয়, মাধুর্য্য প্রভৃতি শব্দ যৌগিক।

৩৬৩। ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের অন্তর্গত কোন বিশেষ সংজ্ঞার প্রতীতি হইলে, যোগরূঢ় শব্দ বলে। যথা,—পঙ্কজ।

পঙ্কজ শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে পঙ্কে যে জন্মে অর্থাৎ পদ্ম কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি নানা পুষ্পকে বুঝাইতে পারে। কিন্তু শিষ্ট-প্রয়োগ নিবন্ধন পঙ্কজ শব্দে কেবল পদ্মেরই প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং পঙ্কজ শব্দ যোগরূঢ়। তদ্রূপ তুরগ, বিহঙ্গ, মধুকর, পরভৃত প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

---

(১) সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ধাতু, অব্যয় ও সর্ব্বনামের মধ্যে অধিকাংশই রূঢ; কিন্তু বিশেষণ ও সংজ্ঞার মধ্যে অনেকানেক শব্দের ব্যুৎপত্তি নিতান্ত নিগূঢ় হইয়া পড়াতে, রূঢ় বলিয়া পরিগণিত হয়।

৩৬৪। ব্যাকরণ, অভিধান, আপ্তবাক্য, ব্যবহার, সিদ্ধপদসান্নিধ্য এবং সঙ্কেত এই ছয় উপায় দ্বারা শব্দার্থের জ্ঞান হয়।

ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠে শব্দার্থজ্ঞান সকলের ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু শেষোক্ত চারি প্রকার উপায় দ্বারা মাতৃক্রোড় হইতে জীর্ণাবস্থা পর্য্যন্ত সকলেরই সতত অজ্ঞাত শব্দের অর্থ শিক্ষা হইয়া থাকে।

আপ্তবাক্য—বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপদেশ। এই উপায় দ্বারা বালক জননী মুখ হইতে ভাষা অভ্যাস করিতেছে, এবং সকলে নিজ নিজ প্রভু, গুরু, পরিবারবর্গ, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী প্রভৃতির নিকট হইতে সতত শত শত শব্দের অর্থ শিক্ষা করিতেছে। এই উপায় দ্বারা দ্বিসহস্র বৎসরের ও পূর্ব্বে গ্রীষদেশে মহাকাব্য ইলিয়াড্ কতিপয় শতাব্দী কেবল লোক পরম্পরায় অভ্যস্ত হইত এবং ভারতবর্ষে বহ্বায়ত শ্রুতি সকল শিষ্য পরম্পরায় ও পুরুষ-পরম্পরায় অধীত হইত।

ব্যবহার—অন্বয়-ব্যতিরেক, অর্থাৎ অভাব ও সদ্ভাবের জ্ঞান।

এক স্থানে একটি গরু বাঁধা রহিয়াছে ও একটি ঘোঁড়া চরিতেছে। প্রভু সম্মুখস্থিত বালক ভৃত্যকে বলিলেন; ধেনুটি ছাড়িয়া দেও এবং অশ্বটিকে বাঁধ। বালক ভৃত্য এই অন্বয় ব্যতিরেক হইতে ধেনু শব্দে গরু ও অশ্ব শব্দে ঘোঁড়া বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিল।

সিদ্ধ-পদ-সান্নিধ্য—জ্ঞাতার্থ শব্দের সন্নিকর্ষ।

যথা, 'বসন্তকালে পিকগণ কুহু কুহু স্বরে গান করে।' এস্থলে বসন্ত, কুহুস্বর, গান প্রভৃতি পদের অর্থ যাহার জানা আছে, সে অনায়াসে পিক শব্দে কোকিল বলিয়া বুঝিতে পারে।

সঙ্কেত—অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ অবয়ব ভঙ্গী প্রভৃতি।

এই উপায় দ্বারা বণিগ্‌গণ বিদেশে স্ব স্ব বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করে এবং পরিব্রাজকেরা নানাদেশীয় রীতি নীতি আচার ব্যবহার অবগত হন। এই উপায় দ্বারা বাণিজ্যার্থী ইংরাজেরা সর্ব্ব প্রথমে এদেশীয় ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষীয়েরা ইংরাজি ভাষা অভ্যাস করিয়াছিলেন।

৩৬৫। শব্দের অর্থ তিন প্রকার, শক্যার্থ লক্ষার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ।

৩৬৬। ব্যাকরণাদি ছয় উপায় দ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয় তাহাকে শক্যার্থ বলে।

৩৬৭। শক্যার্থ অন্বয়যোগ্য না হওয়াতে, তৎসম্বন্ধীয় যে অর্থান্তর কল্পনা করা যায়, তাহাকে লক্ষ্যার্থ বলে। যথা—

'গঙ্গাবাসী লোক'। এস্থলে, গঙ্গাশব্দের শক্যার্থ যে নদী বিশেষ, তাহাতে কিরূপে লোকের বাস হইতে পারে? অতএব গঙ্গা শব্দে গঙ্গাতীর এই রূপ অর্থ কল্পনা করিলে, 'গঙ্গাবাসীলোক' এই বাক্যে কোন অনুপপত্তি হয় না। সুতরাং এস্থলে গঙ্গা শব্দের লক্ষ্যার্থ গঙ্গাতীর।

অপিচ—'অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ নানাবিধ বিদ্যার আকর ছিল'। এস্থলে, ভারতবর্ষের শক্যার্থ যে দেশ বিশেষ

উহা কি রূপে বিদ্যার আকর হইতে পারে? অতএব ভারত-বর্ষ শব্দে ভারতবর্ষবাসী লোক এই রূপ লক্ষ্যার্থের কল্পনা করিতে হইবেক। (১)

৩৬৮। কোন এক বাক্যের অন্তর্গত পদ সকল স্বীয় স্বীয় অর্থ বুঝাইয়া দিলে পর, বক্তা ও শ্রোতা প্রভৃতির প্রভেদ-নিবন্ধন সেই বাক্যের অর্থ হইতে যে অন্যপ্রকার বাক্যার্থের প্রতীতি হয়, তাহাকে ব্যঙ্গ্যার্থ বলে। যথা—

একজন দস্যু স্বীয় সহচরকে বলিতেছে 'রাস্তায় আর লোক চলে না, চাঁদ ডুবিল'; অর্থাৎ চুরি করিবার সময় উপস্থিত অগ্রসর হও। এস্থলে বক্তার বৈলক্ষণ্য বশতঃ এরূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে। এক বাক্যের নানা ব্যঙ্গ্যার্থ হইতে পারে। যথা, 'সূর্য্য অস্তগত হইলেন,' এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মনে করেন সন্ধ্যাবন্দনের কাল উপস্থিত; গোপালক ভাবে প্রান্তর হইতে গরুর পাল প্রত্যানয়ন করিতে হইবে; কবি বিবেচনা করেন চক্রবাক্ চক্রবাকীর বিরহকাল আরব্ধ হইল। এস্থলে শ্রোতার বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন 'সূর্য্য অস্তগত হইলেন' এই বাক্য হইতে সূর্য্যের অস্তগমন কালে সম্ভাব্য ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার

(১) অনেক স্থলে শক্যার্থের বিপরীত অর্থ কল্পিত হয়, তাহাকে বিপরীত-লক্ষণা বলে। যথা, 'তুমি কি উপকার করিয়াছ, বলিতে পারি না।' অর্থাৎ তুমি অপকার করিয়াছ। 'ঘরে চাল বাড়ন্ত' অর্থাৎ চাল নাই। 'আচ্ছা আসুন তবে,' অর্থাৎ যাউন ইত্যাদি।

প্রতীত হইতেছে। তৎসমস্তই ' সূর্য্য অস্তগত হইলেন ' এই বাক্যের ব্যঙ্গ্যার্থ। (১)

বাক্যে প্রয়োগযোগ্য যে শব্দ, উহাকে পদ বলে। পরস্পর আকাঙ্ক্ষাযুক্ত যে পদ-সমুদায়, উহাকে বাক্য বলে, পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩৬৯। রস বা ভাব-প্রকাশক যে বাক্য তাহাকে কাব্য বলে।

৩৭০। রস নয় প্রকার। শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত। নায়ক নায়িকা সম্বন্ধীয় পূর্ব্বরাগ, সম্ভোগ বা বিরহ বর্ণিত হইলে শৃঙ্গার বা আদিরস প্রকটিত হয়। শকুন্তলা, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি গ্রন্থে শৃঙ্গাররস প্রধান।

৩৭১। যুদ্ধ, ধর্ম্ম, দয়া, দান প্রভৃতি বিষয়ে যে উৎসাহ তাহা বীররস।

অর্জ্জুন, নেপোলিয়ন প্রভৃতি যুদ্ধবীর, যুধিষ্ঠির, সক্রেটিষ প্রভৃতি ধর্ম্মবীর; জীমূতবাহন, হাউয়ার্ড প্রভৃতি দয়াবীর, এবং কর্ণ, হরিশ্চন্দ্র, পঞ্চমচার্লস প্রভৃতি দানবীর।

৩৭২। প্রিয়-বিয়োগ বা অপ্রিয়-সমাগমে যে শোক হয়, তাহাকে করুণ রস বলে।

কাদম্বরী, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি কাব্য করুণরসাত্মক।

---

(১) সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বাঙ্গালা ভাষায় ব্যঙ্গ্যার্থকে শব্দের অর্থ না বলিয়া বাক্যের অর্থ বলাই উচিত।

৩৭৩। বিস্ময়বোধিকা রচনা দ্বারা অদ্ভুত রস প্রকটিত হয়। যথা—

'অপরূপ দেখ আর, হের ভাই কর্ণধার,
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে, সংহারয়ে করিবরে,
উগারয়ে করিয়া আহার॥'

৩৭৪। বিকৃত বাক্য, বেশ, চেষ্টাদি হাস্যকর হইলে, হাস্য রস বলে। যথা—

'দ্রৌপদী কাঁদিয়া বলে বাছা হনুমান।
কহ কহ কৃষ্ণ কথা অমৃত সমান॥'

৩৭৫। ভয়সূচক বর্ণনাতে ভয়ানক রস প্রকটিত হয়। যথা—

'বিপ্রসর্ব্ব দেখি পর্ব্ব, ভোজ্য বস্ত্র সারিছে॥
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায় পাপদক্ষ দায় রে॥'

৩৭৬। ঘৃণাজনক বর্ণনাতে বীভৎস রস প্রকাশ পায়। যথা—

'দেখহ গাছের কাছে, মড়া এক পড়ে আছে,
ফুলে ঢোল দাঁত ছরকুটে।
গলিয়া পড়িছে কায়, শকুনিতে ছিঁড়ে খায়,
পচা গন্ধে নাড়ী পড়ে উঠে॥'

৩৭৭। ক্রোধের উদ্দীপক রচনাতে রৌদ্ররস প্রকটিত হয়। যথা ;

'দেখি পুষ্পশরে, ক্রোধ হৈল হরে,
অটল অচল টলে।
ললাট লোচন, হৈতে হুতাশন,
ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে॥'

৩৭৮। নির্ব্বেদ, বৈরাগ্য, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতির বর্ণনা হইতে শান্তরস প্রকটিত হয়। যথা,

'দুঃখ ভারে পরিপূর্ণ সংসার আলয়।
জন্মিলে বার্দ্ধক্য রোগ মরণ নিশ্চয়॥'

'প্রণয়ের পাত্র যারা, এ তিনে রোধিতে তারা,
সকলি সম্পূর্ণ রূপে, অসমর্থ হয়।
কি কাজে কে লাগে তবে, এই দুখময় ভবে,
পরিশেষে কিবা লাভ, রাখিয়া প্রণয়॥'

৩৭৯। স্নেহ, ভক্তি, আরাধনা, স্বদেশানুরাগ বিদ্যানুরাগ, প্রভৃতি ভাব পদের বাচ্য।

৩৮০। কাব্য দুই প্রকার দৃশ্য ও শ্রব্য।

৩৮১। অভিনয়ের (১) যোগ্য যে কাব্য তাহাকে দৃশ্য কাব্য বা নাটক বলে। যথা, বিধবাবিবাহ, সধবার একাদশী, কৃষ্ণকুমারী ইত্যাদি।

---

(১) অঙ্গভঙ্গী, বাক্য, বেশ, এবং মনোগত ভাবের অনুকরণ করাকে অভিনয় বলে।

৩৮২। যে সকল কাব্য অভিনেয় না হইয়া, কেবল শ্রবণ ও পাঠের যোগ্য হয়, তাহারা শ্রব্য কাব্য। যথা, সীতার বনবাস, রামের রাজ্যাভিষেক, মেঘনাদবধ প্রভৃতি।

৩৮৩। শ্রব্য কাব্য ত্রিবিধ, পদ্য, গদ্য ও মিশ্র।

৩৮৪। ছন্দোবন্ধ-যুক্ত বাক্যময় যে কাব্য তাহাকে পদ্য বলে। পদ্য চারি প্রকার, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য ও গীতকাব্য। অনতিদীর্ঘ সর্গে বিভক্ত, ঋতু, নগর, সভা, উপবন, স্বর্গ, নরক, যুদ্ধ, নদী, অরণ্য, সমুদ্র, পর্ব্বত প্রভৃতি চমৎকারজনক বিষয়ের বর্ণনাতে পূর্ণ এবং কোন এক অসাধারণ ঘটনার রচনাত্মক যে পদ্য, তাহাকে মহাকাব্য বলে। ইহাতে শৃঙ্গার, বীর, করুণ বা শান্ত প্রধান রস স্বরূপ হইয়া, প্রকটিত হয়। যথা,

মেঘনাদবধ, তিলোত্তমা-সম্ভব, পদ্মিনী উপাখ্যান।

৩৮৫। খণ্ডকাব্য অনতিবিস্তৃত; ইহা কোন এক সাধারণ ঘটনার বর্ণনাত্মক হয়, অথবা এক প্রসঙ্গলব্ধ কতিপয় বিষয়ে সংঘটিত হইয়া থাকে। যথা, ঋতুসংহার, মেঘদূত, বীরাঙ্গনাকাব্য।

৩৮৬। পরস্পর অসম্বদ্ধ শ্লোকাবলী একত্র

গ্রথিত হইলে কোষকাব্য বলে। যথা, রসতরঙ্গিনী, সদ্ভাবশতক।

৩৮৭। রাগ তাললয়সম্বলিত কবিতাবলীকে গীতকাব্য বলে। যথা, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীত, রামপ্রসাদী পদ, নিধুর টপ্পা।

৩৮৮। কেবল গদ্য রচনাযুক্ত কাব্যকে গদ্য-কাব্য বলে। গদ্যকাব্য দুই প্রকার উপাখ্যান ও গল্প।

৩৮৯। দেশবিশেষের ও কাল বিশেষের রীতি নীতি বিষয়ক বর্ণনাযুক্ত, নানাবিধ-ঘটনা-সমন্বিত, ইতিহাসাশ্রিত কিম্বা কবিকপোলকল্পিত যে বৃত্তান্ত, উহাকে উপাখ্যান বলে। যথা, সীতার বনবাস, মৃণালিনী, বঙ্গাধিপ-পরাজয়, রাজবালা, কাদম্বরী, ভ্রান্তিবিলাস ইত্যাদি।

৩৯০। উপদেশ বা দৃষ্টান্ত দিবার জন্য পশু-পক্ষিসম্বন্ধীয় যে বৃত্তান্ত, অথবা ইতিহাসমূলক যে ঘটনাবলী, উহাকে গল্প বা কথা বলে। যথা, হিতো-পদেশ, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী।

৩৯১। গদ্য পদ্যময় যে কাব্য, তাহাকে

মিশ্র বা চম্পূকাব্যবলে। যথা, সুধীরঞ্জন, প্রবোধ-প্রভাকর, হিতপ্রভাকর প্রভৃতি।

রীতি।

৩৯২। পদ সংযোজনার যে প্রণালী, তাহাকে রীতি বলে। রীতি দুই প্রকার, দৃঢ়বন্ধনী ও মৃদু-বন্ধনী।

৩৯৩। দৃঢ়বন্ধনী রীতিতে অনেক সমস্ত পদ ও অনেক বিশেষণ থাকে, এবং বাক্য সকল দীর্ঘ, গম্ভীর ও গুর্ব্বর্থক পদে গ্রথিত হয়। এই রীতি বীর, অদ্ভুত, ভয়ানক ও রৌদ্র রসেই অনুমোদ-নীয়। যথা—

'মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গাঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা'॥

'বাজীরাও একজন অসামান্য-ধীশক্তিসম্পন্ন অমাত্য ছিলেন। তাঁহার জয়তৃষ্ণা কৃষ্ণা নদী হইতে আটক দুর্গ পর্য্যন্ত তাবৎ দেশে কথঞ্চিৎ পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার অসমসাহসিক সংকল্প সকল ভারতবর্ষের সমস্ত লোককে ভীত ও চমৎকৃত করিয়াছিল। তিনি সমরাঙ্গণে অতুল বিক্রম ও মন্ত্র-ভবনে দুর্জ্জেয় কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক কি শত্রু কি মিত্র উভয়ের নিকট যৎপরোনাস্তি প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন'।

৩৯৪। মৃদু বন্ধনী রীতিতে ললিত ও সরল পদ বিন্যাস করিতে হয়, এবং ঋজু অন্বয়যুক্ত নাতিদীর্ঘ বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। এই রীতি শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য ও শান্তরসে আদরণীয়। যথা,

'পতিশোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির বহিছে ধারে,
কাম অঙ্গ ভস্ম লেপে অঙ্গে' ॥

'সখে! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমার অনুগমন করি, চিরকাল একত্র ছিলাম, এক্ষণে সহায়হীন বান্ধবহীন হইয়া কিরূপে এই দেহভার বহন করিব। এত দিনের পর অন্ধ হইলাম, দশদিক শূন্য দেখিতেছি। সকলি অন্ধকারময় বোধ হইতেছে'।

৩৯৫। রীতি আরও দুই প্রকার; সংস্কৃত-বহুলা ও প্রাকৃতবহুলা।

৩৯৬। যেস্থলে সংস্কৃত ও সংস্কৃতমূলক শব্দেরই সমধিক প্রয়োগ; কিন্তু ভাষান্তরমূলক চলিত শব্দের তাদৃশ আদর নাই, উহাকে সংস্কৃতবহুলা রীতি বলে। এই রীতি গুরুতর বিষয়ের বর্ণনায় উপ-যোগিনী। যথা,

'ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া

কি একাধিপত্য বিস্তার করিতেছিস! তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস, হিতাহিত বোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস'।

অপিচ—'জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব, বিদ্যার কি মনোহর মূর্ত্তি! বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে। মানবজাতি পশুজাতি অপেক্ষা যত উৎকৃষ্ট, জ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ সুখ ইন্দ্রিয়জনিত সামান্য সুখ অপেক্ষা তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্লযামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যে প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুচারু চিত্ত-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞানতিমিরাবৃত হৃদয়-কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়'।

৩৯৭। যেস্থলে সরল সংস্কৃত শব্দের সহিত ভাবান্তর-মূলক চলিত শব্দের ভূরি ভূরি প্রয়োগ থাকে, তাহাকে প্রাকৃত-বহুলা রীতি বলে। এই রীতি উপাখ্যান ও গল্পে এবং নাটকের অন্তর্গত কথোপকথন ভাগে ও সম্বাদ পত্রে আদরণীয়। যথা,

'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ জ্বালায় অস্থির হইয়া ইতস্ততঃ দৌড়িতে লাগিল। সমুখে যাহাকে দেখে, তাহাকেই বলে, ভাই রে আমার গলা থেকে হাড় খলিয়া দেও, আমি তোমাকে বিলক্ষণ বক্সিস দিব'।

গুণ।

৩৯৮। যাহা দ্বারা কাব্যের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয়, তাহাকে গুণ বলে।

৩৯৯। গুণ ত্রিবিধ, মাধুর্য্য, ওজ ও প্রসাদ।

৪০০। সমাস-বিহীন বা অল্প-সমাসযুক্ত অথচ সুললিত [১] যে পদাবলী, উহার বিন্যাস দ্বারা মাধুর্য্য গুণ প্রকটিত হয়। শৃঙ্গার, করুণ ও শান্ত-রসে এই প্রকার রচনা প্রশস্ত। যথা—

'কেঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে, ধরা তিতে নয়নের জলে।
কপালে কঙ্কণ হানে, অধীরা রুধির-বাণে,
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে'॥

'এই যে প্রিয়ার কোলে নিদ্রিত কুমার।
প্রভাতের তারা যেন উরসে উষার॥
কিবা সুকোমল ভাষে, কেমন মধুর হাসে,
সুশীতল করে সদা হৃদয় আমার।
কেমনে এমন ধন, একেবারে বিসর্জ্জন,
করিয়া যাইবে মন ত্যজিয়া সংসার'॥

---

(১) টবর্গ ভিন্ন বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চমবর্ণ, য র ল এই সকল অসংযুক্ত বর্ণে, এবং ঙ্ক, ঞ্ছ, ন্ন, ঞ্চ, ঙ্গ, ঞ্জ, ন্ত, ন্দ, ন্ধ, ম্প, ম্ফ, ম্ব, ম্ভ এই কয়েক সংযুক্ত বর্ণে গ্রথিত যে পদ তাহাই সুললিত, ও মাধুর্য্য গুণের ব্যঞ্জক হয়।

৪০১। কঠোর (১) ও দীর্ঘ-সমাসযুক্ত পদ সমুদায়ের যে সঙ্ঘটন, তাহা হইতে ওজোগুণ প্রকটিত হয়। বীর, বীভৎস ও রৌদ্ররসে ঈদৃশী রচনা আবশ্যক। যথা—

"মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা'॥

হে যাজ্ঞসেনি! ভীমপরাক্রম ভীমসেন স্বয়ং বজ্রতুল্য গদা প্রহারে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের উরুস্থল নিষ্পিষ্ট করিয়া, তদীয় ক্ষতনির্গত রক্ত দ্বারা আপ্লুত হস্তে তোমার বেণীবন্ধ বিমোচন করিয়া দিবেন।

৪০২। যেগুণ নিবন্ধন শ্রবণমাত্র অবাধেও পরিষ্কাররূপে অর্থপ্রতীতি হয়, তাহাকে প্রসাদ বলে। প্রসাদগুণ সর্ব্ব প্রকার রসে ও রচনাতে প্রশস্ত। যথা,

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে,
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে'।

---

(১) উপরি উল্লিখিত ভিন্ন বর্ণে গ্রথিত যে পদ, তাহা কঠোর ও ওজোগুণের ব্যঞ্জক।

৪০৩। বিবেচনা করিয়া দেখিলে উপরি উল্লিখিত গুণত্রয় রীতির অন্তঃপাতী। অলঙ্কার শাস্ত্রে দোষের অসম্ভাবই গুণপদের বাচ্য। অতএব দোষ কাহাকে বলে এই আকাঙ্ক্ষা হইতেছে।

দোষ।

৪০৪। যাহারা কাব্যের অপকর্ষ সম্পাদন করে, তাহাদিগকে দোষ বলে।

শ্রুতিকটুতা—কর্কশ শব্দের প্রয়োগ।

'কঠোর তপোনুষ্ঠানে মুনি চূড়ামণি।
মোক্ষ লক্ষ্য করি কাল কাটায় অমনি'। (১)

শান্ত রসে কোমল পদ বিন্যাস করাই উচিত।

চ্যুতসংস্কৃতি—ব্যাকরণ দুষ্টতা।

"সৌজন্যতা হেরি তিনি হন পরিতোষ'।

এস্থলে সৌজন্যতার পরিবর্ত্তে সৌজন্য বা সুজনতা, এবং পরিতোষের পরিবর্ত্তে পরিতুষ্ট হইবে।

অপ্রযুক্ততা—যে শব্দ অভিধানে প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, তাহার প্রয়োগ।

"ঈশাক্ষের উষর্ব্বুধে মারা গেল মার।
নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার'॥

---

(১) বীর, বীভৎস ও রৌদ্ররসে শ্রুতিকটুতা দোষাবহ নয়।

উষর্ব্বুধ (অগ্নি), নাক (স্বর্গ), নির্জ্জর (দেবতা) এই তিন শব্দের প্রয়োগ প্রায় দেখা যায় না।

অসমর্থতা—যে শব্দ যে অর্থের বাচক নয়, সেই শব্দ সেই অর্থে প্রয়োগ করা।

'আমার বাক্যেতে দিয়া রাধার নন্দন,
বিরাটতনয় বুঝি কর বিতরণ'।

রাধার নন্দন—কর্ণ, বিরাটতনয়—উত্তর।

নিরর্থকতা—যে পদের সার্থকতা নাই তাহার প্রয়োগ।

উত্তরিলা নম্রভাবে বাসব দেবেন্দ্র।
খললোক ঈর্ষ্যাযুক্ত সদা সর্ব্বক্ষণ।

এখানে দেবেন্দ্র ও সদা শব্দ নিরর্থক।

অশ্লীলতা—অশ্লীল তিন প্রকারে হয়; অমঙ্গল-সূচক, ঘৃণাজনক ও লজ্জাকর।

বিদ্যাসুন্দরে পতিনিন্দা প্রভৃতি।

নিহতার্থতা—নানার্থক শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ।

'গো দিয়া দেখহ আশা হাসে মিত্রপাশে"।

গো-চক্ষু, আশা-দিক; মিত্র-সূর্য্য।

ক্লিষ্টতা—শব্দাড়ম্বর বা দীর্ঘসমাস প্রযুক্ত অর্থ প্রতীতির ব্যাঘাত।

ক্ষীরোদ-তনয়া-পতি বাহনের ডরে।

ক্ষীরোদতনয়া—লক্ষ্মী, তাঁহার পতি বিষ্ণু, তাঁহার বাহন গরুড়।

অনবীকৃততা—এক শব্দের বারম্বার ব্যবহার।

'দেখিয়া সুরেন্দ্র ধনু, দেখিয়া লোহিত ভানু, দেখিয়া জলধি জনু, কত সুখে ভাসে সেই ভাবকের হিয়া'।

এখানে 'দেখিয়া' পদের বারম্বার প্রয়োগ করাতে শুনিতে ভাল লাগিতেছে না।

পুনরুক্ততা—ভিন্নভিন্ন শব্দ দ্বারা এক বিষয়ের বারম্বার বর্ণন।

'সে শোভা তাহারি, রূপের মাধুরী, বচন চাতুরী,
হেরিয়া উথলে ভাব"।

এখানে রূপের মাধুরী পুনরুক্ত হইয়াছে।

অপ্রসিদ্ধতা—কবিদিগের প্রসিদ্ধির (১) বা লোক প্রসিদ্ধির বিরুদ্ধ বর্ণনা।

'চন্দ্রের উদয়ে, নলিনী নিচয়ে, বিকাশে সরসী জলে'।
চন্দ্রের উদয়ে কুমুদেরই বিকাশ, পদ্মের বিকাশ হয় না।

'বিন্ধ্যের কন্দরে, স্বচ্ছন্দে বিহরে, তেজস্বী কেশরী যত'।
বিন্ধ্য পর্ব্বতে সিংহসঞ্চরণ লোকে অপ্রসিদ্ধ।

---

(১) আকাশে ও পাপে মলিনতা, যশে ও হাস্যে ধবলতা, কন্দর্পের পুষ্প ধনু ও পঞ্চবাণ, দিবসে কুমুদনিমীলন ও পদ্মবিকাশ, তারকা, কুমুদিনী ও চকোর চন্দ্রের অনুরাগী; মেঘ গর্জ্জনে ময়ূরের নৃত্য; চক্রবাকমিথুনের রাত্রিবিরহ, ইত্যাদি কবি প্রসিদ্ধ।

ব্যাহতত্ব—উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিধান করিয়া পরে তাহার অন্যথাপাদন করা।

'নয়ন কমল হেরি কমল পুষ্করে।
সুধাকরে করে জয় মুখ সুধাকরে'।

উপমান উপমেয় অপেক্ষা উৎকর্ষশালী হওয়া উচিত; অতএব কমল নয়ন হইতে, এবং সুধাকর মুখ হইতে, উৎকৃষ্ট এরূপ প্রতীতি প্রথমতঃ হইতেছে। পরে কমল নয়নের ভয়ে সরোবরে পলায়, সুধাকর মুখের নিকট পরাজিত হয়, এ প্রকার অর্থবোধ হওয়াতে উহাদেরই আবার অপকর্ষ সূচিত হইতেছে।

বিধেয়াবিমর্শ—প্রথমে উদ্দেশ্য পদ, পরে উহার বিধেয় পদ, বসাইতে হয়, এই রীতির বিপর্য্যয় হইলে বিধেয়াবিমর্শ দোষ ঘটে।

'স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুধীর'

এস্থলে নীর রুধির হইল এরূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে কিন্তু উহার বিপরীতই অভিপ্রেত। অতএব এইরূপ হইবে—

'রুধির হইল নীর, স্তনে দেখি ক্ষীর'

সন্দিগ্ধতা—কোন পদের অর্থ এই, কি অন্য প্রকার হইবে, এরূপ সন্দেহ।

'কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরু ভঙ্গে ভুলে"॥

এস্থলে, কামদেব নিজ ধনুর প্রতি রাগ—অনুরাগ অর্থাৎ

পক্ষপাত হেতু যে ফুলে গর্ব্বিত হয় তাহা নিষ্ফল। অথবা ফুল দ্বারা কামধনুর যে রাগ অর্থাৎ ফুল নির্ম্মিত কাম ধনুর যে বক্রতা তাহাতে কোন ফল নাই; এই দুয়ের কোন্ অর্থ প্রকৃত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে।

গ্রাম্যতা—অপভাষার প্রয়োগ কিম্বা ইতর জনোচিত ভাবের প্রতীতি।

'চাঁদে দেখি সোহাগে শালুক ফুটে জলে।
আখু আশে মার্জ্জারে যেমন মুখ মেলে"॥

পূর্ব্বার্দ্ধে উত্তম ভাব প্রকাশ করিতে অপভাষার প্রয়োগ; উত্তরার্দ্ধে সাধুভাষায় ইতরলোকসুলভ ভাবের প্রতীতি। অতএব উভয়ত্রই গ্রাম্যতা দোষ।

অনৌচিত্য—দেশ, কাল, পাত্র, রস, ভাব, আচার প্রভৃতির বিপরীত বর্ণন।

"পুণ্যাশ্রম দেখি সবে মাতে রসোল্লাসে।

পুণ্যাশ্রম দর্শনে শান্ত রসের উদ্রেক হয়, বিলাস-স্পৃহার উত্তেজনা হয় না. অতএব এখানে দেশ অর্থাৎ স্থান বিষয়ে অনৌচিত্য।

'বিভীষণ বলে শুন বৈদেহী রমণ।
মানেতে অগ্রজ মোর সম দুর্য্যোধন'॥

বিভীষণ দুর্য্যোধনের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব এখানে কালানৌচিত্য।

'হেরি জামদগ্নে ক্রোধ, ভীষ্মদেব মহাযোধ,
ভয়েতে ব্যাকুল হয় চিতে'।

ভীষ্মের ভয় অসম্ভব। অতএব এখানে পাত্রানৌচিত্য।

'জলবিম্ব সম হয় জীবনের স্থিতি।
শত্রুর পীড়নে মজি হউক নির্বৃতি'॥

জীবনের অস্থায়িত্ব বর্ণন শত্রুদমন রূপ রৌদ্র রসের প্রতি-কূল। অতএব রসানৌচিত্য।

'বিষাদে বিদীর্ণ হিয়া ট্রকু মহারথ।
ফ্রান্সদেশ উদ্ধারিতে সদা দৃঢ়ব্রত'॥

বিষাদের বর্ণন স্বদেশানুরাগরূপ ভাবের প্রতিকূল। অতএব ভাবানৌচিত্য।

'হেরিয়া কালী মূরতি, সাহেবের মুগ্ধ মতি,
ভক্তিভাবে নমে বারম্বার'।

কালীমূর্ত্তি দর্শনে ইংরাজের প্রণাম, খৃষ্টানদের রীতি নীতির বিরুদ্ধ। অতএব আচারানৌচিত্য।

ভগ্নক্রমতা—পদার্থের পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়মের বিপর্য্যয়।

'জয়োল্লাসে দৃপ্তমতি, কহে বিষমার্ক কৃতী,
সম্বোধি থিয়ার্স মন্ত্রিবরে।
দেহ মোরে অর্থ চয়, নহে তরী সমুদয়,
নহে দেশদ্বয় বিনা করে'॥

দেশদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, অতএব সর্ব্বাগ্রে উহারই প্রার্থনা উচিত।

'ইংরাজ, মার্কিন ভিন্ন, বিনা রুষিয়ার সৈন্য,
কে রাখিবে পারিষের ঋদ্ধি'।

রুষিয়ানেরা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, অতএব সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাদেরই উল্লেখ উচিত।

রীতিভঙ্গ—যে রসে যেরূপ রীতি অনুসারে রচনা করিতে হয়; তাহার বিপর্য্যয়।

'রাগেতে অরুণ আঁখি হয়ে বৃকোদর।
বদন ভরিয়া পিয়ে রুধির বিস্তর'॥

রৌদ্ররসে মৃদুবন্ধনী রীতি খাটে না।

ছন্দঃপতন—লক্ষণানুযায়ী মাত্রা-পরিমাণ, লঘু-গুরু-বিভাগ, অক্ষর-সংখ্যা, অথবা, যতিসংস্থানের ব্যতিক্রম।

'অন্তরে অঙ্কিত তার মূরতি।
সরসে বিম্বিত যেমন নিশাপতি'॥

শেষ চরণে ষোল মাত্রা না হইয়া সতের মাত্রা আছে, সুতরাং পজ্‌ঝটিকা ছন্দের ভঙ্গ হইয়াছে।

'বল কি হইবে কলিকা দলিলে'।

তোটকছন্দে প্রত্যেক তৃতীয়াক্ষর গুরু হওয়া উচিত, কিন্তু এখানে প্রথম তৃতীয়াক্ষর 'কি' হ্রস্ব রহিয়াছে।

'রত্নাকর ভাবিয়া, পশিনু জলধিতলে'।

পয়ারে চতুর্দ্দশ অক্ষর, পঞ্চদশ অক্ষর হয় না॥

'রত্নাকর ভাবিয়া, পশিনু জলধিতলে'।

পয়ারে নবম অক্ষরের পর যতি হয় না।

দুর্ম্মিলতা—মিত্রাক্ষরের মিল অসম্পূর্ণ ভাবে হইলে।

'ভয়ে আকুলিত, চমুচর যত, ধাইতেছে চারি ভিতে।
পাইয়া সম্বাদ, সেনানী অবোধ, পলায় তাদের সাথে'॥

দূরান্বয়—যে দুই পদের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহারা সমধিক ব্যবধানে থাকিলে দূরান্বয় হয়।

'নিষ্পীড়িত জর্জ্জরিত, ফ্রান্সদেশ ঋদ্ধিযুত,
কত হল জর্ম্মাণযুদ্ধেতে'।

এস্থলে কত ও নিষ্পীড়িত শব্দ বহুব্যবধানে রহিয়াছে।

অনুকরণ স্থলে উল্লিখিত দোষ সকল গুণ বলিয়া গণ্য হয়।
যে-স্থলে পাত্র ইতর লোক, তথায় গ্রাম্যতা, চ্যুতসংস্কৃতি, অনৌচিত্য প্রভৃতি দোষাবহ নহে। পাত্র পাণ্ডিত্যাভিমানী হইলে অপ্রসিদ্ধতা, অপ্রযুক্ততা, নিরর্থকতা প্রভৃতি দূষণ না হইয়া বরং ভূষণই হইয়া উঠে। হর্ষ রোষ বিস্ময়াদির আতিশয্য প্রতীত হইলে, পুনরুক্ততা ও সন্দিগ্ধার্থতা অনুমোদনীয় হয়। ইত্যাদি প্রকারে দোষের পরিহার হইয়া থাকে।

অলঙ্কার প্রকরণ।

৪০৫। যেমন হার বলয়াদি শরীরের শোভা সম্পাদন করে, তদ্রূপ অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি কাব্যের শরীর স্বরূপ শব্দ শব্দার্থের চমৎকারিতা উপচিত করিয়া দেয়।

অনুপ্রাস ও যমক শব্দালঙ্কার এবং উপমারূপ-কাদি অর্থালঙ্কার।

অনুপ্রাস—স্বরবর্ণের বৈসাদৃশ্য থাকিলেও যদি এক-স্থানোচ্চার্য্যমান ব্যঞ্জন বর্ণের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয়, উহাকে অনুপ্রাস বলে।

'স্মর সুন্দর কাতর মানস হে।
তব সে সব চারু-রুচী-বিরহে'॥
'দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি'।

যমক—একাকার দুইটি শব্দ যদি এক অর্থের বাচক না হইয়া একশ্লোকের মধ্যে থাকে, তাহাহইলে যমকালঙ্কার হয়।

'ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে। রাজেন্দ্র রাজেন্দ্র প্রায় তাঁহার বর্ণনে'॥	আদ্যযমক
'চল চল যাই চিত্ত কাব্যের বাগানে। যেখানে রাগিণীগণ মন হরে গানে'॥	অন্ত্যযমক
'এভব তরিতে যদি কর আকিঞ্চন। বিজ্ঞান-তরিতে তবে কর আরোহণ'॥	মধ্যযমক
'মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয়। অদৃষ্ট অদৃষ্ট, কভু তুষ্ট নয় নয়'॥	মিশ্রযমক

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'চল চল' এস্থলে যমক হয় নাই; কারণ উভয় শব্দ একই অর্থের বাচক।

উপমা—যে স্থলে পদার্থ দ্বয়ের পরস্পর সাদৃশ্য যথা, সম, তুল্য প্রভৃতি শব্দদ্বারা প্রকটিত হয়, তাহাকে উপমা বলে (১)। যে বস্তুটি প্রস্তুত অর্থাৎ বর্ণনীয়, সে উপমেয়, যে অপ্রস্তুত, অর্থাৎ যাহার সহিত বর্ণনীয় বস্তুর সাদৃশ্য কল্পনা করা যায়, তাহাকে উপমান বলে।

'নব-বিকশিত পুষ্প সমান বদন,
সুস্থ কলেবরে এবে শোভিছে নন্দন'।
নন্দনের বদন নব বিকশিত পুষ্পের ন্যায়।

উৎপ্রেক্ষা—যেন, বুঝি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দ্বারা উপমান ও উপমেয়গত সাদৃশ্যের প্রকটরূপে প্রতীতি হইলে উৎপ্রেক্ষা হয়।

'এই যে প্রিয়ার কোলে নিদ্রিত কুমার,
প্রভাতের তারা যেন উরসে উষার'।

---

(১) সমাসে তুল্যার্থক শব্দ লুপ্ত হইতে পারে; কিন্তু তাদৃশ স্থলে সমানধর্ম্মবাচী শব্দ নিয়তই প্রযুক্ত হওয়া উচিত। যথা,

দেখ সখে পূর্ব্বদিগ আলোময় করি।
ধবল কমলচ্ছবি উঠিছে চন্দ্রমা।।

ধবল কমলের ন্যায় ছবি যাহার এই বিগ্রহবাক্যে ধবলকমলচ্ছবি পদ সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব সমস্ত পদে তুল্যার্থক শব্দ লুপ্ত, কিন্তু সমান ধর্ম্মবাচক ছবি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

'অরুণে উদয়াচলে হেরি সুধাকর।
ভয়েতে হইল বুঝি পাণ্ডু কলেবর'।

দ্বিতীয় শ্লোকে প্রভাতকালীন চন্দ্রের স্বাভাবিক পাণ্ডুতা উপমেয়, উহ্য আছে; ভয়জনিত পাণ্ডুতা উপমান, প্রযুক্ত হইয়াছে।

রূপক—উপমেয়ে যে উপমানের আরোপ, অর্থাৎ উভয়ের যে অভেদ-নির্দ্দেশ, তাহাকে রূপক বলে। রূপকালঙ্কার-স্থলে তুল্যার্থক শব্দ ও সমান ধর্ম্মবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু কখন কখন রূপ, স্বরূপ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হয়।

'প্রতাপতপনে মুখপদ্ম বিকাশিয়া,
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া'। } সমাসগত

'চল চল যাই চিত্ত কাব্যের বাগানে'।
'জ্ঞানের ভাস্করে বুদ্ধির নলিন হাসে'। } বাক্যগত।

এস্থলে, কাব্যরূপ বাগান, জ্ঞানরূপ ভাস্কর ও বুদ্ধিরূপ নলিন, এইরূপ অর্থবোধ হইতেছে।

অপিচ 'নয়ন কেবল, নীল উৎপল, মুখ শতদল দিয়া গঠিল।
কুন্দে দন্তপাঁতি, রাখিয়াছে গাঁথি,
অধরে নবীন, পল্লব দিল'॥

অর্থাৎ নয়নাদি নীল উৎপল প্রভৃতি স্বরূপ।

অপিচ।—'খলের ছলের প্রেম জলের লিখন।
ক্ষণেক মিলায় স্থিতি নহে কদাচন'॥

'গাঁথিল মুক্তার মালা নয়নের নীরে'।

অতিশয়োক্তি—যে স্থলে উপমেয়ের উল্লেখ না হইয়া, উপমেয় ও উপমানের পরস্পর সম্পূর্ণ অভেদ প্রতীয়মান হয়।

'মুখেন্দু হইতে সুধা ক্ষরে নিরন্তর'॥

এখানে বচন উপমেয় উহ্য, উপমান যে সুধা তাহার সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

——————————"হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখিছিলি, তুইরে অভাগী,
কাল পঞ্চবটি বনে কালকুটে ভরা,
এ ভুজগ!"——————————

সীতা উপমেয় উহ্য, ভুজগ—উপমান প্রযুক্ত হইয়াছে।

ব্যতিরেক—উপমান হইতে উপমেয়ের আধিক্য বুঝাইলে ব্যতিরেকালঙ্কার হয়।

'এই যে মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়াছে প্রিয়া,
চপলায় লাজ দিয়া, যৌবনে পৌঁছিয়া'।

চপলার চেয়ে প্রিয়ার মূর্ত্তি অধিক মোহিনী।

অপিচ—"কেবলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা,"॥

স্মরণালঙ্কার—সদৃশ বস্তু দেখিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর যে স্মরণ।

'প্রফুল্ল নলিনে অলি খেলিতেছে হেরি।
সুতের চঞ্চল আঁখি সদা মনে করি।'

ভ্রান্তিমান—কবির প্রৌঢ়োক্তি নিবন্ধন সৌসাদৃশ্য হেতু প্রস্তুত বস্তুকে অপ্রস্তুত বলিয়া যে ভ্রম, তাহাকে ভ্রান্তিমান্ বলে।

'জ্যোৎস্নাজালে দশদিক হলে ধবলিত,
মুক্তা বলি নিল ফল গোপবালা যত।'

বদরী ফলকে মুক্তা ফল বলিয়া যে ভ্রম হইতেছে, উহা কবির বর্ণনায় সিদ্ধ হইয়াছে।

অপিচ, 'অভিনব বারি, স্বভাব তাহারি, নীচমুখে বেগে ধায়।
কীট রজতৃণ, ভাসে অগণন, পাণ্ডুর বরণ তায়॥
বক্রভাবে অতি, ফণি মত গতি, দ্রুতগতি চলে যায়।
যত ভেককুল, হইয়া ব্যাকুল, সভয় নয়নে চায়॥'

নিদর্শনা—পদার্থ দ্বয়ের কিম্বা বাক্যার্থ দ্বয়ের পরস্পর অন্বয় অনুপপন্ন হয় বলিয়া, উভয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য কল্পনা, তাহাকে নিদর্শনালঙ্কার বলে।

'কমলের শোভা হেরি তোমার বদনে,
অলির বিলাস ধরে মদীয় নয়নে' } পদার্থ গত।

বদনে কিরূপে কমলের শোভা সম্ভবিতে পারে, অতএব কমলের ন্যায় শোভা এরূপ সাদৃশ্য কল্পনা করিতে হইবেক। পরন্তু, নয়ন কিপ্রকারে অলির বিলাস ধারণ করিতে পারে, সুতরাং অলির ন্যায় বিলাস এই অর্থ কল্পনা করিতে হইবেক।

অপিচ, 'যার বাক্যে শকুন্তলা, কঠোর তপের জ্বালা
সহে হায় এ সুন্দর দেহে।
কোমল কমল দল, দিয়া দৃঢ় শমীমূল,
কাটিতে সে কিসে পটু নহে।' } বাক্যগত

যে কণ্বঋষি শকুন্তলাকে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত করিতেছেন, তিনিই অনায়াসে কমলদল দ্বারা শমীবৃক্ষ ছেদন করিতে পারেন, এই দুই বাক্যার্থের পরস্পর অন্বয় অনুপপন্ন হইতেছে, তন্নিবন্ধন শকুন্তলাকে তপোনুষ্ঠানে নিযুক্ত করা কমলদলে শমীতরুর ছেদনের ন্যায় অসঙ্গত, এই প্রকার অর্থ কল্পনা করিতে হইবেক।

সন্দেহ—যদি প্রস্তুত বিষয়কে অপ্রস্তুত বলিয়া সংশয় কবির প্রতিভাদ্বারা কল্পিত হয়, উহাকে সন্দেহালঙ্কার বলে।

'দেব কি দানব, নাগ কি মানব, কেমনে এল এখানে'। সুন্দরকে দেবাদিরূপে সংশয় হইতেছে।

অপহ্নুতি—প্রস্তুত বস্তুর প্রতিষেধ করিয়া তৎসদৃশ অপ্রস্তুত বস্তুর স্থাপন। অথবা, কোন প্রকারে একটি গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিয়া, প্রকারান্তরে উহারই আবার অপহ্নব।

'এ নয় নভোমণ্ডল কিন্তু সরিৎপতি।
তারকা স্তবক নহে ইহা ফেণ পাঁতি॥'

অপিচ, 'শিশির বিন্দুর ছলে, উষাদেবী কুতূহলে,
ফুল্ল নলিনীর ভালে, পরাইছে সাবধানে মুকুতার মালা।'

এস্থলে, নভোমণ্ডল, তারকাস্তবক ও শিশির বিন্দু প্রস্তুত ইহাদের প্রতিষেধ করিয়া যথাক্রমে অম্বুনিধি, ফেণরাজি ও মুক্তমালাকে প্রস্তুত বলিয়া বর্ণন করা হইতেছে।

'হায় সখি একি দেখি বিধাতার কল,
রাঁড়া গাছে ফলিছে অকালে মিষ্ট ফল।
সতনী গর্ব্বিনী হেরি খেদ কর মিছে,
না! না! মোর মূর্খ ভাই পাঠে মন দিছে॥'

এস্থলে বন্ধ্য বৃক্ষের ফলোদ্গম বর্ণন করিয়া প্রথমতঃ বন্ধ্যা সপত্নীর গর্ভ দর্শনজাত নিজের বিষাদ প্রকাশ করিতেছে; পরে আবার মূর্খ ভ্রাতার বিদ্যানুরাগ কীর্ত্তন পূর্ব্বক উহা ঢাকিয়া ফেলিতেছে।

ব্যাজস্তুতি—নিন্দার ছলে স্তুতি অথবা স্তুতির ছলে নিন্দা সূচিত হইলে।

'খরধারে করকা বর্ষিয়া জলধর, } স্তুতির ছলে
চুতকলি দলি লভ কীর্ত্তি মহত্তর।' } নিন্দা।

'আশ্চর্য্য চৌরচাতুর্য্য করহ প্রকাশ'। } নিন্দার
সদা পরোক্ষে থাকিয়া, নিজ গুণ রজ্জু দিয়া,
হরে লও লোকের মানস।' } ছলে স্তুতি।

দৃষ্টান্ত—বর্ণনীয় বিষয়ের দার্ঢ্যের নিমিত্ত ভিন্ন বাক্যে তৎসদৃশ বিষয়ান্তরের বর্ণন।

'ধন্য দময়ন্তি ধন্য ধর গুণাবলী,
যার বলে হরিলে নলের মন অলি।

আকর্ষে যে জলধির লহরী প্রবল।
তার চেয়ে আর কি চন্দ্রের শ্লাঘ্য বল॥'

সমাসোক্তি—অচেতন বস্তু, তির্য্যগ্‌জাতি, অথবা, মনুষ্যনিষ্ঠগুণে যে, মনুষ্যোচিত ব্যবহারের আরোপ তাহাকে সমাসোক্তি বলে।

'জলধর কান্তা তব সৌদামিনী সতী।
ক্ষণে ক্ষণে লুকায় কি হেতু মনোগতি॥' } অচেতনবস্তুতে মনুষ্যের ব্যবহারারোপ।

'অম্বুভারে নতভাবে, চলে মেঘদল।
শুষ্ককণ্ঠে চাতক যাচিছে ধারাজল॥' } তির্য্যকজাতিতে

'খলতা কি কব তব অপার মহিমা।
পরের গৌরবে তুমি ধর মলিনিমা॥' } মনুষ্যনিষ্ঠধর্ম্মে

অপ্রস্তুতপ্রশংসা—অবস্থার বৈসাদৃশ্য বা সৌসাদৃশ্য অথবা কার্য্যকারণভাবসম্বন্ধ নিবন্ধন অপ্রস্তুত বস্তুর বর্ণন দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি হইলে অপ্রস্তুতপ্রশংসা বলে।

বৈসাদৃশ্য নিবন্ধন।—

'যদা পদাহত, হয় ধূলিজাত, মস্তকে চড়িয়া উঠে।
অপমানে মৌন, হয় যেই জন, ধূলি চেয়ে হেয় বটে॥'

বলরাম বলিতেছেন, আমরা নরকাসুর হইতে অপমানিত হইয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি, অতএব অধুনা পথের ধূলি অপেক্ষাও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি বলিতে হইবে।

অপিচ, 'গণ্ডূষ প্রমাণ জলে, গর্ব্বে সফরীই খেলে।'

মহানুভব ব্যক্তিরা ক্রোরপতি হইয়াও আড়ম্বর করেন না।

'চাতকে যাচিলে জল হইয়ে কাতর। } সৌসাদৃশ্যনিবন্ধন
মৌনভাবে কভু কি থাকয়ে জলধর॥'

অর্থাৎ দাতা যাচককে বিমুখ করিতে পারেন না।

'বহুযত্নে পুষিলে ও ভুজঙ্গ ভীষণ। } সৌসাদৃশ্যনিবন্ধন
পালকের বালকেরে করয়ে দংশন॥'

খল ব্যক্তি উপকারীরও অপকার করে।

কার্য্য হইতে কারণের প্রতীতি।—

'হায় অকিঞ্চন আমি, তুমি বহু ধনস্বামী,
ঐশ্বর্য্যের নাহি তব শেষ।
কেমনে আমার ঘরে, এবে অধিষ্ঠান করে,
সবে সখে নানামত ক্লেশ॥'

নির্ধন বন্ধুর নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করা কার্য্য, তদ্দ্বারা ধনমত্ততা রূপ কারণের প্রতীতি হইতেছে।

কারণ হইতে কার্য্যের প্রতীতি—

'তুমি যে সুজন, জানে সর্ব্বজন, তাই ভাবি আসি হেথা।
পর উপকার, ব্রত হে তোমার, নহে ছাপা এই কথা॥'

ধনীর সুজনতা ও পরোপকার ব্রত কারণ; তদ্দ্বারা যাচকের প্রার্থনা ভঙ্গ না করা রূপ কার্য্যের প্রতীতি হইতেছে।

প্রস্তুত বিষয়ের উক্তি হইলে অপ্রস্তুত-প্রশংসা না হইয়া দৃষ্টান্তালঙ্কার হইবেক। যথা,

'হায়! যদি এ ঘোর মালিকা, হয় নরজীবননাশিকা,
হৃদয়ে রাখিনু এরে, কেন না নাশিল মোরে,
একি এবে নহে বিষমাখা।

এই যত সংসারের লীলা, বিধাতার শুদ্ধ নানা ছলা,
গরল হতে অমৃত, কভু এর বিপরীত,
হইয়ে করায় লোকে খেলা, ॥

অর্থান্তরন্যাস—সাধারণ বস্তু দ্বারা বিশেষের, ও বিশেষ বস্তুর দ্বারা সাধারণের সমর্থন।

'সহসা করনা কার্য্য ধৈর্য্য বাঁধ হৃদে
বিবেক বিরহে কষ্ট ঘটে পদে পদে, ॥ } সাধারণদ্বারা বিশেষের সমর্থন।

'দশে মিশে করিলে মহৎ কার্য্য হয়।
তৃণের সন্ততি রজ্জু হয়ে বাঁধে হয় ,, ॥ } বিশেষ দ্বারা সাধারণের সমর্থন।

দৃষ্টান্তে সাধারণবিশেষভাব নাই।

কাব্যলিঙ্গ—এক বাক্যার্থ বা পদার্থ যদি অন্য বাক্যার্থের বা পদার্থের হেতু হয়।

'তোমার নয়ন সম, নীল নলিন কুসুম,
সলিলেতে হল লুকায়িত।
তব বদনের ভাতি, হায় প্রিয়ে নিশাপতি,
মেঘজালে এখন আবৃত ॥
যত রাজহংস সব, তব স্বরে করি রব,
মানস সরসে গেছে চলি।
তব সাদৃশ্য হেরিয়া, নারিনু থামাতে হিয়া
দুষ্টদৈব হরিলি সকলি, ॥

এখানে প্রথম তিন বাক্যের অর্থ 'দুষ্ট দৈব হরিলি সকলি' এই শেষ বাক্যার্থের হেতু।

অপিচ—'ভুষিতে সে নরকুল,   রোপীল রমণীফুল,
স্নেহ-মধু-পূরিত অন্তর।

এখানে 'স্নেহ মধু পূরিত অন্তর' এই শেষ পদার্থ প্রথম পদার্থের হেতু।

বিভাবনা—কবির প্রৌঢ়োক্তি নিবন্ধন কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি কথন।

'ভূষণ ব্যতীত শোভে তনু সুকোমল।
ভয় নাহি তবু আঁখি সতত চঞ্চল ॥'

যৌবন কালে এই রূপ ঘটিয়া থাকে; অতএব যৌবন রূপ কারণ; এস্থলে ঊহ্য।

বিশেষোক্তি—কারণ সত্ত্বেও কার্য্যের অনুপলব্ধি।

'গর্ব্বহীন বহুধনে   চাপল্য শূন্য যৌবনে,
মহত্ত্বের এই ত লক্ষণ'।

অসঙ্গতি—কার্য্য কারণ ভিন্নাধারে অবস্থিত হইলে।

'মহাত্মারে সমাদরে পূজয়ে সকলে।
কিন্তু লঘুচিত্ত জনে গরবেতে ফুলে ॥

সমাদর মহাত্মাতে কিন্তু তৎকার্য্য গর্ব্ব লঘুচিত্ত ব্যক্তিতে রহিয়াছে।

বিরূপ (১)—কার্য্যের ক্রিয়া কারণের ক্রিয়ার বিরুদ্ধ হইলে।

"প্রিয়জন হতে কত হয় সুখোদয়।
কিন্তু তার বিরহেতে প্রাণের সংশয়"॥

প্রিয়জন কারণ, বিরহ তৎকার্য্য।

বিষম---আরব্ধ কার্য্য নিষ্ফল হইয়া, প্রত্যুত অনর্থাপাত হইলে, অথবা বিসদৃশ বস্তুদ্বয়ের সংঘটন হইলে, বিষমালঙ্কার হয়।

"রত্নাকর ভাবি পশিনু জলধি তলে।
কোথা রত্ন, উদর পুরিল লোণা জলে" } আরব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধি ও অনর্থাপাত।

"হরিণের শিশু এই অত্যন্ত পেশল।
কেমনে সহিবে তব শর বজ্রবল"॥ } বিসদৃশ বস্তুদ্বয়ের সংঘটন।

বিরোধ---বিরোধের আপাততঃ প্রতীতি কিন্তু পর্য্যবসানে সামঞ্জস্য হইলে।

"অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্বগড়ি, মুখ বিনা বেদ পড়ি,
সবে দেন সুমতি কুমতি"।

ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তি নিবন্ধন চক্ষুরাদি ব্যতীত দর্শনাদি সম্ভব হওয়াতে বিরোধের সামঞ্জস্য হইতেছে।

---

(১) আলঙ্কারিকেরা ইহাকেও বিষমালঙ্কার বলেন। কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে, দেখিয়া ইহার নূতন নামকরণ হইল।

সার---ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ বা নিকর্ষের বর্ণনা।

" কর্ম্ম ভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবনের সার। কর্ম্ম হেতু জন্ম লৈতে আশা দেবতার ॥ সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বূদ্বীপ। তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ ॥ তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান "।	ক্রমশঃ উৎকর্ষ।
' মনুষ্য সমাজে ঘৃণ্য কৃপণ দুর্ম্মতি। তার মধ্যে নিন্দ্য যেই কটুভাষী অতি। কটুভাষী কৃপণ হইয়ে হিংসে পরে। তার সম নরাধম নাহি এ সংসারে ॥'	ক্রমশঃ নিকর্ষ।

কারণমালা---পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থ পর পর পদার্থের হেতু হইলে।

' বিদ্যা হতে উপজে বিনয়, বিনয়ে সুযশ সদা হয়,
সুযশে সকলে তুষ্ট, সকলের তোষে ইষ্ট,
লভে নর নাহিক সংশয়।'

স্বভাবোক্তি---পদার্থ বিশেষের প্রকৃত অবস্থার বর্ণন যদি চমৎকারজনক হয়, তাহাকে স্বভাবোক্তি বলে।

' খরতর বেগে রথ পিছু পিছু ধায়।
ঘাড় বাঁকাইয়া ফিরে পুন পুন চায় ॥
শরীরের পূর্ব্বভাগ শরাঘাত ভয়ে।
সমুখের দিগে যেন যাইছে সাঁধিয়ে ॥

শ্রমেতে বিবৃত মুখ হতে দুই ভিত।
পড়িছে ঘাসের গ্রাস অর্দ্ধেক চর্ব্বিত ॥
দেখ দেখ দীর্ঘ লম্ফে এই কৃষ্ণসার।
ভূমি হতে শূন্যেতে ধাইছে বহুতর ॥'

অপিচ—' পাখিসব, করে রব, রাতি পোহাইল।'

অভেদ—(১) আধেয়কে আধার হইতে অভিন্ন বলিয়া, বর্ণন করিলে অভেদালঙ্কার হয়।

' ধিক্ মোর জন্মে ধিক্, নারীর জনমে ধিক্,
চপলতা তুমি মূর্ত্তিমতী।'

চপলতার আধার নারী, চপলতা হইতে অভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইতেছে।

অপিচ—' রাজ্যের ভরসা এ যে রঘুকুল আশা।
বনমাঝে হিংস্রজন্তু সনে করে বাসা।'

অভেদালঙ্কারেও এক বস্তুতে অন্যের আরোপ হয়, কিন্তু রূপকের ন্যায় উপমান উপমেয় ভাব থাকে না।

ভাবিক—পরোক্ষ-স্থিত বস্তুর সমক্ষে উপস্থিত বলিয়া বর্ণন, অথবা যে বস্তু অতীত বা ভবিষ্যতে সম্ভব-নীয়, উহার বর্ত্তমানবৎ বর্ণন, হইলে ভাবিকালঙ্কার হয়।

জর্ম্মাণ দুর্গেতে হয়ে রুদ্ধ, যেন শ্যেনপিঞ্জরে আবদ্ধ।
কহে সকরুণ স্বরে, সম্বোধি প্রাণ-প্রিয়ারে
ফ্রান্সপতি শোকানলে দগ্ধ ॥

---

(১) আলঙ্কারিকেরা ইহাকেই হেত্বলঙ্কার নামে নির্দ্দেশ করেন।

ইয়ুজিনি প্রাণ-সরোজিনি, দেখ দশা মোর মনস্বিনি।
ভবরবি এ অকালে, চলে চির-অস্তাচলে,
শোকে রোগে আকুলপরাণী॥
স্মৃতি দিয়া অতীতের দ্বার, খুলি দেখি একি চমৎকার;
বীরেন্দ্র দিয়াছে বার, পারিষে ভূপ অপার,
মেলানী মাগিছে বারম্বার॥
হেন মোর মহা রাজধানী, মেদিনীর দীপ্ত শিরোমণি,
কল্পনায় এবে হেরি, জয়দৃপ্ত ঘোর অরি,
হঠাৎ লুঠিছে সবে হানি।

মহারাণী ইয়ুজিনী তৎকালে ইংলণ্ডে অবস্থিতা হইলেও, তাঁহাকে সম্মুখবর্ত্তিনীর ন্যায় বোধ করিয়া সম্বোধন করা হইতেছে। 'মেলানী মাগিছে' এই বর্ত্তমান ক্রিয়া দ্বারা অতীত ঘটনার বর্ণন হইতেছে; এবং 'হঠাৎ লুঠিছে' এই বর্ত্তমান ক্রিয়া দ্বারা ভবিষ্যতে সম্ভাব্য যে ঘটনা উহার কীর্ত্তন হইতেছে।

ছন্দ।

৪০৬। বর্ণ-সংখ্যার কিম্বা মাত্রা-সংখ্যার কোন এক নিয়মিত পরিমাণ বা বিভাগ অনুসারে পদাবলীর যে আবৃত্তি, তাহাকে ছন্দ বলে।

৪০৭। ছন্দ দুইপ্রকার অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর।

৪০৮। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পয়ারের প্রকার ভেদ, বিশেষের মধ্যে ইহাতে চরণের অন্তে মিল থাকে না,

এবং গ্রন্থকার যেখানে ইচ্ছা বিরাম করিতে পারেন। যথা,

‘ কহিলা কুমার ‘ যাব বশিষ্ঠ আশ্রমে
সহসা হইল মন। শুনিতে লালসা
বংশের কীর্ত্তন গান। দৃষ্টি যেন থাকে
চারিদিকে আপনার। আদেশ ধরিয়া
শিরে, গেলা পাত্রবর বিদায় লইয়া
অবিলম্বে। হেনকালে রথ সজ্জা করি
উপস্থিত সূতশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্র সারথী।’

৪০৯। মিত্রাক্ষর ছন্দে হয় শুদ্ধ চরণের অন্তে, না হয় চরণ ও পদ উভয়ের অন্তে, মিল থাকে। তোটক পয়ারাদি ছন্দে কেবল চরণের অন্তে মিল ; ত্রিপদী মালঝাপ প্রভৃতি ছন্দে চরণ ও পদ উভয়ের অন্তেই মিল থাকে। যথা,

‘ কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন-হিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে ’॥

‘ অভিনব বারি, স্বভাব তাহারি, নীচ মুখে বেগে ধায়।
কীট রজ তৃণ, ভাসে অগণন, পাণ্ডুর বরণ তায় ’॥

৪১০। মিল ত্রিবিধ উত্তম, মধ্যম ও অধম।

৪১১। যেস্থলে কোন এক চরণ বা পদের চরম ব্যঞ্জন বর্ণ, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী স্বর ও তৎপরবর্ত্তী স্বর এই

তিন বর্ণের সহিত অন্য চরণ বা পদের অন্তস্থিত সেইরূপ আর তিনটি বর্ণ পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহাকে উত্তম মিল বলে। যথা,

'বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়'।

এস্থলে প্রথম চরণের চরম ব্যঞ্জন বর্ণ য়কার, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী স্বর আকার এবং তৎপরবর্ত্তী স্বর অনুচ্চারিত অকার, দ্বিতীয় চরণের অন্তেও অবিকল এইরূপ বর্ণত্রয় আছে, অতএব উত্তম মিল হইয়াছে।

অপিচ—'খলের ছলের প্রেম জলের লিখন,
ক্ষণেকে মিলায় স্থিতি নাহি কদাচন॥'
'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥'
'কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে'॥
'রথ হস্তী আর, কি কাজ তোমার, যে বুড়া বলদ আছে।
তোমার যেগুণ, কত কোটি গুণ, আমি মেনকার কাছে॥'

• ৪১২। যদি এক চরণ বা পদের অন্তে কোন স্বরবং না থাকে, এবং অন্য চরণ বা পদের অন্তে অনুচ্চারিত অকার থাকে, তাহা হইলেও মিল উত্তম হইবে। যথা;

'সবে হেরি যত্নবান।
ইন্দ্র হৈলা আগুয়ান।'

' সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ।
সাবধান কেহ যেন না হয় বঞ্চিত '॥

৪১৩। চরম ব্যঞ্জনবর্ণ আকারে বিভিন্ন হইয়া, যদি উচ্চারণে অভিন্ন হয়, তাহা হইলেও মিলকে উত্তম বলিতে হইবে। যথা,

' দেখিয়া কৈলাস, শশি পরকাশ, তুষ্ট হৈল তার মন।
রম্য এইদেশ, জানি সবিশেষ, যথা ফেরে দেবগণ '॥

৪১৪। চরম ব্যঞ্জনবর্ণের পরবর্ত্তী বা পূর্ব্ববর্ত্তী ইবর্ণ বা উবর্ণ একে দীর্ঘ এবং অন্যে হ্রস্ব হইলে ও মিলের উৎকর্ষ অব্যাহত থাকিবে। যথা,

' পরে সব জানি, হয়ে অভিমানী, কহে খেদে ধীরে ধীরে।
একি অপরূপ, হেরি হে মধুপ, কেন আজি যাও ফিরে '॥
অপিচ, ক্রোধে কহে ভীম,প্রতিজ্ঞা আদিম,জানে মোর জগজনে।
করিকর গুরু, তোর এই উরু, ভাঙ্গি খেদ যাবে মনে ॥ '

৪১৫। যদি চরম ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর ভিন্ন ভিন্ন চরণে বা পদে ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহা হইলে মিল মধ্যম হইবে।

' যত যুদ্ধ হয়, উভরড়ে ধায়, কামানের ঘোর স্বনে।
চমূচর যত, হয়ে অতি ভীত, আত্মপর নাহি চিনে॥
সেনানী অবাধে, সঙ্গে কত যোধে, লইয়ে পলায় বেগে।
কেল্লা মাঝে পশি, আপনারে দূষি, বিলপিছে নৃপ আগে '॥
উপরি স্থিত উদাহরণে ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্বস্থিত স্বর একরূপ নয়।

৪১৬। অথবা, যদি চরমবর্ণ সংযুক্ত হইয়া আকারে না মিলিয়া, উচ্চারণে প্রায় একরূপ হয়, তাহা হইলেও মিলকে মধ্যম বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক।

'যার বুদ্ধি পরিপক্ক, বুঝিয়া সে বলে বাক্য।
যদি হয় গণ্য, ধনেতে সম্পন্ন, গরবে না হয় শক্য॥
ধরয়ে ধৈর্য্য অক্ষয়া, নহে কভু নিরলজ্জ।
দায়েতে অবদ্ধ, ছলে নহে মুগ্ধ, ধূর্ত্ত সঙ্গ করে ত্যজ্য॥',

এই উদাহরণে অন্তস্থিত দুই দুইটী সংযুক্ত বর্ণ আকারে বিভিন্ন, কিন্তু উচ্চারণে প্রায় একরূপ।

৪১৭। যেখানে বর্গের প্রথমবর্ণে ও দ্বিতীয়বর্ণে, তৃতীয়বর্ণে ও চতুর্থবর্ণে, নকার বা ণকারেও মকারে, রকারে ও ড়কারে, সংযুক্ত বর্ণে ও অসংযুক্ত বর্ণে এবং উচ্চারণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে তুল্য সংযুক্ত বর্ণ-দ্বয়ে, পরস্পর মিল হয়, তাহাকে অধম মিল বলে। ক্রমশঃ উদাহরণ—

'লইয়া তাহারে সাথ, তবে চলিলা পশ্চাৎ।'
গণি পরমাদ, নাহি করে সাধ, সাধিতে এবে সে বাদ।
পরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি, ধীরে ধরি কর তারি,
বলে বিধি বাম, মোর ধন মান, সকলি হরিলা চক্রী।
মোর যত মিত্রগণ, সবে হয় নরাধম,
একা তুমি গতি, তুমি মোর শক্তি, তুমি জান মোর মর্ম্ম॥

তারা সবে করে তর্ক, যদি কহি দীন বাক্য।
মম দুখে খিন্ন, হয়ে দয়াপূর্ণ, কে করিবে মোরে লক্ষ্য॥
কেমনে করি হে সহ্য, মন যে মানে না ধৈর্য্য।
হা প্রভু শ্রীকৃষ্ণ, দেখ মোর কষ্ট, মস্তকে পড়িল বজ্র॥

৪১৮। কোন কোন স্থলে কেবল চরম স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে মিল থাকে, উহাও একপ্রকার অধম মিল।

৪১৯। মিত্রাক্ষরছন্দে মিল নানা প্রকারে হইতে পারে। যথা, অব্যবহিত, একান্তরিত ও দ্বয়ান্তরিত।

'অতি স্বচ্ছতরা তব সে তটিনী।
জলজাত লতা বলিতে মলিনী॥ — অব্যবহিত মিল।

'মলয় পর্ব্বত হতে বহে সমীরণ,
সুখিত করত অঙ্গ কোমল তরঙ্গে
অন্তরেতে শান্তিসুখ করে বিতরণ'
নবীন জীবন বাহি যেন নানারঙ্গে॥ — একান্তরিত মিল।

'কি বলিছ মৃদুস্বনে ওহে সহকার!
দুঃখ ঢাকি কি হইবে ?বল প্রকাশিয়া।
মাধবীরে হারাইয়া যদি কাঁদে হিয়া,
কি কারণে লুকাইছ নিকটে আমার॥' — দ্বয়ান্তরিত মিল

ছন্দ আরও তিন প্রকার; মাত্রাবৃত্তি, বিমিশ্রাবৃত্তি ও অক্ষরাবৃত্তি। মাত্রাবৃত্তি ও বিমিশ্রাবৃত্তি ছন্দ সংস্কৃত মূলক, এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতির প্রায় অনুকূল হইয়া উঠে না।

মাত্রাবৃত্তি।

৪২০। লঘু স্বরে এক মাত্রা ও গুরুস্বরে দুই মাত্রা এবং পদান্তস্থিত লঘু স্বরে বিকল্পে দুই মাত্রা হইয়া থাকে এরূপ পরিগণনা করিয়া যে ছন্দ রচিত হয়, তাহাকে মাত্রাবৃত্তি কহে।

পজ্ঝটিকা—ষোড়শ মাত্রাযুক্ত।

'শশিশেখর শিবশম্ভু শিবেশ।
কমলাকর কমলা হিত বেশ॥'

বিধুমালা—দশমাত্রাযুক্ত।

বিভু করুণানিধান। করিব তব গুণগান।
কিন্তু নাহিক শকতি। এজন বিহীন মতি।

মাত্রা ত্রিপদী—দুই প্রকার। মধুমতী—প্রথম ও দ্বিতীয় পদে আট আট মাত্রা এবং তৃতীয় পদে দ্বাদশ মাত্রা।

'ঝন ঝন কঙ্কণ, নূপুর রণ রণ,
ঘুনু ঘুনু ঘুঙ্গুর বোলে।
লট পট কুন্তল, কুণ্ডল ঝল মল,
পুলকিত ললিত কপোলে॥'

ভাবিনী—প্রথম ও তৃতীয় পদে দ্বাদশ মাত্রা এবং দ্বিতীয় পদে অষ্ট মাত্রা।

'আগত সরস বসন্তে, বিরহি দুরন্তে, শোভিত বল্লরি জালে।
পরিমল মলয় সমীরে, কুঞ্জ কুটীরে, বহুভিজ কোমল ডালে॥'

মাত্রা চতুষ্পদী বা উদ্দীপনী। প্রথম তিন পদে আট আঁট মাত্রা এবং চতুর্থপদে ছয় মাত্রা।

'হে শিব মোহিনি, শুম্ভ নিসূদনি,
দৈত্য বিঘাতিনি, দুঃখ হরে।'

আর্য্যা—প্রথম ও তৃতীয় পদে দ্বাদশ মাত্রা, দ্বিতীয়ে অষ্টাদশ ও চতুর্থে পঞ্চদশ মাত্রা।

'বিকৃত নয়ন কদাকার, জনমের ঠিকানা জানা ভার।
উলঙ্গের কিবা ধন, হরে নাহি বরের উচিত গুণ॥

বিমিশ্রাবৃত্তি।

৪২১। যে সকল ছন্দে যেমন স্বরের লঘুত্ব ও গুরুত্বের পরিমাণ আছে, তেমনি অক্ষর সংখ্যার ও নিয়ম আছে, তাহাদিগকে বিমিশ্রাবৃত্তি কহে।

অনুষ্টুপ—পঞ্চম লঘু, ষষ্ঠ গুরু এবং সপ্তম লঘু (১) এরূপ অষ্টাক্ষরাবৃত্তি।

'ধায় বীর ত্বরা করি। যেন উন্মত্ত কেশরী।
ক্রোধে কাঁপে কলেবর। যথা বাতে লতাকর।'

গজগতি—৪র্থ ও ৮ম গুরু এমত অষ্টাক্ষরা বৃত্তি।

'অবিনয়ে গুরুজনে। দুখ করে কতমনে।
প্রণয় সাধন বলে। সতত তুষ্ট সকলে।'

---

(১) সংস্কৃত অনুষ্টুপ ছন্দে কেবল দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণেরই সপ্তম অক্ষর লঘু; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সেরূপ হইলে মনোরম হয় না।

কামজ্বালিকা—৭ম ও ৯ম গুরু, অবশিষ্ট লঘু এরূপ নবাক্ষরা বৃত্তি।

'মন কুমুদ বিকাশিনী। সকল দুখ নিবারিণী।
স্মিত লব রুচিরাননা। নয়ন হরিণলাঞ্ছনা।'

প্লুতগতি—১ম, ৪র্থ, ৭ম ও ১০ম গুরু, এ প্রকার দশাক্ষরা বৃত্তি।

'অজ্ঞ জনে যদি রোষ কর।
বিজ্ঞ তবে শুধু নাম ধর॥'

দ্রুতগতি—৫ম, ও ১০ গুরু, এরূপ দশাক্ষরা বৃত্তি।

'কত যতনে রতন মিলে।
অপটু জনে, কি হয় দিলে॥'

তোটক---৩য়, ৬ষ্ঠ, ৯ম, ও ১২শ গুরু, অবশিষ্ট লঘু এরূপ দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তি।

'স্মর সুন্দর, কাতর মানস হে।
তব সে সব চারু রুচী কিরহে।

• ভুজঙ্গপ্রয়াত—১ম, ৪র্থ, ৭ম ও ১০ লঘু, অবশিষ্ট গুরু এরূপ দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তি।

'গিয়া দক্ষযজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে॥'

তূণক—প্রথমটি গুরু, পরেরটি লঘু এরূপ পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তি।

'ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
প্রেতভাগ সানুরাগ অট্ট অট্ট হাসিছে॥'

অক্ষরাবৃত্তি।

৪২২। অক্ষর (১) সংখ্যার কোন নিয়মিত পরিমাণ অনুসারে পদাবলীর যে আবৃত্তি, উহাকে অক্ষরাবৃত্তি ছন্দ বলে।

অক্ষরাবৃত্তি ছন্দ বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতির অনুরূপ এবং দ্ব্যক্ষর ত্র্যক্ষর গণে রচিত।

পদ্যে পদ-যোজনার সৌকর্য্য সম্পাদন জন্য কেবল দুইপ্রকার মৌলিকগণ স্বীকার করা যায়; দ্ব্যক্ষরও ত্র্যক্ষর।

যাবতীয় পদই দ্ব্যক্ষর বা ত্র্যক্ষর অথবা উভয়বিধগণের সমষ্টি বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। দুইটি একাক্ষর পদে একটি দ্ব্যক্ষর গণ হয়।

দুইটি একাক্ষর পদে একটি দ্ব্যক্ষর গণ হয়। একাক্ষর পদ দ্ব্যক্ষর পদের সহিত মিলিত হইয়া একটি

---

(১) ইহা জানা আবশ্যক যে, কি বিমিশ্রাবৃত্তি কি অক্ষরাবৃত্তি ছন্দ উভয় স্থলে কেবল ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যাই ধরা যায়; স্বরবর্ণের গণনা করা হয় না।

ত্র্যক্ষর গণ হয়, এবং ত্র্যক্ষর পদের সহিত যুক্ত হইলে, দুইটি দ্ব্যক্ষর গণে পরিণত হয় (১)।

'দেখি হে তোমার একি, সৌজন্য অশেষ।
কে করিবে তোমা প্রতি, এবে কোপলেশ॥'

চতুরক্ষর পদ দুইটি দ্ব্যক্ষরগণে বিভক্ত, পঞ্চাক্ষর পদ একটি দ্ব্যক্ষর ও একটি ত্র্যক্ষরগণে বিভক্ত, ষড়ক্ষর পদ দুইটি ত্র্যক্ষর বা তিনটি দ্ব্যক্ষরগণে বিভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। যথা,

'সকলে করিয়াছিল যাহাদের মান।
কি রূপেতে তাদের, দেখিবে অপমান॥
দেখিয়াছিলেন তারে, পূর্ব্ব পুণ্যবলে।
মুনীন্দ্র নাপায় যারে, ধ্যানে বহুকালে॥'

পদ্যের চরণ বা পদ কেবল দ্ব্যক্ষরগণে অথবা কেবল ত্র্যক্ষর গণে গ্রথিত হইতে পারে। যথা,

---

(১) যে কয়েক পদে সমাস হয়, সমস্ত পদ সেই কয়েক মৌলিকগণে বিভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু সমাসের অন্তর্গত একাক্ষর পদ উপরিউক্ত নিয়মে দ্ব্যক্ষর বা ত্র্যক্ষরগণে পরিণত করিতে হইবে।

'হরিণ নয়ন কান্তি হেরি এ নয়নে।
ইন্দীবর পুষ্পরাজ পরাজয় মানে॥
অকলঙ্ক শশিসম বদন বিকাশে।
হেরি সরসিজ জলে সভয়ে প্রবেশে॥'

'চল সখি যাই, কেলি কুঞ্জবনে।
যেখানে পাইব, গোকুল রতনে।'

যে পদে উভয়বিধগণের সমাবেশ আছে, তথায় অগ্রে ত্র্যক্ষরগণ পরে দ্ব্যক্ষর গণ [১] বসাইতে হইবে, নতুবা ছন্দের লালিত্য থাকিবেক না। যথা,

'শুনিয়া রাণীর বাণী, করে কাণাকাণি।'
'হেরিয়া ভূপের রূপ, মোহিত অন্তর।'

ইহার পরিবর্ত্তে—'বাণী শুনিয়া রাণীর, করে কানাকাণি।'
'রূপ ভূপের হেরিয়া, মোহিত অন্তর।'

এইরূপ পদ বিন্যাস করিলে, ছন্দঃপতন হইবে।

পরন্তু যেস্থলে জোড়া জোড়া পদের প্রয়োগ হয়, তথায় উক্ত নিয়ম খাটে না। যথা,

'ভাট মুখে শুনিয়া, বিদ্যার সমাচার।'

এখানে প্রথমে দুইটি দ্ব্যক্ষর গণ, পরে দুইটি ত্র্যক্ষরগণ বসিয়াছে, তথাপি ছন্দোভঙ্গ হইতেছে না।

অপিচ—'হায় রে বিধাতা নিদারুণ, কোন্ দোষে হইলি বিগুণ,
আগে দিয়া নানাদুখ, মধ্যে দিন কত সুখ,
শেষে দুখ বাড়ালি দ্বিগুণ॥'

এখানে দ্বিতীয় ও শেষ পদে প্রথমে এক জোড়া দ্ব্যক্ষরগণ রহিয়াছে; তন্নিবন্ধন ছন্দের লালিত্য নষ্ট হয় নাই।

---

(১) দিগক্ষরা, পদ্মনালিকা ও মালতী এই তিনি ছন্দে কদাচিৎ এই নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়।

কিন্তু জোড়া ভাঙ্গিলে উক্ত দোষ ঘটিবে। যথা,

'শুনিয়া ভাটমুখে বিদ্যার সমাচার।'

হায়রে বিধাতা নিদারুণ, হইলি কোন দোষে বিগুণ,

আগে দিয়া নানা দুখ, মধ্যে দিন কত সুখ,

বাড়ালি শেষে দুখ দ্বিগুণ।'

অক্ষরাবৃত্তি ছন্দে যতগুলি অক্ষর অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে অন্ততঃ উহার অর্দ্ধেকবার ধ্বন্যাঘাত হওয়া উচিত ; যেমন পয়ারের প্রতিচরণে চোদ্দটি করিয়া অক্ষর থাকে, তদনুসারে এইছন্দে ধ্বন্যাঘাত সাতবারের কম হইতে পারে না, অর্থাৎ যে সকল স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয়, উহার সংখ্যা সাতের কম হইতে পারে না, কারণ যত স্বরবর্ণ উচ্চারিত হয়, ধ্বন্যাঘাত ও তত বার হইয়া থাকে। যথা,

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

রাজা বলে গোঁসাই বাসায় আজি চল।(১)

এই চরণে বার বার ধ্বন্যাঘাত হইতেছে।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

কথায় পর্ব্বত কিন্তু কার্য্যে তিলাকার।

এস্থলে যে সকল স্বরবর্ণ উচ্চারিত হইতেছে, উহাদের সংখ্যা ১১, সুতরাং ধ্বন্যাঘাত ও এগার বার হইতেছে।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ডাক্ হাঁক্ ঢাক্ ঢোল্ মাল্ সাট্ সার।

এখানে সাতবার ধ্বন্যাঘাত হইতেছে ; কারণ কেবল সাতটি স্বর উচ্চারিত ; এই ছন্দে উহার কম থাকা অসম্ভব।

পরন্তু অক্ষরাবৃত্তি ছন্দে যতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে, ধ্বন্যাঘাত,

---

(১) এই সকল অঙ্কের দ্বারা ধ্বন্যাঘাতের ক্রম সূচিত হইতেছে।

অর্থাৎ উচ্চারিত স্বরবর্ণের সংখ্যা উহার অধিক হইতে পারে না। যথা;

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
করা যাবে উপযুক্ত কালি যেবা বল ।

এস্থলে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে পয়ার ছন্দে চৌদ্দ অপেক্ষা অধিক ধ্বন্যাঘাত হইতে পারে না। এইরূপে অন্যান্য অক্ষরাবৃত্তি ছন্দেও ধ্বন্যাঘাতের নিয়ম হইয়া থাকে।

যাবতীয় অক্ষরাবৃত্তি ছন্দ দুই চরণে বিভক্ত।

উভয় চরণে অক্ষর-সংখ্যা সমান হইলে, সমবৃত্ত বলে, এবং বিভিন্ন হইলে বিষমবৃত্ত হয়। পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি সমবৃত্ত; ও ভঙ্গ-পয়ার, ভঙ্গ-ত্রিপদী প্রভৃতি বিষমবৃত্ত।

প্রতি চরণে দুই, তিন বা চারি পদ থাকে; তদনুসারে পদ্য, দ্বিপদী, ত্রিপদী, ও চতুষ্পদী এই ত্রিবিধ হয়।

দ্বিপদী।

৪২৩। দ্বিপদী ছন্দে যেখানে যতি পড়ে, সেইখানেই পদচ্ছেদ হয়; প্রতি পদে নিয়ত অক্ষর সংখ্যা সমান থাকে না, এবং একপদ অন্য পদের সহিত মিত্রাক্ষরে মিলিত হয় না।

দিগক্ষরা—প্রতি চরণে দশ দশ অক্ষর থাকে, এবং পঞ্চম বা ষষ্ঠ অক্ষরের পর যতি পড়ে।

'ঘন গর্জ্জন, শুনি সঘনে।
নাচিছে হর্ষে, ময়ূরগণে॥
রাজহংস যত; সরোবরে।
সুখিত অন্তরে, কেলি করে॥'

একাবলী—প্রতি চরণে একাদশ অক্ষর থাকিলে এবং ষষ্ঠ বা পঞ্চম অক্ষরের পর যতি পড়িলে হয়।

'উষাতে কৌমুদী, হয় মলিনী।
নিদাঘে ম্লানা, যেন কমলিনী॥'

অথবা দ্বাদশ অক্ষর থাকিলে এবং ষষ্ঠ বা সপ্তম অক্ষরের পর যতি পড়িলেও হয়।

'অস্তগত হয়, যবে নিশাপতি।
মহীকে কি উজালে, খদ্যোতভাতি॥'

রুচিরা—ত্রয়োদশ অক্ষরে রচিত, এবং ষষ্ঠ বা সপ্তম অক্ষরের পর যতিবিশিষ্ট।

'পরমার্থ ভাবি, যে জন কার্য্য করে,
অনায়াসে ভবের, যাতনা সে তরে।

পয়ার—চতুর্দ্দশ অক্ষরে রচিত এবং সপ্তম বা অষ্টম অক্ষরের পর যতিযুক্ত (১)।

---

(১) কোন স্থলে ষষ্ঠ অক্ষরের পর ও যতি দেখা যায়, কিন্তু উহা মনোরম হয় না।

'রত্নাকর ভাবি, পশিনু জলধিতলে,
দূরে রত্ন গেল, উদর ভরিল জলে।'

'কতক্ষণ জলের, তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ থাকে শিলা, শূন্যেতে মারিলে ॥'

রঙ্গিল পয়ার(১)—যে পয়ারের চতুর্থাক্ষর অষ্টমাক্ষরের সহিত মেলে।

'দেখ দ্বিজ, মনসিজ, জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র, যুগ্মনেত্র, পরশয়ে শ্রুতি ॥'

ভঙ্গপয়ার—প্রথম চরণে মিত্রাক্ষরে মিলিত পদদ্বয়ে আট আট অক্ষর এবং দ্বিতীয় চরণে চতুর্দ্দশ অক্ষর।

'পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা চায়।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায়।'

হীনপদ পয়ার—প্রথম চরণে আট অক্ষর ও দ্বিতীয় চরণে চতুর্দ্দশ অক্ষর।

'তব উপদেশ বাণী।
অন্তরে জাগিছে মোর, দিবস রজনী ॥'

মালতী—পঞ্চদশ অক্ষরে রচিত, অষ্টম অক্ষরের অন্তে যতি, এবং চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ উভয় অক্ষরের মিল থাকে।

'কেন না শুনেছি পুরা, তিনলোকে কয় হে।
জলেতে কাটয়ে জল, বিষে বিষক্ষয় হে ॥'

কুসুমমালিকা—ষোল অক্ষরে গ্রথিত এবং অষ্টমাক্ষরের পর যতিযুক্ত।

---

(১) এই ছন্দকে এক প্রকার লঘু ত্রিপদী বলিলেও চলে।

'হরিত প্রান্তরে শোভে, কত সুগন্ধি শেফালী।
হেরিয়া পুলকে পূর্ণ, হল মোর মন অলি ॥'

পদ্মমালিকা—সপ্তদশ অক্ষরে রচিত এবং নবম অক্ষরের পর যতিযুক্ত।

'মোহন রূপরাশি তব, আছে অন্তরে অঙ্কিত।
শোভিছে চন্দ্রবিম্ব যেন, হয়ে সরসে পতিত ॥'

পুষ্পপুঞ্জিকা—অষ্টাদশ অক্ষরে রচিত এবং অষ্টমাক্ষরের পর যতিযুক্ত।

'অপূর্ব্ব প্রণয় তব, বসন্তের সনে বসুমতি,
সাজ তুমি নানা সাজে, হয়ে পুন নবীন যুবতি।'

কুন্দমালিনী—বিংশতি অক্ষরে রচিত ও দ্বাদশ অক্ষরের পর যতিযুক্ত। যথা,

'সুধার সমুদ্র সমুখে দেখিয়া, আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে, পাইব এতেক দুখে ॥'

ত্রিপদী।

৪২৪। ত্রিপদী ছন্দে পদে পদে ও চরণে চরণে মিত্রাক্ষর হয়।

লঘু-ত্রিপদী—প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ছয় ছয় অক্ষর এবং শেষ পদে আট অক্ষর।

'শিবের সম্বন্ধ, করিয়া নির্ব্বন্ধ, আইলা নারদমুনি।
কমললোচন, আদি দেবগণ, পরম আনন্দ শুনি ॥'

তরলত্রিপদী---প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ছয় ছয় অক্ষর এবং শেষ পদে নয় অক্ষর।

'শুনি সবিশেষ, করিলা প্রবেশ, হাতে স্বর্গপ্রায় পায় রে।
কহিছে মদনে, নৃপের সদনে, দেখিবে চল তথায় রে॥'

অথবা, প্রথম ও দ্বিতীয় পদে সাত সাত অক্ষর ও তৃতীয় পদে দশ অক্ষর।

'বসন্ত ঋতুরাজ, করিয়া রাজসাজ, আপনি ধরামাঝ আইল।
পিকের কুহুস্বনে, ভৃঙ্গের গুণ গুণে, বনস্থলী সকলি পূরিল॥

দীর্ঘত্রিপদী—প্রথম ও দ্বিতীয় পদে আট আট অক্ষর এবং শেষ পদে দশ অক্ষর।

'ভবানীর কটুভাষে, লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে,
ক্ষুধানলে কলেবর দহে।
বেলা হৈল অতিরিক্ত, পিত্তে হৈল গলা তিক্ত,
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥'

ভঙ্গলঘু ত্রিপদী—প্রথম চরণে আটঅক্ষর যুক্ত দুই পদ থাকে; কিন্তু দ্বিতীয় চরণ স্বাভাবিক।

'ওরে বাছা ধূমকেতু, মা বাপের পুণ্য হেতু।
কেটে ফেল চোরে, ছাড়ি দেহ মোরে,
ধর্ম্মের বান্ধহ সেতু॥'

হীনপদা লঘু ত্রিপদী—প্রথম চরণে আট অক্ষর যুক্ত এক পদ থাকে; কিন্তু দ্বিতীয় চরণ স্বাভাবিক।

'বহে মারুত লহরী।
অঙ্গ পুলকিত, প্রাণ উচ্ছ্বসিত, অন্তর সুখিত করি।'

ভঙ্গদীর্ঘ ত্রিপদী—প্রথম চরণে দশ অক্ষরযুক্ত দুই পদ থাকে; কিন্তু দ্বিতীয় চরণ স্বাভাবিক।

'হায়রে বিধাতা নিদারুণ, কোন্ দোষে হইলি বিগুণ।
আগে দিয়া নানা দুখ মধ্যে দিন কত সুখ।
শেষে দুখ বাড়ালি দ্বিগুণ।'

হীনপদা দীর্ঘ ত্রিপদী—প্রথম চরণে দশ অক্ষরযুক্ত এক পদ থাকে; কিন্তু দ্বিতীয় চরণ স্বাভাবিক।

'কহে লক্ষ্মী শুন গৌরীপতি।
কহিতে না বাক্য সরে, অন্ন নাহি মোর ঘরে,
আজি বড় দৈবের দুর্গতি॥'

লঘু ললিত—প্রথম দুই পদে ছয় ছয় অক্ষর, শেষ পদে একাদশ অক্ষর ও ছয় অক্ষরের পর যতি।

'নয়ন কেবল, নীল উৎপল, মুখ শতদল, দিয়া গড়িল।
কুন্দে দন্ত পাঁতি, রাখিয়াছে গাঁথি,
অধরে নবীন, পল্লব দিল।'

দীর্ঘ ললিত—প্রথম দুই পদে আট আট অক্ষর এবং শেষ পদে পঞ্চদশ অক্ষর ও অষ্টম অক্ষরের পর যতি।

'বিধুত কলঙ্কী বলে, কলঙ্ক ধরেছে গালে,
আমি মলে তার আর, কি অধিক পুষিবে।

ভুজঙ্গের সঙ্গে থাকা, অঙ্গে তার বিষ-মাখা,
সে চন্দনে দৈল দেহ, কেবা তারে কষিবে॥'

মিশ্র ত্রিপদী—এই ছন্দ নানা প্রকার হইতে পারে, দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

'সৌন্দর্য্যে আঁধার নাশি, বদনে হাস্যের রাশি,
পুলকিত কায়ে নাচিল আশা।
নয়ন যুগলে, প্রফুল্লতা জ্বলে।
দূরপানে দেখি, সুখের বাসা॥'

এই ছন্দে শেষ পদ একাবলীর নিয়মে রচিত।

অপিচ—"আশ্চর্য্য চাতুর্য্য করহ প্রকাশ।
সদা পরোপকে থাকিয়া, নিজগুণ রজ্জু দিয়া
হরে লও লোকের মানস।'

এই ছন্দে প্রথম চরণ পয়ার্ ও দ্বিতীয় চরণ ত্রিপদী।

চতুষ্পদী।

৪২৫। চতুষ্পদী ছন্দে ত্রিপদীর মত মিত্রাক্ষরাদির নিয়ম। বিশেষের মধ্যে এই, অন্ত্যপদ অন্যান্য পদ অপেক্ষা সচরাচর অল্পাক্ষর যুক্ত হয়।

মালঝাপ—প্রথম তিন পদে চারি অক্ষর ও শেষ পদে পাঁচ অক্ষর থাকে।

'কোতোয়াল, যেন কাল, খাঁড়া ঢাল, ঝাঁকে।
ধরিবাণ, খরশান, হান হান হাঁকে॥'

লঘু চৌপদী—প্রথম তিন পদে ছয় ছয় অক্ষর ও শেষ পদে পাঁচ অক্ষর থাকে।

'গুণ যোগ্য মান, যদি লোক স্থান
না পাইয়া ম্লান, তোমার মুখ।
তব গুণ ধনে, জানে কত জনে
ভাবি দেখ মনে, ছাড়িয়া দুখ ॥'

দীর্ঘ চতুষ্পাদী—প্রথম তিন পদে আট আট অক্ষর, ও শেষ পদে ছয় অক্ষর থাকে।

'মিছা দারা সুত লয়ে, মিছা সুখে সুখী হয়ে,
যে রহে আপনা কয়ে, সে মজে বিষাদে।
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের, আর সব মিছা ফের,
ভারত পেয়েছে টের, গুরুর প্রসাদে ॥'

হীনপদা চতুষ্পাদী—এই ছন্দ লঘু দীর্ঘাদি ভেদে নানাপ্রকার হইতে পারে।

'ওরে আমার মাছি।

আহা কি নম্রতাধর, এসে হাত যোড় কর,
কিন্তু কেন বারি কর, তীক্ষ্ণ শুঁড় গাছি।'

শ্লোক।

৪২৬। একই অক্ষরাবৃত্তি ছন্দে মিত্রাক্ষরাদির বৈচিত্র্য থাকিলে, অথবা, একাধিক অক্ষরাবৃত্তি ছন্দ পরস্পর মিশ্রিত হইলে, শ্লোক হয়; প্রত্যেক শ্লোকে পাঁচের অধিক পদ থাকে। শ্লোক নানা প্রকার, বাহুল্য ভয়ে দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

ষট্‌পদী।

'পরিশ্রম ভারে নিদ্রে ক্লান্ত জীবগণ,
আসিয়া তোমার পাশে লভয়ে বিরাম ;
তরুর শাখায় কিম্বা কোটরে যেমন,
দিবসের অবসানে বিহঙ্গম গ্রাম ;
কিম্বা যত শিশুগণ সুকুমার মতি,
মায়ের কোমল কোলে ক্রীড়ান্তে যেমতি'।

সপ্তপদী।

'নিরখি গগনে শশী,
তারাময় হার পরি, মনসুখে বিভাবরী,
চন্দ্রিকার সনে দেহ ঢাকিছে রূপসী।
যবে মগ্ন নিদ্রায় সকলে, প্রাণপতি পাইয়া বিরলে,
হাস্যে আস্য সুধাময়, পড়িতেছে খসি।'

অপিচ—'নাম মাত্র আছি লোকালয়,
নামে আছি লোকালয়, অসত্য সে সত্য নয়,
লোক সহ নাহি পরিচয়।
কার সুখে সুখী নই, কার দুঃখে দুঃখী নই,
সমদুঃখসুখী কেহ নয়॥'

অষ্টপদী।

'প্রণয় বন্ধন ছিঁড়া কঠিন কেমন,
যাই যাই আর যেন না চলে চরণ।
ইচ্ছা করে একবার, ফিরে দেখি মুখ তার,
যার সনে এতকাল মজেছিল মন।

মম সুখে যার সুখ, মম দুখে যার দুখ,
মম হাসে যার হাসি, রোদনে রোদন।'
অপিচ, 'কে কাঁদে দেখনা সহচরি,
দুখে কি আমার, হৃদয়ে কাহার,
উঠিছে আবার দুখ লহরী।
হায় সখি চিতে যার, বহে দুখ অনিবার,
যথা যায় করে তথা যন্ত্রণা বিস্তার,
অগ্নি স্পর্শে কি না উষ্ণ কহলো সুন্দরি।'

নবপদী।

'আলোকের আগমনে হইয়া চকিত,
লজ্জায় শঙ্কায় রক্ত পাণ্ডুর আনন।
তমোময় কেশপাশ পাশে বিগলিত,
নিশ্বাসে বিস্তার করি সুগন্ধি পবন,
সূর্য্যসনে ফুলশয্যা ত্যজিয়া যখন
সুবর্ণ বরণা উষা, কমল চরণে
পলায় অম্বরপথে, বিচলিত মনে,
পশ্চিম দিকের পানে ত্বরিত গমনে
সৌদামিনী জিনি বেগে, পড়ে কিবা পড়ে না নয়নে।'

দশপদী।

'চকোরী সুধার লাগি উড়িল আকাশে,
সরোবরে কুমুদিনী, দিবাভাগে বিরহিনী,
পতির মিলনে ধনী মন খুলি আসে।
হেরিয়া তনয়ানন, বারিধি প্রফুল্ল মন,
উথলে হৃদয় বারি যেতে পুত্র পাশে ;

প্রিয় সখী আগমনে, কুটিল নিকুঞ্জবনে,
সুগন্ধা রজনীগন্ধা দিক্ পূরি বাসে ॥'

একাদশপদী ।

'অপূর্ব্ব প্রণয় তব, বসন্তের সনে বসুমতি !
সাজ তুমি নানা সাজে, হয়ে পুন নবীন যুবতী ;
নিতান্ত কৃতান্ত সম অশান্ত হিমান্তে,
মলয়-পবনাসনে হেরি প্রাণকান্তে ।
পরিয়া নূতন বাস, মুখে মৃদু মৃদু হাস,
কুসুমের হার গলে, রসে যেন পড়ে গলে ;
বিহঙ্গবংশীর ধ্বনি, সুখ ভরে করি ধনী,
সৌরভ আতর অঙ্গে, পতিপদে করলো প্রণতি ।'

দ্বাদশপদী ।

'ওই যে গগনমাঝে বসি দিনকর,
আগুণের কণা, অথবা যন্ত্রণা,
বর্ষে হেন নিরন্তর ।
মাটি ফাটে দাপে, প্রচণ্ড প্রতাপে,
নেত্র ভয়ে কাঁপে, কিরণ বাণে ।
পথিক সকলে, জ্বলি তাপানলে,
গিয়া তরুতলে, বাঁচিছে প্রাণে ।'

চতুর্দ্দশপদী ।

'যেওনা রজনি আজি, লয়ে তারাদলে,
গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে ।
উদিলে নির্দ্দয় রবি, উদয় অচলে,

নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে,
বার মাস তিথি সতি! নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমারে আমি; কি সান্ত্বনা ভাবে.
তিনটি দিনেতে কহ লো তারা-কুন্তলে!
এ দীর্ঘ বিরহ জ্বালা কেমনে জুড়াবে।
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে,
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ কুহরে?
দ্বিগুণ আঁধার ঘরে, হবে আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি, কহিলা কাতরে—
নবমীর নিশাশেষে গিরীশের রাণী॥'

প্রসঙ্গাধীন পদ্যের ভাষার বিষয় কিঞ্চিৎ অভিহিত হইতেছে।

৪২৭। পদ্যে পদের কোমলতাসম্পাদন করিবার জন্য কতকগুলি সংযুক্ত বর্ণ বিযুক্ত হয়, অর্থাৎ সংযোগের মধ্যে অকার আগম হয় (১)। যথা—

সংযুক্ত বর্ণ।	বিযুক্ত বর্ণ।	সংযুক্ত বর্ণ।	বিযুক্ত বর্ণ।
বর্ণ	বরণ	বর্ষা	বরিষা (২)
দর্শন	দরশন	ধর্ম্ম	ধরম
গর্জ্জন	গরজন	প্রমাদ	পরমাদ (৩)
নির্দ্দয়	নিরদয়	প্রসাদ	পরসাদ,
অন্তর্যামিনী	অন্তরযামিনী	প্রকাশ	পরকাশ
হর্ষ	হরিষ (২)	প্রাণ	পরাণ
বিমর্ষ	বিমরিষ (২)	প্রীতি	পিরীতি (২)

(১) প্রয়োগ অনুসারে ই হইয়া থাকে।
(২) এই চারিস্থলে অকারের পরিবর্ত্তে ইকার আগম হইয়াছে।
(৩) প্রায় প্র উপসর্গেরই রফলা বিযুক্ত হইয়া থাকে।

স্বতন্ত্র	স্বতন্তর	ভক্তি	ভকতি
ত্রাস	তরাস	স্বপ্ন	স্বপন
মগ্ন	মগন	অদ্ভুত	অদভুত
জন্ম	জনম	যত্ন	যতন
শক্তি	শকতি	রত্ন	রতন
যুক্তি	যুকতি	শত্রুঘ্ন	শত্রুঘন

৪২৮। মিলের জন্য আকার স্থানে একার আদেশ হয়, অথবা কদাচিৎ উহার লোপ ও হইয়া থাকে। যথা—

'জনক হুহিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে।'
'সে বিনে অন্যে ভাবিনে, লোকে কয় তারে পাবিনে।
'গলে মুণ্ডমাল, পরিধান বাগছাল।'
'পর্ণশালে নাহি দেখি সীতা।'

এখানে মালা ও শালার পরিবর্ত্তে মাল ও শাল হইয়াছে।

৪২৯। কদাচিৎ সংযোগের পূর্ব্ববর্ণ লুপ্ত হয়। যথা

সংযুক্ত।	বিলুপ্ত।		
চিত্ত	চিত		
স্পর্শ	পরশ	উচ্চ	উচ
নিষ্ঠুর	নিঠুর	উচ্ছলে	উছলে

৪৩০। পদ্যে আরও নানাপ্রকারে শব্দের পরিবর্ত্ত হয়।

প্রকৃত।	রূপান্তরিত।	উদ্গার	উগার
নির্দ্দয়	নিদয়	দ্বার	দুয়ার
প্রাণ	পরাণ	অমৃত	অমিয়

হৃদয়	হিয়া	উজ্জ্বল	উজল
কত	কতেক	বদন	বয়ান
যত	যতেক	নিরীক্ষিয়া	নিরখিয়া
যুধ	যুঝে	উত্তালে	উথলে
মধ্যে	মাঝে (১)	ত্যাগ	তেয়াগ
প্রবেশ	পশ	খ্যাতি	খেয়াতি
বিহীন	বিহুন	ধ্যান	ধেয়ান

৪৩১। পদ্যে এমন অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়, যাহা গদ্যে ও চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। যথা, উপজে, নেউটিল, হের, এবে, যবে, পাশরে, তিতিয়া, জিনিয়া, হেন, ভণ, ভালে, নহে, নারে, আজি ইত্যাদি।

৪৩২। পদ্যে সংক্ষেপার্থ সচরাচর ক্রিয়াবাচক পদের অন্তর্গত 'ইতে' ও 'ইয়া' এই দুই ভাগস্থানে ক্রমে ই ও এ আদেশ হয়। যথা—

করিতেছে—করিছে, হইতেছে—হইছে। (২)

করিয়াছে-করেছে, হইয়াছে-হয়েছে, পড়িয়াছিল-পড়েছিল।

৪৩৩। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে ক্রিয়াবাচক পদের মধ্যস্থিত হে, হি ও ইকারের লোপ হয়। যথা,

কহেন-কন, সহেন-সন, কহিস-কস, রহিস-রস, করিব-কব সহিব-সব, লইব-লব, যাইব-যাব।

---

(১) ধ স্থানে ঝ আদেশ চলিত ভাষায়ও হইয়া থাকে।

[২] সর্ব্বনামের অন্তর্গত 'ই' এবং 'হা' এই ভাগের লোপ হইতে পারে। যথা, হইতে-হতে, তাহাকে-তাকে, উহাতে-ওতে।

৪৩৪। ইকার ব্যঞ্জনবর্ণে মিলিত হইলে, উহার লোপ হয় না। যথা, করিব, বলিব ইত্যাদি।

৪৩৫। হসন্তধাতুর উত্তর ইয়া প্রত্যয় স্থানে ইয়ে বা ই আদেশ হয়। যথা, করিয়া-করিয়ে বা করি, হেরিয়া-হেরিয়ে বা হেরি।

৪৩৬। কিন্তু ওকারান্ত ধাতুর পরস্থিত ইয়া প্রত্যয় স্থানে কেবল ইয়ে আদেশ হয়। যথা, দিয়া-দিয়ে, লইয়া-লইয়ে, পাইয়া-পাইয়ে।

৪৩৭। পদ্যে সমাসস্থলে বিকল্পে সন্ধি হয় না। যথা

'তোমা বিনা কেবা আর করুণা আকর।'

'কাম অঙ্গ ভস্ম লেপে অঙ্গে।'

'ললিত সুছন্দে, পরম আনন্দে, রায়গুণাকর গায়।'

'তার মূল কেবল তোমার পদছায়া।'

'আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।'

'পরিশেষে পঙ্কজিনী সর-অহঙ্কার।'

সন্ধি হইলে, করুণাকর, কামাঙ্গে, সুচ্ছন্দে, পদচ্ছায়া, ধরণীশ্বর, সরোহঙ্কার এরূপ হইত।

৪৩৮। পদ্যে কখন কখন অতীতকালে অকারের পরস্থিত হি, ইও রি স্থানে ঐকার আদেশ হয়। (১) যথা, সহিল-সৈল, দহিল-দৈল, হইল-হৈল, লইল-লৈল; করিল-কৈল, মরিল-মৈল।

(১) ইতে ও ইয়া-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকাক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী অকার ও তৎপরস্থিত ইকার স্থানে ঐকার হয়। যথা, হইতে-হৈতে লইয়া-লৈয়া।

৪৩৯। সমাসের অন্তর্গত শব্দদ্বয় ছন্দের ভিন্ন ভিন্ন পদে অবস্থাপিত হইতে পারে। যথা,

'শ্বেত অলি শিব, সে নীল রাজীব, রাজী রাজেরে'।
'এইরূপে দানা, গণদিল হানা, যবনে হইল দায়।'

'রাজীবরাজী' ও 'দানাগণ' একই সমস্ত শব্দ ছন্দের ভিন্ন ভিন্ন পদে অবস্থাপিত হইয়াছে।

৪৪০। বাঙ্গালা পদ্যে সংস্কৃত ধাতু ও নামধাতুর বহুল প্রয়োগ হয়, তাহার অধিকাংশ গদ্যে বা চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। যথা,

ধাতু—বর্জ্জিয়া, তুষিয়া, শুনিয়া, কষিয়া, পুষিয়া, কুপিয়া বিলপিয়া, বঞ্চিয়া, ভর্ৎসিয়া, কম্পিয়া, লাঙ্ঘিয়া, প্রণমিয়া, লভিয়া।

নিধু—বিশেষিয়া, উত্তরিয়া, তেয়াগিয়া, টঙ্কারিয়া, নিপাতিয়া, সংহারিতে, ইচ্ছে, নমস্কারিয়া, নাদিয়া, বিস্তারিয়া, সজ্জিয়া, রঞ্জিয়া, যুকতিয়া।

৪৪১। সংস্কৃত শব্দ কখন কখন সংস্কৃত সূত্রানুসারে প্রথমান্ত না হইয়াও বাঙ্গালা পদ্যে প্রযুক্ত হয়। যথা,

'ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসি, বিষ্ণুপদ প্রসূতাসি।
স্তবে হয়ে তুষ্টমন, গঙ্গা দিলা দরশন।',
'কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিয়া রাজন।',
'প্রভাতের তারা যেন উরসে উষার',
'আলোকেতে ভাসে দশ দিশ।',
'মানস সরসে গেছে চলি।',

গদ্যে ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসি, তুষ্টমন, রাজন, উরঃস, দিশ, সরসে না হইয়া ক্রমে ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসিনী, রাজা, উরঃস্থলে, দিক, সরোবরে এইরূপ প্রয়োগ হইত।

৪৪২। যেমন চলিত ভাষায় তেমনি পদ্যে ভাষার কোমলতা সম্পাদন করিবার জন্য অনেক স্থলে সমাসে সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালা রূপ ব্যবহৃত হয়। যথা,

'তারাময় হার পরি, মনস্সুখে বিভাবরী।'

'এখন সে হৈল অন্তর, মনে মনে মনান্তর, কোথা গেল চক্ষু-লজ্জা প্রেমসহচরী।'

ঐ সাধারণ বিধি অনুসারে মনঃ-সুখে, মনোন্তর, ও চক্ষুলজ্জা এরূপ পদ সিদ্ধ হইত।

৪৪৩। পদ্যে কখন কখন এক বিভক্তির পরিবর্ত্তে অন্যবিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যথা,

"পাপেতে তারিল প্রাণী এভব সংসার।"

'শেষে ছিল যারা, পলাইল তারা, মানসিংহে জয় হৈল।'

'উমালয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাস।'

'নামে আছি লোকালয়, অসত্য সে সত্য নয়।"

'সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা।'

"একাকিনী আমারে পাইয়া বনমাঝ।"

'মিত্রে দেখি চাই হেথা যে দিকের পানে।'

'কোথা রত্ন উদর, পূরিল লোণাজলে।"

'চল চিন্তা জ্ঞান-সখী বিজন কানন।

পাপ হইতে, মানসিংহের, কৈলাসে, ধরায়, বনমাঝে, হেথায়, কোথায়, কাননে, এইরূপ হওয়া উচিত ছিল।

৪৪৪। পদ্যে গৌরবার্থক সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়। যথা

'বেদ যার বিজ্ঞ নহে, কে তার মহিমা কবে, ভারত কি কবে কিবা জানে।

'যারে তুমি দেহ পদছায়া।,

'শোকে দশরথ ছাড়ে কায়।,

গদ্যে যাঁর, তাঁর, আপনি, দিউন, ছাড়েন, এইরূপ প্রয়োগ হইত।

৪৪৫। পদ্যে হসন্ত শব্দের অন্ত্যবর্ণ অক্ষর-সংখ্যার পরিগণনাকালে ধর্ত্তব্য হয়। যথা,

'জগত ঈশ্বরী তুমি যে ইচ্ছা তোমার।,

'সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ,।

এস্থলে জগতের তকার ও কিঞ্চিতের তকার লইয়া পয়ারের চরণ চতুর্দ্দশাক্ষর যুক্ত হইয়াছে।

৪৪৬। ক্রিয়ার অব্যবহিত পরবর্ত্তী 'নাই' এই পদের স্থানে নি হয়। যথা, করি নাই—করিনি; হইনাই হইনি।

৪৪৭। ক্রিয়ার অন্তস্থিত 'হে' এই ভাগ স্থানে য়কার হয়। যথা কহে-কয়, সহে-সয় ইত্যাদি।

৪৪৮। ণ্যন্ত হইলে ক্রিয়াপদের মধ্যস্থিত ইকারের লোপ হয়। যথা,

হসন্ত ধাতু—করাইয়া করায়ে, কারাইতে করাতে, করাইল

করাল। ওকারন্ত ধাতু—খাওয়াইয়া খাওয়ায়ে, খাওয়াইতে খাও-য়াতে, খাওয়াইল খাওয়াল।

৪৪৯। অনুজ্ঞার ভবিষ্যৎকালে হসন্ত ধাতুর পর-স্থিত ইকারের লোপ হয়। যথা, দেখিও-দেখো, বলিও-বলো, করিও-করো।

৪৫০। উপধায় আকার আছে এমন ওকারান্ত ধাতুর আই ভাগস্থানে একার আদেশ হয়। যথা, পাইতে-পেতে, পাইয়া-পেয়ে, পাইলাম-পেলাম, পাইও-পেও।

৪৫১। পদ্যে প্রায়ই সাধারণ নিয়মের বিরুদ্ধে পদ সকল বিন্যস্ত হইয়া থাকে। প্রথমে কর্ত্তা, পরে কর্ম্ম এবং পরিশেষে ক্রিয়া, এই সাধারণ নিয়ম। নিম্নলিখিত প্রকারে উহার বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। যথা,

'কহিলা তাহারে ব্যাস।' ১ম ক্রিয়া, ২য় কর্ম্ম, ৩য় কর্ত্তা।
'কহিলা লক্ষ্মণ তারে।' ১ম ক্রিয়া, ২য় কর্ত্তা, ৩য় কর্ম্ম।
'সাগর শুষিলা ঋষি।' ১ম কর্ম্ম, ২য় ক্রিয়া, ৩য় কর্ত্তা।
'সাগর বানরে লঙ্ঘে।' ১ম কর্ম্ম, ২য় কর্ত্তা, ৩য় ক্রিয়া।
'সৌমিত্রি বধিলা মেঘনাদে।' ১ম কর্ত্তা, ২য় ক্রিয়া, ৩য় কর্ম্ম।

৪৫২। পদ্যে উদ্দেশ্য বিশেষণ বিশেষ্যের পরেও স্থাপিত হইতে পারে।

'নানা চিত্র বিচিত্র কথন পুরাতন।'
'দেখিল সে মহাসর্প অতি ভয়ঙ্কর।'

৪৫৩। গদ্যে পূর্ব্ববাক্যে তৎপদ ব্যবহৃত না হইলে পরবাক্যে যৎপদের প্রয়োগ হওয়া অতিবিরল। কিন্তু পদ্যে সেরূপ নয়। যথা,

'প্রণমহ পুস্তক, ভারত নাম ধর,'
"যার নাম লইলে নিষ্পাপ হয় নর।"

অপিচ—'সত্যবতী-হৃদয়নন্দন মুনি ব্যাস,
যার মুখচন্দ্রে তিন ভুবন প্রকাশ,
যেই মুখ পঙ্কজ গলিত সুধাধার,
পাপেতে তারিল পাপী এ ভব সংসার,
কনক পিঙ্গল জটা বিরাজিত শির,
কৃষ্ণ অঙ্গ শোভে যেন তড়িতে মুদির,
অম্বর সম্বরি যে ভারত বাঁধি কাঁখে,
দক্ষিণে বামেতে পাছে মুনি লাখে লাখে,
জানিয়া রাজার কষ্ট সদয়হৃদয়,
উপনীত সেখানে, যেখানে জনমেজয়।'

৪৫৪। পদ্যে প্রায়ই হও, আছ ও রহ ধাতুর ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে। যথা 'উপনীত সেখানে যেখানে জনমেজয়।'

পদ্যের ভাষা সম্বন্ধে আর আর অনেক নিয়ম ইতিপূর্ব্বে যথাযোগ্য অবসরে বিবৃত হইয়াছে।

ছেদ।

সম্প্রতি চতুর্থ প্রকরণের অবশিষ্ট স্তবক অর্থাৎ ছেদ আরব্ধ হইতেছে।

পাদচ্ছেদ—[,] অর্থাৎ ঈষৎ বিরাম। যথা,

"ইহা কে না জানে যে, ধন, মান, কুল ও শীল পুরুষের ভূষণ স্বরূপ।"

অর্দ্ধবিরামচ্ছেদ (;) যেস্থলে বাক্য সকল পরস্পর তাদৃশ ঘনিষ্ট-ভাবে অন্বিত না হয়। যথা,

'নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর; কারণ ঈশ্বর তোমার নিয়ন্তা। প্রত্যেক পদার্থ পরিবর্ত্তনশীল, প্রত্যেক পদার্থ ধ্বংসশীল; কেবল আত্মাই নিত্য ও অপরিচ্ছেদ্য।

পূর্ণচ্ছেদ (।) যেস্থলে একটি বাক্যার্থ অন্য বাক্যার্থের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া পরিসমাপ্ত হয়।

বিদ্যা রূপহীন ব্যক্তির শ্রীস্বরূপ, এবং দরিদ্রের ধনস্বরূপ। কন্দর্পতুল্য রূপবান পুরুষ বিদ্যাহীন হইলে শোভা পায় না, এবং কুবের সম ধনী হইয়াও বিদ্যাশূন্য লোক সমাদৃত হয় না। মূর্খেরা এতাদৃশ বিদ্যার মহিমা বিষয়ে চিরকাল নিতান্ত অনভিজ্ঞ থাকে।

প্রশ্নচিহ্ন—(?) প্রশ্নের সূচক।

'কোথায় রহিল মোর প্রাণের প্রতিমা?'

আবেগচিহ্ন (!) হর্ষ, বিষাদ, রোষ, ভয়, বিস্ময়াদির সূচক। যথা;

'হায় সত্য কোথা তুমি, ত্যজিয়া ভারতভূমি
লুকাইলা আপনার নাম!!'

ভঙ্গচিহ্ন। (—) যেখানে মনোগতভাব স্পষ্ট প্রকাশ না করিয়া আভাসে সূচনা করিবার নিমিত্ত বাক্যাংশ উহ্য থাকে ; অথবা এক কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ অন্য কথা উপস্থিত করা হয়। যথা,

'তুমি মোর প্রাণধন, তুমি মোর হিয়া,
আঁখির অঞ্জন তুমি, অমিয় অঙ্গেতে।
এই সব প্রিয়ভাষে সখীরে তুষিয়া,
পুন তারে—হায় আর, কি কাজ বাক্যেতে।'

উদ্ধারচিহ্ন—[''] নিজ বাক্যের মধ্যে অন্যের কথা অবিকল গ্রহণ। যথা—

'যেথা সত্য সেথা জয়', কাশীদাস ভণে।'

বন্ধনী—[()] অর্থের বৈশদ্য বা দার্ঢ্য সম্পাদনের জন্য কোন আবশ্যক অথচ অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বাক্যের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইলে। যথা,

'ক্রোধে দীপ্ত কর্ণবীর হানে মহাশক্তি,
(ইন্দ্রদত্ত); সংহারিতে ভীমের নন্দনে।'

আসক্তিচিহ্ন—(-) সমস্যমান পদ সকল একত্র গ্রথিত হইলে। যথা,

'সময়ে জুড়াও প্রাণ প্রেম-সুধা-পানে।'

পরিহারচিহ্ন। [—] একবাক্য কিম্বা এক চরণ-

স্থিত পদাবলীকে অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করিলে।

———————'হায় শূর্পণখা,

কিকুক্ষণে দেখেছিলি তুই রে অভাগী,

কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা

এ ভুজগ '———

———